গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১

মঙ্গলবার, জুলাই ৫, ২০১১

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঙ্গলবার, জুলাই ৫, ২০১১ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ। ১ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৩৭-আইন/২০১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৭নং আইন) এর ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নভোথিয়েটার, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**—

(১) এই প্রবিধানমালা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা নভোথিয়েটারের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা**—

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"অসদাচরণ"** অর্থ চাকুরীর শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :—

(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা;

(গ) কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে নভোথিয়েটারের কোন আদেশ, পরিপত্র বা নির্দেশাবলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(ঘ) কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, এ বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা;

(২) "**আইন**" অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৭নং আইন);

(৩) "**উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ**" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন নির্দিষ্ট কার্য নিস্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে নভোথিয়েটার কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা;

(৪) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা এবং উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৫) "**কর্তকর্তা**" অর্থ নভোথিয়েটারের কোন কর্মকর্তা;

(৬) "**কর্মচারী**" অর্থ নভোথিয়েটারের, স্থায়ী বা অস্থায়ী, যে কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৭) "**ডিগ্রী**", "**ডিপ্লোমা**" বা "**সার্টিফিকেট**" অর্থ ক্ষেত্রমত, কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেট;

(৮) "**তফসিল**" অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(৯) "**নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ**" অর্থ নভোথিয়েটার বা কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য নভোথিয়েটার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(১০) "**পদ**" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(১১) "**পলায়ন**" অর্থ—

(অ) বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা;

(আ) ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা;

(ই) অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা;

(ঈ) বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ত্রিশ দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা; অথবা

(উ) অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা;

(১২) **"প্রয়োজনীয় যোগ্যতা"** অর্থ কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তফসিলে উল্লিখিত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(১৩) **"বাছাই কমিটি"** অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(১৪) **"বিজ্ঞাপন"** অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন;

(১৫) **"বোর্ড"** অর্থ আইনের ধারা ২(৫) এ সংজ্ঞায়িত বোর্ড;

(১৬) **"স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান"**, **"স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"** বা **"স্বীকৃত বোর্ড"** অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বা বোর্ড এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নভোথিয়েটার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) **"সম্মানী"** অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাবর্তক ধরনের পুরস্কার;

(১৮) **"নভোথিয়েটার"** অর্থ আইনের ধারা ২(২) এ সংজ্ঞায়িত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ, ইত্যাদি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি—**

এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, স্থায়ীভাবে শূন্য হইয়াছে এইরূপ কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে।

৪। **বাছাই কমিটি—**

সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে উহার নিকট সে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক বাছাই কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। **সরাসরি নিয়োগ—**

(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(৩) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত নাই।

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন; এবং

(খ) নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, নভোথিয়েটারের চাকুরীতে নিয়োগলাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া ৩ পূরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করিতে হইবে।

৬। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ—**

(১) এই প্রবিধানমালার বিধান এবং তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মচারী অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবেন না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯-এর গ্রেড-৫ ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা তথা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীকে চাকুরী ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে।

৭। **শিক্ষানবিশ—**

(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যোগদানের তারিখ হইতে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ থাকিবেন?

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ অনধিক ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে উহাসহ, পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহা হইলে, উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবে; অথবা

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্র, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিশকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৮। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**—

(১) উপ-প্রবিধান (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, নভোথিয়েটার যদি মনে করে যে, নভোথিয়েটারের কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা এবং তদকর্তৃক গৃহীত কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে নভোথিয়েটার এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদ ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার কোন পদে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে ন্যস্ত করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা নভোথিয়েটারের কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে মর্মে প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলে, নভোথিয়েটারের নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবে এবং উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা নভোথিয়েটার কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহা সত্ত্বেও, প্রেষণের শর্তাবলিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :—

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) নভোথিয়েটারের চাকুরীতে কর্মচারীর পূর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি নভোথিয়েটারে প্রত্যাবর্তন করিবেন;

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা নভোথিয়েটারের কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন ও তহবিলে, যদি থাকে, অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) প্রেষণে থাকাকালে কোন কর্মচারী নভোথিয়েটারে চাকুরীতে পদোন্নতির জন্য যোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে নভোথিয়েটারে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) প্রেষণে থাকাকালে, পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, কোন কর্মচারীকে নভোথিয়েটার ফেরত চাহিলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গননা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে, হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে "শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে, নভোথিয়েটারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে ডাক্তারি?

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সূচনা করা হইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে নভোথিয়েটারকে অবহিত করিতে হবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ নভোথিয়েটারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর নভোথিয়েটার যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলি

৯। **যোগদানের সময়—**

(১) এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলির ক্ষেত্রে বা কোন নূতন পদে যোগদানের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা :

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময় ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গননার ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটির দিন অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময়হ্রাস, বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলি হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকুরীস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গননা করা হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইবে তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলির ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১০। **বেতন ও ভাতা**—

সরকারের নির্দেশের আলোকে, নভোথিয়েটার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে উহার কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

১১। **প্রারম্ভিক বেতন**—

(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ কোন কর্মচারীকে, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার, সরকারি কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যে নির্দেশাবলি জারি করে, তদনুসারে নভোথিয়েটারের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা হইবে।

১২। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**—

কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদের প্রাপ্ত বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয়, সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বেতন বর্ধন**—

১) কোন কারণে বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ প্রতি বৎসর নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আদেশে সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিশ সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী হইলে, বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরি ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না, এবং এইরূপ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম সম্পাদিত দক্ষতাসীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত।

১৪। **জ্যেষ্ঠতা—**

(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সংশ্লিষ্ট পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গননা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকাভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৫) নভোথিয়েটার উহার কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময়, কর্মচারীদের অবগতির জন্য উক্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৫। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি—**

১) কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি পাইবেন, যথা :—

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি,

(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি;

(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(ঙ) সঙ্গরোধ ছুটি;

(চ) প্রসূতি ছুটি;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি;

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি; এবং

(ঝ) অবসর-উত্তর ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং ইহা সাধারণ ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের পূর্বানুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৬। **পূর্ণ বেতনে ছুটি—**

১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে এবং ডাক্তারি সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৭। **অর্ধ বেতনে ছুটি—**

(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে অর্ধ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) প্রতি দুই দিনের অর্ধ বেতনের ছুটিকে, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, একদিনের পূর্ণ বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিত করিয়া কোন কর্মচারীকে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৮। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি—**

১) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোন কারণ হইলে, ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন দুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন পুনরায় সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, নূতনভাবে অর্ধ বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। **বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি**—

(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একাধারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি নভোথিয়েটারে চাকুরী করিবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী, তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে।

২০। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি**—

(১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিনতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় মর্মে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসক প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং উক্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং এইরূপ দুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তী যে কোন সময়ে অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে কর্মচারী শুধু আনুতোষিক এবং অবসর ভাতা প্রাপ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতার বিষয়ে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গননা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীনে মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাঙাইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে, এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২১। **সঙ্গরোধ ছুটি**—

(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্ত নির্দেশ কার্যকর থাকে, সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে, অনূর্ধ্ব একুশ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনূর্ধ্ব ত্রিশ দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২)-এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে, অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২২। **প্রসূতি ছুটি**—

(১) কোন মহিলা কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির অনুরোধ সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া উহা মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) নভোথিয়েটারের চাকুরী জীবনে কোন মহিলা কর্মচারীকে দুই বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৪) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রসূতি ছুটি সংক্রান্ত যে বিধান প্রণয়ন করিবে তাহা জাদুঘরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **অধ্যয়ন ছুটি**—

১) নভোথিয়েটারের চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ বেতনে, অনধিক বার মাস, অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেই ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরিকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৪। **নৈমিত্তিক ছুটি**—

সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে নভোথিয়েটারের কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৫। **অবসর-উত্তর ছুটি**—

(১) কোন কর্মচারী, ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহার সর্বশেষ বেতনের ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১(এক) মাস পূর্বে অবসর পরবর্তী ছুটির জন্য আবেদন করিবেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখে অবসর-উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

(৩ কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর-উত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুরির পর কোন কর্মচারীর অর্জিত ছুটি পাওনা থাকিলে তিনি অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাস পর্যন্ত নগদায়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) অবসর-উত্তর ছুটি এবং উহার জন্য বিভিন্ন সুবিধার প্রাপ্যতা সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধান অনুসারে করা হইবে।

২৬। **ছুটির পদ্ধতি—**

(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব নভোথিয়েটার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত থাকিবেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে তবে তিনি, উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান এবং আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে, উক্ত কর্মচারীকে অনূর্ধ্ব পনের দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন

২৭। **ছুটি চলাকালীন বেতন—**

১) কোন কর্মচারী পূর্ণ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন, সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন, সেই বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৮। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো—**

ছুটি ভোগরত, কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটির নগদায়ন—**

১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালের জন্য সর্বাধিক বার মাস পর্যন্ত প্রতি বৎসরে

প্রত্যাখ্যাত ছুটির, নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী চাকুরীত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুবরণের তারিখে, তাহার অবসর গ্রহণ গণ্য করিয়া, তাহার ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, ছুটির বদলে তাহার প্রাপ্য নগদ অর্থ তাহার পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যা— এই প্রবিধানে 'পরিবার' বলিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় পরিবারকে যে অর্থে বোঝানো হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাতা, ইত্যাদি

৩০। **ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি—**

কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে, বা বদলি উপলক্ষে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময়ে সময়ে নির্ধারিত হার ও শর্তাবলি অনুযায়ী ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **সম্মানী, ইত্যাদি—**

(১) নভোথিয়েটার উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রাকৃতিক কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য সম্মানী প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালনের শর্তে উক্ত সম্মানী প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন সম্মানী বা নগদ অর্থ পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ না করা হয়।

৩২। **দায়িত্ব ভাতা—**

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে সরকারের দায়িত্বভাতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সমমানের বা উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব প্রদান করিলে উক্ত কর্মচারী সরকারি বিধি মতে দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৩৩। **উৎসব ভাতা—**

সরকর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে, জারিকৃত আদেশ মোতাবেক নভোথিয়েটারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৪। **চাকুরীর বৃত্তান্ত**—

(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকুরীর বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং নভোথিয়েটার কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকুরী বহি সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩ যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৫। **বার্ষিক প্রতিবেদন**—

১) কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন চাহিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, তবে উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের জন্য কিংবা সংশোধনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৬। **সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত নভোথিয়েটারের চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, উহার সাহায্যার্থে চাঁদাদান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিতে পারিবেন না এবং নভোথিয়েটারের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) নভোথিয়েটারের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী নভোথিয়েটারের নিকট সরাসরি কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবির সমর্থনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী নভোথিয়েটারের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত সরাসরি কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৭। **দণ্ডের ভিত্তি—**

কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন;

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন;

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন,

(ঘ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন;

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা :—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয় এইরূপ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাতে তিনি ব্যর্থ হন;

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন;

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরুপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা

(ছ) নভোথিয়েটার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক বা ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে এবং সে কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা নভোথিয়েটার বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়— তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারে।

৩৮। **দণ্ডসমূহ**—

(১) এই প্রবিধানের অধীন নিম্নোক্ত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা -

(ক) লঘুদণ্ড—

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা; এবং

(ই) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন।

(খ) গুরুদণ্ড—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত ও প্রমাণিত অপরাধের কারণে সংঘটিত আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ ।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে তিনি ভবিষ্যতে নভোথিয়েটারে চাকুরী প্রাপ্তির অযোগ্য হইবেন।

৩৯। নাশকতামূলক, ইত্যাদি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—

(১) প্রবিধান ৩৭ এর দফা (ছ) তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিবে, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা সমীচীন নহে, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪০। লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—

(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা, তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানি দেওয়ার পর তাহার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া, কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা, প্রয়োজন হইলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে ।

(৩) অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া হইলে, উহার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪ যে ক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৭-এর দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্তকে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দান করতঃ উক্ত দণ্ড আরোপ করিবে; অথবা

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হইলে বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে—

(অ) শুনানি ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড আরোপ করিবে; অথবা

(আ) উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবিধান ৩৮-এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত যে কোন লঘুদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে; অথবা

(গ) লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করিলে, উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে প্রবিধান ৩৮-এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত যে কোন লঘুদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৪১। **গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

১) যে ক্ষেত্রে কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কোন গুরুদণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে; এবং

(খ) অভিযোগনামা প্রাপ্তির পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দশটি কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে উক্ত বিবৃতিতে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহাও উল্লেখ করিবেন?

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য অধিকতর দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বিবৃতি পেশ করিবেন, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে —

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে; অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ দান করিয়া যে কোন একটি লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪০-এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা

(খ) এর অধীন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিবে; এবং

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে অথবা অনুরূপ তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কোন লিখিত বিবৃতি পেশ না করে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪২-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা যাইবে না, তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) অনুসারে কারণ দর্শানো হইলে উক্ত কারণ এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানমালার অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং যেক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটির তদন্তের প্রতিবেদনে তদন্তের ফলাফলের সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৯) সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪২। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী—**

১) তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার শুনানি শুরুর দিন হইতে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবি করিবেন না।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং উভয় পক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ কোন সাক্ষ্য উপস্থিত হইলে উহা বিবেচনা করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে মামলা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহার সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং উক্তরূপ সতর্ক করিবার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার দায়িত্ব বা কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৭-এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয় উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে উল্লিখিত কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য অনুসরণীয় বিধানাবলি উক্ত কমিটির ক্ষেত্রেও অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এ উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কোন বৈঠকে উক্ত কমিটি কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত কমিটির কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৩। **সাময়িক বরখাস্ত**—

(১) প্রবিধান ৩৭-এর অধীনে যে কোন অভিযোগের দায়ে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকিলে এবং প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে?

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন কর্মচারীর অনুকূলে কোন সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উহা ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হইবার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইনব্যুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপ করা হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশ অনুযায়ী খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ (কারাগারে সোপর্দ অর্থে 'হেফাজতে রক্ষিত' ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৪। **পুনর্বহাল—**

১) যদি প্রবিধান ৪৩-এর উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা, ক্ষেত্র বিশেষে, ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, চাকুরী হইতে অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং সাময়িক বরখাস্তের বা ক্ষেত্র বিশেষে, ছুটির সময়কালে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সাপেক্ষে, সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৫। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী—**

১) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি খোরাকী ভাতা ব্যতীত কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা অন্য কোন প্রকার ভাতা পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি মামলা নিষ্পত্তির পর সমন্বয় করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ হইতে কোন কর্মচারী খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলে, প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। আদেশের বিরুদ্ধে আপিল—

১) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেই ক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা :—

(ক) এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কি না;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কিনা; এবং

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কি না।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক তিন মাসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পরও আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৭। পুনরীক্ষণ—

(১) কোন কর্মচারী এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি ঐ আদেশ পুনরীক্ষণের (Review) জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারী যে আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন সেই আদেশ তাহাকে অবহিত করিবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে পুনরীক্ষণের আবেদন পেশ না করিলে উহা গ্রহণ করা হইবে না?

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী কর্তৃক সময়মত আবেদন পেশ করিতে না পারিবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল মর্মে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হইলে উল্লিখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরও কর্তৃপক্ষ পুনরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পুনরীক্ষণের আবেদন পাইবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৮। আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা—

১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে, একই বিষয়ের উপর, কোন আদালতে কোন ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনে কোন বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর

কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি না সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ দণ্ড আরোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সাজা প্রাপ্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে দণ্ড প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (২)-এর অধীন কোন কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩)-এর অধীনে কোন কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হইতেছে কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে বোর্ড বা সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।"

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৪৯। **ভবিষ্য তহবিল—**

ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে কোন কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি বা প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৫০। **আনুতোষিক—**

(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা :—

(ক) যিনি নভোথিয়েটারে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরীর অবসান ঘটানো হয় নাই;

(খ) অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে বা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসমর্থতার কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে, ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবস বা তদূর্ধ্ব কোন সময়ের চাকুরীর জন্য দুই মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গননার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) মৃত্যুর কারণে কোন কর্মচারীর আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন এবং ফরমটি নভোথিয়েটার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ মনোনীত ব্যক্তিগণকে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫১। **অবসর ভাতা ও অবসরগ্রহণ সুবিধাদি—**

(১) নভোথিয়েটার, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে ।

(২) উপ-প্রবিধান (১)-এ উল্লিখিত পরিকল্প চালু করা হইলে প্রত্যেক কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৪) কোন কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল হিসাবে কর্মচারীর নিজের অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা নভোথিয়েটারের নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (৩) অনুসারে অবসর ভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইতে পারেন।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান, অসুবিধা দূরীকরণ ইত্যাদি

৫২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ**

কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ এবং উহার পর তাহাদের পুনঃনিয়োগের বিষয়ে Public Servants Retirement Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **চাকুরী অবসান—**

১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া কোন শিক্ষানবিশের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপ চাকুরী অবসানের কারণে উক্ত শিক্ষানবিশ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন কর্মচারীকে তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ দ্বারা বা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

৫৪। ইস্তফাদান, ইত্যাদি

(১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি নভোথিয়েটারকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি নভোথিয়েটারকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়া থাকিলে তিনি নভোথিয়েটারের চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবে না?

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, নভোথিয়েটার যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবে।

৫৫। **অসুবিধা দূরীকরণ, ইত্যাদি—**

(১) এই প্রবিধানমালায় উল্লেখ নাই, এইরূপ কোন বিষয়ে, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করা হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য কোন বিধিমালা, আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নভোথিয়েটার, সরকারের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে নভোথিয়েটারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

তফসিল

(প্রবিধান ২(৮) দ্রষ্টব্য)

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১	পরিচালক	৪০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উপ-পরিচালক/ কিউরেটর বা উপ-পরিচালক পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞান বা ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বা গণিত বা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা পিএইচডি ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণির পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা অথবা যন্ত্র কৌশল বা তড়িৎ কৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণির পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
২	উপ-পরিচালক/ কিউরেটর	৩৫ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী কিউরেটর বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা সায়েন্টিফিক অফিসার (সাধারণ) বা সায়েন্টিফিক অফিসার (এস্ট্রোনমি) বা এয়ার কন্ডিশনিং ইঞ্জিনিয়ার পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞান বা ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বা গণিত বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণির পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা অথবা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণির পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।
৩	উপ-পরিচালক	৩৫ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** একাউন্টস অফিসার বা পাবলিক রিলেশন কাম-পাবলিকেশন অফিসার পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী । **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বা কলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণির পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা অথবা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণির পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
৪	সহকারী কিউরেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** স্পেস থিয়েটার অপারেটর বা উপসহকারী প্রকৌশলী (শব্দ) বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) বা ভিডিও ক্যামেরাম্যান পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞান বা ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বা গণিত বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী।
৫	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) বা ভিডিও ক্যামেরাম্যান পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী । **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
৬	সায়েন্টিফিক অফিসার (সাধারণ)	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞান বা ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বা গণিত বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ স্পেস থিয়েটার অপারেটর পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞান বা সম্বলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
৭	সায়েন্টিফিক অফিসার (এস্ট্রোনমি))	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা গণিতে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ স্পেস থিয়েটার অপারেটর পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা গণিতে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
৮	পাবলিক রিলেশন কাম-পাবলিকেশন অফিসার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাংবাদিকতায় প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
৯	একাউন্টস অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাব বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ একাউন্টেন্ট পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী । **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাব বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
১০	এয়ার কন্ডিশনিং ইঞ্জিনিয়ার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শব্দ) পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী বা এ.এম,আই,ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন উত্তীর্ণ । তবে শর্ত থাকে যে, কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে না।
১১	স্পেস থিয়েটার অপারেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি পরিচালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল) বা টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) বা কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
				বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান)সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণির ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমাসহ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি পরিচালনায় অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।
১২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল) পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা।
১৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শব্দ)	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে মেকানিক্যাল বা শব্দবিজ্ঞান বা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা।
১৪	ভিডিও ক্যামেরাম্যান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল) বা টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা ভিডিও এ্যাসিসটেন্ট পদে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমাসহ ভিডিও ক্যামেরা পরিচালনায় অন্যূন ১ (এক) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১৫	টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমাসহ লিফটম্যান পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১৬	টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল)	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমাসহ লিফটম্যান পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১৭	একাউন্টেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সেলার পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও কম্পিউটার চালনায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১৮	পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে অন্যূন১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রীসহ টাইপিং-এ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৩০/৪০ শব্দ টাইপের গতি থাকিতে হইবে।
১৯	কেয়ার টেকার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা টিকেট চেকার পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২০	কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী এবং অপারেটরস্ এ্যাপটিচিউড টেস্টে উত্তীর্ণসহ অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে অন্যূন৫ (পাচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** The Computer Personnel (Government and Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
২১	সেলার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রীসহ টিকেট চেকার পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী এবং কম্পিউটার পরিচালনায় সার্টিফিকেটসহ অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।
২২	রাইড সিমুলেটর অপারেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা অথবা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি পরিচালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ লিফটম্যান পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা অথবা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী এবং কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তসহ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি পরিচালনায় অন্যূন১ (এক) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।
২৩	উচ্চমান সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
২৪	সিকিউরিটি সুপারভাইজার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ টিকেট চেকার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর এম,এল,এস,এস পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী।
২৫	ভিডিও এ্যাসিসটেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা অথবা কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ এম,এল,এস,এস পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা অথবা কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২৬	অফিস সহকারী/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ এম,এল,এস,এস পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
				সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ টাইপিং-এ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৩০/৪০ শব্দ টাইপের গতি থাকিতে হইবে।
২৭	টিকেট চেকার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ এম,এল,এস,এস পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৮	ড্রাইভার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণসহ হালকা বা ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হইতে হইবে।
২৯	লিফটম্যান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল বিষয়ে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণসহ পাম্প মেশিন অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল বিষয়ে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণসহ লিফট চালনায় অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
৩০	পাম্প মেশিন অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল বিষয়ে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণসহ পাম্প মেশিন চালনায় অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।
৩১	এম.এল.এস.এস	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ।

নভোথিয়েটার আদেশক্রমে

মো. আব্দুস সামাদ এনডিসি
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১

সোমবার, ২৫ মে, ২০১১

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুক্রবার, মে ২৩, ২০১১ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/৫ মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১১৪-আইন/২০১১। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাদুঘর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ—**

(১) এই প্রবিধানমালা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা জাদুঘরের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা—**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"অসদাচরণ"** অর্থ চাকুরীর শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নয় এমন আচরণ, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) কর্তব্যে চরম অবহেলা;

(গ) কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(ঘ) যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসঙ্গত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগসম্বলিত দরখাস্ত দাখিল;

(২) "**আইন**" অর্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৯নং আইন);

(৩) "**উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ**" অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে জাদুঘর কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা কোন কর্তৃপক্ষ;

(৪) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা এবং উক্ত কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৫) "**কর্মকর্তা**" অর্থ জাদুঘরের কোন কর্মকর্তা;

(৬) "**কর্মচারী**" অর্থ জাদুঘরের, স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "**ডিগ্রী**", "**ডিপ্লোমা**" বা "**সার্টিফিকেট**" অর্থ ক্ষেত্রমত, কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেট;

(৮) "**তফসিল**" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(৯) "**নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ**" অর্থ জাদুঘর বা কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য জাদুঘর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "**পদ**" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(১১) "**পলায়ন**" অর্থ—

(ক) বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা;

(খ) ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা;

(গ) অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা;

(ঘ) বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা; অথবা

(ঙ) অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা;

(১২) **"প্রয়োজনীয় যোগ্যতা"** অর্থ কোন পদে নিয়োগের নিমিত্ত তফসিলে উল্লিখিত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা;

(১৩) **"বাছাই কমিটি"** অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(১৪) **"বিজ্ঞাপন"** অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন;

(১৫) **"বোর্ড"** অর্থ আইনের ধারা ২(৫) এ সংজ্ঞায়িত বোর্ড;

(১৬) **"স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান"**, **"স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"** বা **"স্বীকৃত বোর্ড"** অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বা বোর্ড এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাদুঘর কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) **"সম্মানী"** অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাবর্তক ধরনের পুরস্কার;

(১৮) **"জাদুঘর"** অর্থ আইনের ধারা ২(১) এ সংজ্ঞায়িত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ, ইত্যাদি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি—**

এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, স্থায়ীভাবে শূন্য হইয়াছে এইরূপ কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।

৪। **বাছাই কমিটি—**

সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে উহার নিকট সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক বাছাই কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। সরাসরি নিয়োগ—

(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(৩) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন; এবং

(খ) নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, জাদুঘরের চাকুরীতে নিয়োগলাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া পূরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দান করিতে হইবে।

৬। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**—

(১) এই প্রবিধানমালার বিধান এবং তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মচারী অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবেন না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর গ্রেড-৯ ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা তথা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীকে চাকুরী ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে।

৭। **শিক্ষানবিশ**—

(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যোগদানের তারিখ হইতে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ অনধিক ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে উহাসহ, পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহা হইলে, উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবে; অথবা,

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিশকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না নিয়োগেকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন

৮। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**—

(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জাদুঘর যদি মনে করে যে, জাদুঘরের কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা এবং তৎকর্তৃক গৃহীত কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে জাদুঘর এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদ ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার কোন পদে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে ন্যস্ত করা যাইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা জাদুঘরের কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে মর্মে প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলে; জাদুঘরের নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবে এবং উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা জাদুঘর কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহা সত্ত্বেও, প্রেষণের শর্তাবলিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) জাদুঘরের চাকুরীতে কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রেষণের সয়মকাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি জাদুঘরে প্রত্যাবর্তন করিবেন;

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা জাদুঘরের কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিলে, যদি থাকে, অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) প্রেষণে থাকাকালে কোন কর্মচারী জাদুঘরে চাকুরীতে পদোন্নতির জন্য যোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর। করিবার জন্য তাহাকে জাদুঘরে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) প্রেষণে থাকাকালে, পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, কোন কর্মচারীকে জাদুঘর ফেরত চাহিলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গননা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে, হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে, জাদুঘরের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে?

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সূচনা করা হইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে জাদুঘরকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ জাদুঘরের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর জাদুঘর যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলি

৯। যোগদানের সময়—

(১) এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলির ক্ষেত্রে বা কোন নূতন পদে যোগদানের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা :

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গননার ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটির দিন অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলি হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকুরীস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গননা করা হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইবে তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলির ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১০। **বেতন ও ভাতা**—

সরকারের নির্দেশের আলোকে, জাদুঘর বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে উহার কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

১১। **প্রারম্ভিক বেতন**—

(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ কোন কর্মচারীকে, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার, সরকারি কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যে নির্দেশাবলি জারি করে, তদনুসারে জাদুঘরের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা হইবে।

১২। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**—

কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদের প্রাপ্ত বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয়, সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বেতন বর্ধন**—

(১) কোন কারণে বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ প্রতি বৎসর নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আদেশে সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিশ সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরি ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না, এবং এইরূপ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম সম্পাদিত দক্ষতাসীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত।

১৪। **জ্যেষ্ঠতা**—

(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সংশ্লিষ্ট পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গননা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা ভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৫) জাদুঘর উহার কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, কর্মচারীদের অবগতির জন্য উক্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৫। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি**—

(১) কর্মচারীগণ নিম্ন বর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি পাইবেন—

ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি;

(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(ঙ) সঙ্গরোধ ছুটি;

(চ) প্রসূতি ছুটি;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি;

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি; এবং

(ঝ) অবসর-উত্তর ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং ইহা সাধারণ ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৬। **পূর্ণ বেতনে ছুটি—**

(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে এবং ডাক্তারি সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৭। **অর্ধ বেতনে ছুটি—**

(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে অর্ধ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) প্রতি দুই দিনের অর্ধ বেতনের ছুটিকে, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, একদিনের পূর্ণ বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিত করিয়া কোন কর্মচারীকে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৮। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি—**

(১) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণ হইলে, ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন পুনরায় সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, নূতনভাবে অর্ধ বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। **বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি—**

(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একাধারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি জাদুঘরে চাকুরী করিবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী, তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে।

২০। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি—**

(১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় মর্মে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসক প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং উক্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং এইরূপ ছুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তী যে কোন সময়ে অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে,

তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে কর্মচারী শুধু আনুতোষিক এবং অবসর ভাতা প্রাপ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতার বিষয়ে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গননা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীনে মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে, এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২১। **সঙ্গরোধ ছুটি**—

(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে । যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্ত নির্দেশ কার্যকর থাকে, সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে, অনূর্ধ্ব একুশ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনূর্ধ্ব ত্রিশ দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে, অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২২। **প্রসূতি ছুটি**—

(১) কোন মহিলা কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির অনুরোধ সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া উহা মঞ্জুর করা যাইবে।

৩) জাদুঘরের চাকুরী জীবনে কোন মহিলা কর্মচারীকে দুই বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৪) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রসূতি ছুটি সংক্রান্ত যে বিধান প্রণয়ন করিবে তাহা জাদুঘরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **অধ্যয়ন ছুটি**—

(১) জাদুঘরে চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ বেতনে, অনধিক বার মাস, অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেই ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরিকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৪। **নৈমিত্তিক ছুটি**—

(১) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে জাদুঘরের কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৫। **অবসর-উত্তর ছুটি**—

(১) কোন কর্মচারী, ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহার সর্বশেষ বেতনের ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি পাইবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর পরবর্তী ছুটির জন্য আবেদন করিবেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখে অবসর-উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর-উত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুরির পর কোন কর্মচারীর অর্জিত ছুটি পাওনা থাকিলে তিনি অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাস পর্যন্ত নগদায়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) অবসর-উত্তর ছুটি এবং উহার জন্য বিভিন্ন সুবিধার প্রাপ্যতা সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধান অনুসারে করা হইবে।

২৬। **ছুটির পদ্ধতি—**

(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব জাদুঘর কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত থাকিবেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে তবে তিনি, উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান এবং আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে উক্ত কর্মচারীকে অনূর্ধ্ব পনের দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

২৭। **ছুটি চলাকালীন বেতন—**

(১) কোন কর্মচারী পূর্ণ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন, সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন, সেই বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৮। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো—**

ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটির নগদায়ন—**

(১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালের জন্য সর্বাধিক বার মাস পর্যন্ত প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত ছুটির, নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুবরণের তারিখে, তাহার অবসর গ্রহণ গণ্য করিয়া, তাহার ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, ছুটির বদলে তাহার প্রাপ্য নগদ অর্থ তাহার পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যা— এই প্রবিধানে 'পরিবার' বলিতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় পরিবারকে যে অর্থে বোঝানো হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাতা, ইত্যাদি

৩০। **ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি—**

কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলি উপলক্ষে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হার ও শর্তাবলি অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **সম্মানী, ইত্যাদি—**

(১) জাদুঘর উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য সম্মানী প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালনের শর্তে উক্ত সম্মানী প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন সম্মানী বা নগদ অর্থ পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ না করা হয়।

৩২। **দায়িত্ব ভাতা—**

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে সরকারের দায়িত্ব ভাতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সমমানের বা উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব প্রদান করিলে উক্ত কর্মচারী সরকারি বিধি মতে দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৩৩। **উৎসব ভাতা—**

সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে, জারিকৃত আদেশ মোতাবেক জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৪। **চাকুরীর বৃত্তান্ত**—

(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকুরীর বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং জাদুঘর কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকুরী বহি সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৫। **বার্ষিক প্রতিবেদন**—

(১) কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন চাহিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, তবে উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের জন্য কিংবা সংশোধনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৬। **সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত জাদুঘরের চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, উহার সাহায্যার্থে চাদাদান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিতে পারিবেন না এবং জাদুঘরে স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) জাদুঘরের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না; বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ২৩, ২০১১

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী জাদুঘরের নিকট সরাসরি কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবির সমর্থনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী জাদুঘরের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত সরাসরি কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৭। **দণ্ডের ভিত্তি—**

কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন;

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন;

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন;

(ঘ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন;

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা :—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয় এইরূপ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন;

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন;

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা জাদুঘর বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক বা ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে এবং সে কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা জাদুঘর বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়— তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারে।

৩৮। **দণ্ডসমূহ—**

(১) এই প্রবিধানের অধীন নিম্নোক্ত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) লঘুদণ্ড :—

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা; এবং

(ই) ৭(সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;

(খ) গুরুদণ্ড :—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত ও প্রমাণিত অপরাধের কারণে সংঘটিত আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে তিনি ভবিষ্যতে জাদুঘরে চাকুরী প্রাপ্তির অযোগ্য হইবেন।

৩৯। **নাশকতামূলক, ইত্যাদি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

(১) প্রবিধান ৩৭ এর দফা (ছ) তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিবে, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে?

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা সমীচীন নহে, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪০। **লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কেঠারতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা, তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানি দেওয়ার পর তাহার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া, তদকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা, প্রয়োজন হইলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া হইলে, উহার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৭ এর দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্তকে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দান করতঃ উক্ত দণ্ড আরোপ করিবে; অথবা

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হইলে বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে—

(অ) শুনানি ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড আরোপ করিবে; অথবা

(আ) উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবিধান ৩৮ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত যে কোন লঘুদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে; অথবা

(গ) লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করিলে, উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে প্রবিধান ৩৮ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত যে কোন লঘুদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৪১। **গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

(১) যে ক্ষেত্রে কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কোন গুরুদণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে; এবং

(খ) অভিযোগনামা প্রাপ্তির পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দশটি কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে উক্ত বিবৃতিতে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহাও উল্লেখ করিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য অধিকতর দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বিবৃতি পেশ করিবেন, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিস্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ দান করিয়া যে কোন একটি লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪০ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা

(গ) এর অধীন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিবে; এবং

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে অথবা অনুরূপ তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কোন লিখিত বিবৃতি পেশ না করে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা যাইবে না, তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) অনুসারে কারণ দর্শানো হইলে উক্ত কারণ এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানমালার অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং যেক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটির তদন্তের প্রতিবেদনে তদন্তের ফলাফলের সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৯) সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪২। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী—**

(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার শুনানি শুরুর দিন হইতে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবি করিবেন না।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং উভয় পক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ কোন সাক্ষ্য উপস্থিত হইলে উহা বিবেচনা করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে মামলা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহার সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং উক্তরূপ সতর্ক করিবার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার দায়িত্ব বা কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৭ এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয় উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন। তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে উল্লিখিত কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য অনুসরণীয় বিধানাবলি উক্ত কমিটির ক্ষেত্রেও অনসুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এ উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কোন বৈঠকে উক্ত কমিটির কোন একজন সমস্যের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত কমিটির কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৩। **সাময়িক বরখাস্ত**—

(১) প্রবিধান ৩৭-এর অধীনে যে কোন অভিযোগের দায়ে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকিলে এবং প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে?

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন কর্মচারীর অনুকূলে কোন সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উহা ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হইবার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপ করা

হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশ অনুযায়ী খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ (‘কারাগারে সোপর্দ অর্থে’ ‘হেফাজতে রক্ষিত’ ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৪। **পুনর্বহাল**—

(১) যদি প্রবিধান ৪৩ এর উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা, ক্ষেত্র বিশেষে, ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, চাকুরী হইতে অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং সাময়িক বরখাস্তের বা, ক্ষেত্র বিশেষে, ছুটির সময়কালে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সাপেক্ষ, সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৫। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী**—

(১) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি খোরাকী ভাতা ব্যতীত কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা অন্য কোন প্রকার ভাতা পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে । তাঁহার বেতন ও ভাতাদি মামলা নিষ্পত্তির পর সমন্বয় করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ হইতে কোন কর্মচারী খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলে, প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল**—

(১) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেই ক্ষেত্রে

যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধঃস্তন তাহার নিকট অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা :—

(ক) এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায়বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কিনা; এবং

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক তিন মাসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে?

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পরও আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৭। **পুনরীক্ষণ**—

(১) কোন কর্মচারী এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি ঐ আদেশ পুনরীক্ষণের (Reveiw) জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারী যে আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন সেই আদেশ তাহাকে অবহিত করিবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে পুনরীক্ষণের আবেদন পেশ না করিলে উহা গ্রহণ করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী কর্তৃক সময়মত আবেদন পেশ করিতে না পারার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল মর্মে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হইলে উল্লিখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরও কর্তৃপক্ষ পুনরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পুনরীক্ষণের আবেদন পাইবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৮। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা**—

(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে, একই বিষয়ের উপর, কোন আদালতে কোন ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনে কোন বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ দণ্ড আরোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে দণ্ড প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে কোন কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে কোন কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হইতেছে কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বা সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৪৯। **ভবিষ্য তহবিল**—

ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে কোন কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি বা প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৫০। **আনুতোষিক**—

(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা :—

(ক) যিনি জাদুঘরে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরীর অবসান ঘটানো হয় নাই;

(খ) অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথা:—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে বা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসমর্থতার কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা

অপসারণ করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে, ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবস আ তদূর্ধ্ব কোন সময়ের চাকুরীর জন্য দুই মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গননার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) মৃত্যুর কারণে কোন কর্মচারীর আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন এবং ফরমটি জাদুঘর কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ মনোনীত ব্যক্তিগণকে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫১। **অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণের সুবিধাদি—**

(১) জাদুঘর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিকল্প চালু করা হইলে প্রত্যেক কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৪) কোন কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল হিসাবে কর্মচারীর নিজের অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা জাদুঘরের নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (৩) অনুসারে অবসর ভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইতে পারেন।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান, অসুবিধা দূরীকরণ ইত্যাদি

৫২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ—**

কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ এবং উহার পর তাহাদের পুনঃনিয়োগের বিষয়ে Public Servants Retirement Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **চাকুরী অবসান—**

(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া কোন শিক্ষানবিশের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপ চাকুরী অবসানের কারণে উক্ত শিক্ষানবিশ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন কর্মচারীকে তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ দ্বারা বা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

৫৪। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি—**

(১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি জাদুঘরকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি জাদুঘরকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়া থাকিলে তিনি জাদুঘরের চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, জাদুঘর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবে।

তফসিল

প্রবিধান ২ (ঙ) দ্রষ্টব্য]

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১	পরিচালক	৪০ বৎসর	সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে	
২	কিউরেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী কিউরেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ, ফলিত পদার্থ, কম্পিউটার, ফলিত রসায়ন, উদ্ভিদ বা প্রাণি। বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা কম্পিউটার প্রকৌশলে প্রথম শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
৩	একাউন্টস অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** ৫ উধ্বর্তন একাউন্টস এ্যাসিসটেন্ট পদে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী এবং হিসাব রক্ষণ কাজে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
৪	লাইব্রেরিয়ান-কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার হিসেবে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী : তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
৫	সহকারী কিউরেটর	৩০ বৎসর	৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং ৬০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অথবা গ্যালারি এ্যাসিসটেন্ট বা আর্টিস্ট পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ, ফলিত পদার্থ, কম্পিউটার, ফলিত রসায়ন, উদ্ভিদ বা প্রাণি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা যান্ত্রিক, বৈদুত্যিক বা কম্পিউটার প্রকৌশলে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী। তবে শর্ত থাকে যে, কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হইবে না।
৬	ঊর্ধ্বতন আর্টিস্ট কাম অডিও ভিস্যুয়াল অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** আর্টিস্ট পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
			জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্ট ম্যাকিং, ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বা ভাস্কর্য বিভাগে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী : তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
৭	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত কারিগরি বোর্ড হইতে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা যন্ত্রকৌশল এ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা।
৮	অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** স্টেনোগ্রাফার বা উর্ধতন এ্যাকাউন্টস এ্যাসিসটেন্ট পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসর অথবা ইউ.ডি. এ্যাসিসটেন্ট বা স্টেনোটাইপিস্ট পদে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী এবং টাইপিং এ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৩০/৪০ শব্দ টাইপের গতিসহ কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হইতে হইবে।
৯	আর্টিস্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাফিক্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্ট ম্যাকিং, ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বা ভাস্কর্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী :

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
				তবে শর্ত থাকে যে, প্রদর্শনী স্থাপন, বৈজ্ঞানিক চার্ট ও মডেল তৈরির কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
১০	গ্যালারি এ্যাসিসটেন্ট	৩০ বৎসর	৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং ৬০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে :</u>** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট বা মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট পদে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের চাকুরী। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :</u>** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী।
১১	সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।
১২	স্টেনোগ্রাফার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে :</u>** সাঁটলিপি ও টাইপিং-এ ইংরেজি ও বাংলাতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৮০/৫০ এবং ৩০/২৫ শব্দের গতিসহ ইউ,ডি, এ্যাসিসটেন্ট বা স্টেনোটাইপিস্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
				সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং সাঁটলিপি ও টাইপিং-এ ইংরেজি ও বাংলাতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৮০/৫০ এবং ৩০/২৫ শব্দের গতি থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় ভাল জ্ঞানসম্পন্ন এবং কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
১৩	ঊর্ধ্বতন এ্যাকাউন্টস এ্যাসিসটেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** ইউ, ডি, এ্যাসিসটেন্ট বা স্টেনোটাইপিস্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী।
১৪	ইউ.ডি এ্যাসিসটেন্ট	৩০ বৎসর	৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** এ্যাকাউন্টস এ্যাসিসটেন্ট বা এল, ডি, কাম- টাইপিস্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী : তবে শর্ত থাকে যে, কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১৫	স্টেনোটাইপিস্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সাঁটলিপি ও টাইপিং এ ইংরেজি ও বাংলাতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৭০/৪৫ এবং ৩০/২৫ শব্দের গতিসহ এ্যাকাউন্টস এ্যাসিসটেন্ট বা এল, ডি, কামটাইপিস্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সঁটলিপি ও টাইপিং এ ইংরেজি ও বাংলাতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ৭০/৪৫ এবং ৩০/২৫ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা। তবে শর্ত থাকে যে, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় ভাল জ্ঞানসম্পন্ন এবং কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
১৬	এ্যাকাউন্টস এ্যাসিসটেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং টাইপিং-এ বাংলা ও ইংরেজিতে অন্যূন ২০ ও ২৮ শব্দ টাইপের গতিসহ মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট বা গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
				পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং টাইপিং এ বাংলা ও ইংরেজিতে অন্যূন ২০ ও ২৮ শব্দ টাইপের গতিসহ কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হইতে হইবে।
১৭	এল.ডি কাম-টাইপিস্ট	৩০ বৎসর	৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং টাইপিং-এ বাংলা ও ইংরেজিতে অন্যূন ২০ ও ২৮ শব্দ টাইপের গতিসহ মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট বা গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড । হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং টাইপিং এ বাংলা ও ইংরেজিতে অন্যূন ২০ ও ২৮ শব্দ টাইপের গতিসহ কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হইতে হইবে।
১৮	ইলেকট্রিশিয়ান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ (দুই) বৎসরের ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণসহ গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট বা মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
				সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ (দুই) বৎসরের ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা। তবে শর্ত থাকে যে, 'ক' অথবা 'খ' শ্রেণির লাইসেন্সধারী প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
১৯	ড্রাইভার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কার, বাস, ট্রাক ইত্যাদি চালানোর ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতাসহ উক্তরূপ গাড়ী চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকিতে হইবে।
২০	প্যাটার্ন মেকার		সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটসহ কাঠের বিভিন্ন জিনিস তৈরি ও নক্সা তৈরির কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
২১	মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটসহ বাস হেল্পার, নাইট গার্ড, এমএলএসএস বা গ্যালারি গার্ড পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
২২	গ্যালারি এ্যাডেনডেন্ট	৩০ বৎসর	৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং ৬০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটসহ বাস হেল্পার, নাইট গার্ড, এমএলএসএস বা গ্যালারি গার্ড পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৩	নাইট গার্ড	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।
২৪	গ্যালারি গার্ড	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।
২৫	এম.এল.এস.এস	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।
২৬	বাস হেলপার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।
২৭	মালী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
২৮	সুইপার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, পেশাদার সুইপার শ্রেণির প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
২৯	পরিবেশ কর্মী/ঝাড়ুদার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, পেশাদার সুইপার শ্রেণির প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

জাদুঘরের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯

সোমবার, ৯ জানুয়ারি, ১৯৮৯

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সোমবার, ৯ জানুয়ারি, ১৯৮৯ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৫শে পৌষ, ১৩৯৫/৮ই জানুয়ারি, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৫-আইন/৮৯-Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research Ordinancc, 1978 (V of 1978) এর Section 28-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research সরকারের পব অনুমতিক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ—**

(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা পরিষদের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাঁহাদের চাকুরীর শর্ত বা ক্ষেত্রমত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে উক্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা—**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "**অসদাচরণ**" বলিতে চাকুরীর শংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণ

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ :

(২) কর্তব্যে অবহেলা;

(৩) কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের কোন আদেশ পরিপত্র অথবা নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ;

(খ) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** বলিতে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির;

(গ) **'কর্তৃপক্ষ"** বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"কর্মকর্তা"** বলিতে পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(ঙ) **"কর্মচারী"** বলিতে পরিষদের স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে, এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) **"ডিগ্রী"** বা **ডিপ্লোমা"** বা **"সার্টিফিকেট"** বলিতে ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;

(ছ) **"তফসিল"** বলিতে এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিলকে বুঝাইবে;

(জ) **"নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ"** বলিতে বোর্ডকে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্ট পদে (নিয়োগের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঝ) **"পদ"** বলিতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাইবে;

(ঞ) **"পরিষদ"** বলিতে Bangladesh Council of Scientific and Industrial. Research Ordinance, 1978 (V of 1978) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research কে বুঝাইবে;

(ট) **"পলায়ন"** বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্বে সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং বিশ দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে;

(ঠ) **"প্রয়োজনীয় যোগ্যতা"** বলিতে কোন পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতাকে বুঝাইবে;

(ড) **"বাছাই কমিটি"** বলিতে প্রবিধান ৪-এর অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটিকে বুঝাইবে;

(ঢ) **"বোর্ড"** বলিতে Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research. Ordinance, 1978 (V of

1978) এর Section 7 এর অধীন গঠিত Board কে বুঝাইবে;

(ণ) **"স্বীকৃত ইনস্টিটিউট"** বা **"স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান"** বলিতে এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(ত) **"স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"** বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) **"স্বীকৃত বোর্ড"** বলিতে আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধমিক শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন শিক্ষা বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিয়োগ

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি—**

(১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানবলি সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথা—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে।

(২) কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলে এই সবি নিয়োগর ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণির প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে উক্ত বয়সসীমা শিথিলযোগ্য হইবে।

৪। **বাছাই কমিটি—**

কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক বাছাই কমিটি নিয়োগ করিবে।

৫। **সরাসরি নিয়োগ—**

(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ

করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক এতদদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা-পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়ন করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব-কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, পরিষদের চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া পূরণ করা হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত। কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশি—**

(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ থাকিবেন—
তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিশি মেয়াদ সমান করিয়া থাকেন এবং বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) পাস করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ—**

(১) প্রবিধান ১৪-এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পমেন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনা ক্রমে নিয়োগদান করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলি

৮। **যোগদানের সময়—**

(১) এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলির ক্ষেত্রে, একই পদে বা কোন নতুন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পহায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়—

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে বদলির ফলে বদলিকৃত কর্মচারীকে তাহার নতুন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হয় না, সেক্ষেত্রে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য এক দিনের বেশি সময় দেওয়া হইবে না; এবং এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

(৩) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলি হইলে অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নতুন পদে নিয়োপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকুরীস্থল হইতে অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন সেই স্থান হইতে, যাহা উক্ত কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তবর্তীকালীন সময়ে, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে, তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর কবিরার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলির ব্যাপারে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের বিধানাবলি অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রয়োজ্য হইবে।

৯। **বেতন ও ভাতা**—

সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

১০। **প্রারম্ভিক বেতন**—

(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশ থাকিলে কোন ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলি জারি করে তদনুসারে পরিষদের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১১। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন—

কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইল সাধারণত : সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতন ক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১২। বেতন বর্ধন—

(১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণত সময়মত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে;

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আদেশে, সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবেন;

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে। স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না;

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে;

(৫) যেক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না; এইরূপ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্মে দক্ষতা-সীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৩। জ্যৈষ্ঠতা—

(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে;

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা-তালিকা ভিত্তিক সপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে;

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত বক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগত জ্যৈষ্ঠ হইবেন;

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে; এবং

(৬) The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979-এর

বিধানসমূহ, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৪। **পদোন্নতি**—

(১) তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে;

(২) কেবল মাত্র জ্যৈষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবেন না;

(৩) কোন কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না;

(৪) Modified New Scale of pay এর টাকা ৩৭০০-৪৮২৫ ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে মেধা-তথা-জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হইবে; এবং

(৫) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, তাহার অসাধারণ কতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৫। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**—

(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরিষদ যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লেখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে পরিষদ এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার পরস্পরের মধ্যে সম্মত মেয়াদ ও শর্তাধীনে উক্ত সংস্থার কোন পদে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া—

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার . নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা পরিষদের কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছেছ বলিয়া পরিষদকে অবহিত করিলে পরিষদ উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা—

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) পরিষদের চাকুরীতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব, থাকিবে এবং প্রেষণের মেয়াদান্তে, অথবা উক্ত মেয়াদের পূর্বে, ইহার অবসান ঘটিলে, তিনি পরিষদে প্রত্যাবর্তন করিবেন; এবং

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তাহার ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন, যদি থাকে, বাবদ প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি পরিষদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয়টি অন্যদের সঙ্গে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি

কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে পরিষদে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পরিষদ তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথা সময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে, উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা উক্ত পদে তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার সাথে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রেষণে থাকাকালে উক্ত কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়াই Next below Rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে, তবে এইরূপে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারী হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে থাকাকালে পদোন্নতিজনিত কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কিনা তাহা পরিষদ ও উক্ত সংস্থার পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা পরিষদকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহারকোন দণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর পরিষদ যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৬। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি—**

(১) কর্মচারীগণ “নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি পাইবেন, যথা :—

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি;

(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(ঙ) সঙ্গরোধ ছুটি;

(চ) প্রস্তুতি ছুটি;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং ইহা সাধারণ বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

১৭। **পূর্ণ বেতনে ছুটি**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১$^{১}/_{২}$ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন, অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে, তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে, ডাক্তারি সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৮। **অর্ধ-বেতনে ছুটি**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১$^{১}/_{২}$ হারে অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন

(২) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ-বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে একদিনের পূর্ণ বেতনে ছুটির হারে অর্ধ-বেতনে ছুটিকে পূর্ণ বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং এইরুপে রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনে বার মাস।

১৯। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি**—

(১) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত, অর্ধ-বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি-মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি উক্ত ভোগকৃত ছুটির সমান ছুটি পাইবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২০। **বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি**—

(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে ও নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে,

উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি পরিষদে চাকুরী করিবেন, অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

২১। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি—**

(১) কোন কর্মচারী তহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে : বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, উক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না, এবং এইরূপে ছুটি কোন ক্রমেই ২৪ মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পনেরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবারে মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং, যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে, অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা

(ক) উপ-প্রবিধান (৫)-এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চারি মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ-বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহা পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থ্যতা বা জখম

বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২২। **সঙ্গরোগ ছুটি—**

(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা-কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায়, অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৩। **প্রসূতি ছুটি—**

(১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ-বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসুতি ছুটি মঞ্জুরির অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা উহা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) পরিষদে কোন কর্মচারীর সম্পূর্ণ চাকুরী জীবনে তাঁহাকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৪। **অবসর প্রস্তুতি ছুটি—**

(১) কোন কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ-বেতনে অবসর প্রস্তুতি ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ, তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসর বয়ঃসীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একমাস পরে অবসরপ্রস্তুতি ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা, ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পরে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাইবেন।

২৫। **অধ্যয়ন ছুটি**—

(১) পরিষদে তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধবেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে; এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন-ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সে ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারে।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ-বেতনে ছুটি বা বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন-ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরিকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৬। **নৈমিত্তিক ছুটি**—

সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জনা প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন ছুটি নির্ধারণ করিবে পরিষদের কর্মচারীগণও মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৭। **ছুটির পদ্ধতি**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি, আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে উক্ত কর্মচারীকে অনূর্ধ্ব ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

২৮। **ছুটিকালীন বেতন**—

(১) কোন কর্মচারী পূর্ণ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ-বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো—**

ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা ইহইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্য ভ্রমণের জন্য প্রবিধান ৩১ অনুসারে তিনি ভ্রমণ-ভাতা ও অন্যান্য ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। **ছুটির নগদায়ন—**

(১) যে কর্মচারী অবসরভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রবিধান ৫৯-এর অধীন, ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালে প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত বা অভোগকৃত ছুটির ৫০% ভাগ নগদ টাকায় রপান্তরিত করার জন্য, অনুমতি পাইতে পারেন, তবে এইরূপ রপান্তরিত টাকার মোট পরিমাণ তাহার বার মাসের বেতন অপেক্ষা বেশি হওয়া চলিবে না।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১)-এ উল্লিখিত দুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি

৩১। পরিষদের কোন কর্মচারী তাহার দায়িত্ব পালনার্থে বা বদলি উপলক্ষে ভ্রমণকালে যে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবেন, উহার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে প্রণীতব্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩২। **সম্মানী, ইত্যাদি—**

(১) পরিষদ উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য নগদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত না হইলে উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না।

৩৩। **দায়িত্ব-ভাতা—**

কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কেন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাঁহার মূল বেতনের শতকরা ২০ ভাগ হারে দায়িত্ব-ভাতা প্রদান কর হইবে।

৩৪। **উৎসব ভাতা ও বোনাস—**

সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারিকৃত সরকারি আদেশ মোতাবেক পরিষদের কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৫। **চাকুরীর বৃত্তান্ত**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরী বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি দেখিবার সময় উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়ছুটি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন, এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন**—

(১) পরিষদ ইহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে পরিষদ ইহার কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার কৈফিয়ত প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৭। **আচরণ ও শৃঙ্খলা**—

(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত পরিষদে চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করবেন না এবং পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) পরিষদের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে, অনুরূপ কোন ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত কোন খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী পরিষদের নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন করিতে পারিবেন না; কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবির সমর্থনে বোর্ড বা উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা। সংসদ-সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারি বা সরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী পরিষদের বিষয়াদি সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমতি ব্যতীত সংবাদ পত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা পরিহার করবেন।

৩৮। **দণ্ডের ভিত্তি—**

কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন; অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; অথবা।

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তি সঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ন বলিয়া বিবেচিত হন, যথা :

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন;

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরুপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা

(ছ) পরিষদ বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কোন কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অথবা এইরূপে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ পরিষদ বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়; তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারে।

৩৯। **দণ্ডসমূহ—**

(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নরূপে দণ্ডসমুহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) নিম্নরূপ লঘু, দণ্ড, যথা :—

(অ) নিম্নপদ বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত পরিষদের আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে নহে বরং চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, ভবিষতে পরিষদের চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

(১) প্রবিধান ৩৮ (ছ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য কোন প্রকার ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন—

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিষদ বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই প্রবিধান-এর অধীন কোন কার্য ধারায় তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপরে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪১। **লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক, অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্য দিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য, তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ৎ, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর অথবা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ৎ পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে সমগ্র কার্যক্রম সমাপ্ত হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ, যথাযথ মনে করিলে, কৈফিয়ৎ পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদনযোগ্য সময়ের মধ্যে তদন্ত

সম্পন্ন করার উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবে; কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে না পারেন, তবে তিনি তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ, অনুরোধটি বিবেচনার পর যথাযথ মনে করিলে, অতিরিক্ত পনেরটি কার্যদিবসের জন্য উক্ত সময়বধি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত আদেশের তারিখ হইতে পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে এইরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৩) অধিকতর তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে এই প্রবিধানের অধীনে অবহিত করার তারিখ হইতে নব্বইটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিস্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে, তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে এই প্রবিধানমালার অধীনে কার্যধারা সূচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৮-এর দফা (ক) বা (খ) বা (ঘ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে বক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগদান করতঃ, দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারে; তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানি ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দণ্ড আরোপ করা যাইবে; এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৪২। **গুরু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি—**

(১) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরু দণ্ড, আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি : তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) (খ) তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে অভিযোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়াদির প্রমাণসহ তাহার লিখিত বিবত বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যন্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগদান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে, অথবা লঘু দণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪১-এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে;

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একটি কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১)-এ উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময় বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৩-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি, নিয়োগের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করতে না পারিলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতে পারেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ, উক্ত অনুরোধ বিবেচনা করিয়া, প্রয়োজন মনে করিলে, অনূর্ধ্ব বিশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত-প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ - প্রতিবেদন বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি - কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর একশত আশিটি কার্যদিবসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে আপনা হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এইরূপে ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি বা তাহারা ইহার কৈফিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হয়, তবে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) এই প্রবিধানের অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে। এবং তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(১০) এইরূপে সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী—**

(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবি

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ স্বীকার করেননি সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য শুনানিও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য; বিবেচনা করা হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার এবং তিনি নিজে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার তলবকৃত সাক্ষী গণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে, অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে তলব করিতে নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগ ও উহার সমর্থনে অন্যান্য সকল বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনের জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতেছেন বা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিবেন, এবং ইহার পরও যদি দেখতে পান যে, অভিযুক্ত করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ. উক্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৮ (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্য দিবসের মধ্যে তাহার। তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ ।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কি না তা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে , জন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক বক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কেন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়,

এক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে লখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯)-এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন সদস্যের অনুপস্থিতির উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না, কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৪। **সাময়িক বরখাস্ত**—

(১) প্রবিধান ৩৮ ও ৩৯-এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরু দণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লেখিত তারিখ তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে প্রবিধান ৪২-এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্তকার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সামায়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে, অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ [কারাগারে সোপর্দ অর্থে হেফাজতে (custody) রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত ' বলিয়া গণ্য হইবে] কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৫। **পুনর্বহাল—**

(১) যদি প্রবিধান ৩৮(ক) মোতাবেক দুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত, বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

৪৬। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আবশ্যক কর্মচারী—**

ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলা পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা উক্ত সোপর্দ থাকাকালীন অন্যান্য ভাতাদি (খোরাকী ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি, উক্ত ঋণ বা অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পর, সমন্বয় করা হইবে। তিনি অভিযোগ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে; এবং উক্তরূপে প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৭। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল—**

(১) কোন কর্মচারী বোর্ড কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে সেই কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা :—

(ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা; না হইয়া থাকিলে ও উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত নিা;

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিবষয়সমূহ বিবেচনার পর আপিল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, আপিল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে সেই আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ হিসাবে দণ্ড আরোপ করে, সেই ক্ষেত্রে বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল দায়ের করা চলিবে না, তবে বোর্ডের নিকট বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য

(৫) আপিল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্তে উহার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত পূর্বাসঙ্গিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।

৪৮। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা—**

(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবেনা। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীনে কোন কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও এই কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বোর্ড অথবা নিজেই কর্তৃপক্ষ হইলে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৪৯। **ভবিষ্য তহবিল—**

(১) পরিষদ উহার কর্মচারীগণের জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী এবং পরিষদ সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, অতঃপর উক্ত তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এই প্রবিধানের অধীনে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তহবিলে উক্তরূপে প্রবর্তনের পূর্বে চাঁদা প্রদান ও উহা হইতে অগ্রিম প্রদানসহ গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার অধীনে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০। **আনুতোষিক**—

(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা :—

(ক) যিনি কর্পোরেশনে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরীর অবসান ঘটান হয় নাই;

(খ) কমপক্ষে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে, একশত বিশট কার্যদিবস বা তদুর্ধ্ব কোন সময়ের চাকুরীর জন্য এক মাসের মূল বেতনের হারে। আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গননার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আণুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন, এবং ফরমটি উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, মনোনয়ন পত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিক-এর সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারেন এবং এইরূপ বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নতুন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫১। **অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি—**

(১) পরিষদ, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালাঃ ও, সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময় সময় জারিকত আদেশ বা নির্দেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিকল্প চালু করা হইলে, প্রত্যেক কর্মচারী, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার জন্য উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশকারী কোন কর্মচারী উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সময় অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারী হইয়া থাকিলে—

(ক) উক্ত তহবিলে তাহার প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ পরিষদ ফেরত পাইবে এবং কোন খাতে ব্যবহার করিতে পারিবে;

(গ) বোর্ডের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, তাহার পূর্বতন চাকুরীকাল অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনা যোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান ইত্যাদি

৫২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ—**

অবসর গ্রহণ এবং উহার পর, পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974), এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **চাকুরীর অবসান, চাকুরী হইতে অপসারণ, ইত্যাদি—**

(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া, এবং এক মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং শিক্ষানবিস তাহার চাকুরী অবসানের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়াই কোন কর্মচারীকে নব্বই দিনের নোটিশ দান করিয়া অথবা নব্বই দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

৫৪। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি**—

(১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং ঐরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি পরিষদকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ ক্ষেত্রে, তিনি কর্পোরেশনকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি পরিষদের চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না :—

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারে।

দশম অধ্যায়

বিধি

৫৫। **অসুবিধা দূরীকরণ**—

যেক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগে বা অনুসারে অসুবিধা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে বোর্ড সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ, সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**—

এতদ্বারা Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research কর্তৃক প্রণীত Bye Laws এর প্রয়োগ (কাচারীগণের চাকুরী সংক্রান্ত) রহিত করা হইল।

তফসিল

[প্রবিধান-২(চ) দ্রষ্টব্য

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগে ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	চীফ সায়েন্টেফিক অফিসার	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর। উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের পর্যন্ত শিথিল করা যাইতে পারে।	(ক) প্রিন্সিপাল সায়েন্টেফিক অফিসারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। (খ) পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী তৎসঙ্গে ১২ বৎসরের গবেষণা কর্মের (ডিগ্রী প্রাপ্তির পরে) অভিজ্ঞতা অবদান থাকিতে হইবে।	প্রিন্সিপাল সায়েন্টেফিক অফিসার পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী তৎসঙ্গে অনুমোদিত পদ্ধতির উপর দুইটি প্রক্রিয়া অথবা তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ অথবা তিনটি পেটেন্ট অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নয়ন অথবা বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা কর্ম। পরীক্ষণ অভিজ্ঞতা/ যন্ত্রায়ণ প্লান্ট স্থাপন/ যন্ত্রপাতি মেরামত/ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অথবা কারিগরি বিষয়ের বৈষয়িক উপযোগিতা নির্ধারণ এবং সমপর্যায়ের কারিগরি কর্মকাণ্ডে বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
২।	প্রিন্সিপাল সায়েন্টেফিক অফিসার	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর। উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের পর্যন্ত শিথিল করা যাইতে পারে।	(ক) সিনিয়র সায়েন্টেফিক অফিসারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। (খ) পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী তৎসঙ্গে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ৭ বৎসরের কারিগরি অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে ৫টি গবেষণা প্রবন্ধ অথবা ৫টি পেটেন্ট থাকিতে হইবে।	সিনিয়র সায়েন্টেফিক অফিসার পদে ৫ বৎসরের চাকুরী ও অনুমোদিত প্রকল্পের উপর ২টি পদ্ধতি অথবা ৩টি গবেষণা প্রবন্ধ অথবা ৩টি পেটেন্ট অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়ন অথবা বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা কর্ম/পরীক্ষণ অভিজ্ঞতা/যন্ত্রায়ন/ প্লান্ট স্থাপন/ যন্ত্রপাতি মেরামত/উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অথবা কারিগরি বিষয়ের বৈষয়িক উপযোগিতা নির্ধারণ এবং সমপর্যায়ের কারিগরি কর্মকাণ্ডে বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হইবে।
৩।	সিনিয়র সায়েন্টেফিক অফিসার	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর। বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বৎসর পর্যন্ত শিথিল যোগ্য।	(ক) সায়েন্টেফিক অফিসারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। (খ) পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম.এস, অথবা এম.ফিল ডিগ্রী এবং তৎসঙ্গে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সায়েন্টেফিক অফিসার পদে ৫ বৎসরের চাকুরী ও অনুমোদিত প্রকল্পের উপর ২টি পদ্ধতি অথবা ২টি গবেষণা প্রবন্ধ অথবা ২টি পেটেন্ট অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়ন অথবা বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা কর্ম/পরীক্ষণ অভিজ্ঞতা/যন্ত্রায়ন/ প্লান্ট স্থাপন/ যন্ত্রপাতি মেরামত/উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অথবা

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
					কারিগরি বিষয়ের বৈষয়িক উপযোগিতা নির্ধারণ এবং সমপর্যায়ের কারিগরি কর্মকাণ্ডে বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৪।	সায়েন্টেফিক অফিসার	২১-২৭ বৎসর	(ক) ২০% পদে রিসার্চ কেমিস্ট, রিসার্চ ফিজিসিস্ট, রিসার্চ বোটানিস্ট ও ফার্মাকোলজিস্টগণের পদোন্নতি মাধ্যমে এবং (খ) ৮০% পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।	প্রথম শ্রেণিতে বি, এস, সি, (অনার্স) সহ এম, এস, সি, অথবা প্রথম শ্রেণিতে এম, এস,সি, ডিগ্রী অথবা উভয় পরীক্ষায় ২য় শ্রেণির শিক্ষা জীবনে পরীক্ষার কোনটিতেই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি থাকা চলবে না।	রসায়ন গবেষক/পদার্থ গবেষক / উদ্ভিদ গবেষক হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসবের। চাকুী ও গবেষণা প্রবন্ধ অথবা ২টি পেটেন্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নয়ন অথবা বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা কর্ম /পরীক্ষণ অভিজ্ঞতা /যন্ত্রায়ন / প্লান্ট স্থাপন / যন্ত্রপাতি মেরামত / উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অথবা কারিগরি বিষয়ের বৈষয়িক উপযোগিতা নির্ধারণ এবং সমপর্যায়ের কারিগরি কর্মকাণ্ডে বিশেষ দক্ষতা এবং আগ্রহ থাকিতে হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৫।	রিসার্চ কেমিস্ট /রিসার্চ ফিজিলিস্ট/ রিসার্চ বোটানিস্ট/ ফার্মাকোলজিস্ট	২১-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিতে বি, এস, সি, ডিগ্রী অথবা এম, এস, সি। শিক্ষাজীবনে কোন স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ থাকা চলিবেনা।	জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার জুনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৬।	এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার/টেকনিক্যাল অফিসার।	...	জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার/ জুনিয়র টেকনিক্যাল অফিসারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র টেকনিশিয়ান হিসাবে। কমপক্ষে ৫ বৎসর চাকুরী।
৭।	জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার/ জুনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার।	...	সিনিয়র টেকনিশিয়ানবৃন্দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	টেকনিশিয়ান হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসর চাকুরী।
৮।	সিনিয়র টেকনিশিয়ান / ফোরম্যান	...	টেকনিশিয়ানবৃন্দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	টেকনিশিয়ান হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসর চাকুরী।
৯।	টেকনিশিয়ান	১৮-২৭ বৎসর	(ক) ৮০% পদ জুনিয়র টেকনিশিয়ানবৃন্দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা।	জুনিয়র টেকনিশিয়ান হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
১০।	জুনিয়র টেকনিশিয়ান	১৮-২৮ বৎসর	(ক) ৮০% পদে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় পাস অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট।	ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে পাঁচ বৎসরের চাকুরী এবং মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস।
১১।	ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান	...	সিনিয়র ল্যাবরেটরি এ্যাটেনডেন্ট/ সিনিয়র পাইলট প্ল্যান্ট এ্যাটেনডেন্টবৃন্দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র ল্যাবঃ এ্যাটেনডেন্ট/ সিনিয়র পাইলট প্ল্যান্ট এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসর চাকুরী।
১২।	সিনিয়র ল্যাবঃ এ্যাটেনডেন্ট /সিনিয়র পাইলট প্ল্যান্ট এ্যাটেনডেন্ট।	...	ল্যাবঃ এ্যাটেনডেন্ট/পাইলট প্ল্যান্ট এ্যাটেনডেন্টবৃন্দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	ল্যাব: এ্যাটেনডেন্ট পাইলট প্ল্যান্ট এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসর সন্তোষজনক চাকুরী।
১৩।	ল্যাবঃ এ্যাটেনডেন্ট/ পাইলট প্ল্যান্ট এ্যাটেনডেন্ট/ হেলপার।	১৮-২৮ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণি পাস।	...
১৪।	সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার	অনূর্ধ্ব ৪৫ বৎসর	(ক) ৭৫%পদ প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং	ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যে কোন শাখায় পিএইচডি/এম, এস সি/এম এস, তৎসহ কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ডিজাইনে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা	প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী এবং তৎসহ ২টি প্রসেস প্ল্যান্টের উন্নয়ন অথবা প্রসেস ইকুইপমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট-এর উপরে ২টি পেটেন্ট থাকিতে হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
			(খ) ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অথবা বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল্য ডিগ্রী তৎসহ কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ডিজাইনে ১৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	
১৫।	প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য ।	(ক) ৭৫% সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারগণের মধ্য হইতে ৭৫% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	প্রকৌশল বিদ্যার যে কোন শাখায় পি.এইচ.ডি./ এম.এস.সি/এম.এস. তৎসঙ্গে প্ল্যান্টডিজাইনে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা বি,এস,সি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল্য ডিগ্রী এবং তৎসহ ডিজাইন কেমিক্যাল প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপনে কমপক্ষে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী ও কমপক্ষে ২টি পেটেন্ট এবং ডিজাইন ফেব্রিকেশনে বিশেষ দক্ষতা।
১৬।	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর			
১৭।	ইঞ্জিনিয়ার	২১-২৭ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ ইঞ্জিনিয়ারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যে কোন শাখায় পি,এইচ,ডি/এমএস সি,/এম,এস, তৎসঙ্গে প্লান্ট ডিজাইনে/ ফেব্রিকেশনে অন্তত ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা বি,এস,সি, ইঞ্জিনিয়ারিং সমতুল্য ডিগ্রী তৎসহ প্ল্যান্ট ডিজাইনে/ ফেব্রিকেশনে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৫ বৎসর সন্তোষজনক চাকুরী এবং ২টি পেটেন্ট অথবা ২টি পাইলট প্ল্যান্ট ডিজাইন ফেব্রিকেশন কাজে অবশ্যই সবিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
			(ক) ৪০% পদ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ৬০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণিসহ ইহার সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতা।	জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের সন্তোজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
১৮।	জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ সাব এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার	২১-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।	স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে প্রথন শ্রেণির ডিপ্লোমা তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১বৎসর হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা।	লাইব্রেরিয়ান হিসাবে কমপক্ষে ১২ বৎসরের চাকুরী।
১৯।	প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান	অনূর্ধ্ব ৪৫ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ লাইব্রেরিয়ানগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পাঠাগার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রি তৎসঙ্গে কমপক্ষে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। তবে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা শিথিল করা যাইতে পারে।	এ্যাসিসটেন্ট লাইব্রেরিয়ান হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
২০।	লাইব্রেরিয়ান	অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ এ্যাসিসটেন্ট লাইব্রেরিয়ানগণের পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পাঠাগার বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রীসহ উক্ত ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবাা পাঠাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রীসহ উক্ত ক্ষেত্রে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা পাঠাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা তৎসহ উক্ত ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	এ্যাসিসটেন্ট লাইব্রেরিয়ান হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী।
২১।	এ্যাসিসটেন্ট লাইব্রেরিয়ান	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ সিনিয়র লাইব্রেরি এ্যাসিসটেন্ট ক্যাটালগরিগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পাঠাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী তৎসহ উক্ত ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা পাঠাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা তৎসহ উক্ত ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সিনিয়র লাইব্রেরি এ্যাসিসটেন্ট ক্যাটালগার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
২২।	সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান এ্যাসিসটেন্ট ক্যাটালগার	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ লাইব্রেরি এ্যাসিসটেন্ট/ সরটার/বুক বাইন্ডার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটসহ পাঠাগার বিজ্ঞানে সনদপত্র এব কোন পাঠাগারে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	লাইব্রেরি এ্যাসিসটেন্ট/ সরটার/বাইন্ডার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
২৩।	লাইব্রেরি এ্যাসিস্ট্যান্ট/সরটার/ বুক বাইন্ডার	১৮-২৭ বৎসর	(ক) ৭৫%পদ সিনিয়র লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেটসহ পাঠাগার বিজ্ঞানে সনদপ্রাপ্ত এবং কোন পাঠাগার-এ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা এস.এস.সি তৎসহ বুক বাইন্ডার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সিনিয়র লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী।
২৪।	সিনিয়র লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট	...	লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	...	লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে ৬ বৎসরের চাকুরী।
২৫।	লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণি পাশ	...
২৬।	স্টোর অফিসার	....	সহকারী স্টোর অফিসার হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সহকারী স্টোর অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
২৭।	সহকারী স্টোর অফিসার	অনূর্ধ্ব ২৭ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ স্টোর সুপারভাইজার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	এইচ.এস.সি. (বিজ্ঞান) ও তৎসহ কমপক্ষে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	স্টোর সুপারভাইজার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
২৮।	স্টোর সুপারভাইজার	...	সিনিয়র স্টোর কিপার হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র স্টোর কিপার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
২৯।	সিনিয়র স্টোর কিপার	...	স্টোর কিপার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	....	স্টোর কিপার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৩০।	স্টোর কিপার	...	স্টোর করণিক/ সহকারী স্টোর কিপার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	স্টোর করণিক/ সহকারী স্টোর কিপার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৩১।	স্টোর করণিক/ সহকারী স্টোর র	১৮-২৭ বৎসর	(ক) ৪০% সিনিয়র স্টোর এ্যাটেনডেন্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং	...	সিনিয়র স্টোর এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
			(খ) ৬০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট	
৩২।	সিনিয়র স্টোর এ্যাটেনডেন্ট	১৮-২৭ বৎসর	স্টোর হেলপার / এ্যাটেনডেন্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	স্টোর হেলপার/ এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কমপক্ষে ৭ বৎসরের চাকুরী।
৩৩।	স্টোর হেলপার/ এ্যাটেনডেন্ট	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	৮ম শ্রেণি পাশ।	...
৩৪।	হেড প্লাম্বার/ হেড ইলেকট্রিশিয়ান/ হেড কার্পেন্টার।	...	সিনিয়র প্লাম্বার/ সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান/ সিনিয়র কার্পেন্টার হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র প্লাম্বার/সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান/ সিনিয়র কার্পেন্টার ইত্যাদি পদে কমপক্ষে ৫ বৎসর চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৫।	সিনিয়র প্ল্যাম্বার/ সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান/ সিনিয়র কার্পেন্টার	...	প্লাম্বার / ইলেকট্রিশিয়ান কার্পেন্টার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	প্লাম্বার / ইলেকট্রিশিয়ান/ কার্পেন্টার পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৩৬।	প্লাম্বার/ ইলেকট্রিশিয়ান/ কার্পেন্টার।	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	(ক) ৭০% হেলপার (বৈদ্যুতিক) প্লাম্বিং/ কার্পেন্টিং, ইত্যাদি পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।		
			(খ) ৩০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণি পাস ও তৎসহ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ট্রেড সার্টিফিকেট।	হেলপার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৩৭।	হেলপার (ইলেকটিক্যাল/প্লাম্বিং/ কার্পেটিং)।	...	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণি পাশ ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
৩৮।	গার্ডেন সুপারভাইজার	...	সিনিয়র গার্ডেন এ্যাটেনডেন্ট হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র গার্ডেন এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৩৯।	সিনিয়র গার্ডেন এ্যাটেনডেন্ট	...	মালী/গার্ডেন এ্যাটোড্যান্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	মালী/গার্ডেন এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৪০।	মালী/ গার্ডেন এ্যাটেনডেন্ট	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	৮ম শ্রেণি পাশ ও তৎসহ উদ্যান রচনার অভিজ্ঞতা।	...

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৪১।	জুনিয়র মেকানিক (গ্যাস, বয়লার ইত্যাদি)।	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণি পাশ ও তৎসহ সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
৪২।	মেকানিক (গ্যাস, বয়লার ইত্যাদি)	...	জুনিয়র মেকানিক (গ্যাস, বয়লার) পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	জুনিয়র মেকানিক হিসেবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৪৩।	সিনিয়র মেকানিক (গ্যাস, বয়লার ইত্যাদি)।	...	মেকানিক পদ (গ্যাস, বয়লার) হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	মেকানিক হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৪৪।	সিনিয়র টেকনিশিয়ান টেলিফোন)	...	টেলিফোন সুপারভাইজার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	টেলিফোন সুপারভাইজার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৪৫।	টেলিফোন সুপারভাইজার	...	সিনিয়র টেলিফোন অপারেটর পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র টেলিফোন অপারেটর হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী
৪৬।	সিনিয়র টেলিফোন অপারেটর	...	টেলিফোন অপারেটরের পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	টেলিফোন অপারেটর হিসবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৪৭।	টেলিফোন অপারেটর	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও তৎসহ কমপক্ষে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৮।	সিকিউরিটি অফিসার	...	সহকারী সিকিউরিটি অফিসার পদ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সহকারী সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৪৯।	সহকারী সিকিউরিটি অফিসার	অনূর্ধ্ব ৪৫ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	প্রতিরক্ষা বাহিনীর জি.সি.ও পদের নীচে নহে প্রতিরক্ষা বাহিনীর এমন কর্মচারী।	...
৫০।	সিনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার	...	সিনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫১।	সিকিউরিটি সুপারভাইজার	...	সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিকিউরিটি সুপারভাইজার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫২।	সিনিয়র আর্ম গার্ড/ সিনিয়র ওয়াচম্যান/ সিনিয়র ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড জমাদার/ কেয়ার টেকার।	...	সিনিয়র আর্ম গার্ড/ সিনিয়র ওয়াচম্যান/ সিনিয়র ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড জমাদার/ কেয়ার টেকার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সিনিয়র আর্ম গার্ড/ সিনিয়র ওয়াচম্যান/ সিনিয়র ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড জমাদার/ কেয়ার টেকার হিসেবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫৩।	গার্ড/ নাইট গার্ড/ দারোয়ান/ ওয়াচম্যান/ চৌকিদার/ সিকিউরিটি গার্ড/ ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড জমাদার/ আর্ম গার্ড।	...	গার্ড/ নাইট গার্ড/ দারোয়ান/ ওয়াচম্যান/ চৌকিদার/ সিকিউরিটি গার্ড/ ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড জমাদার/ আর্ম গার্ড পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	গার্ড/ নাইট গার্ড/ দারোয়ান/ ওয়াচম্যান/ চৌকিদার/ সিকিউরিটি গার্ড/ ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড জমাদার/ আর্ম গার্ড হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৪।	সিনিয়র রেকর্ড কিপার	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা কর্মচারী অথবা ৮ম শ্রেণি পাশ তৎসহ নিরাপত্তা কর্মে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
৫৫।	দপ্তরী/রেকর্ড কিপার	...	দপ্তরী/ রেকর্ড কিপার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	দপ্তরী/ রেকর্ড কিপার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫৬।	পিওন	...	পিওন পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	পিওন হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫৭।	ডেপুটি ডাইরেক্টর (অডিট এন্ড একাউন্টস/ ফাইন্যান্স এণ্ড বাজেট)	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণি পাস।	...
৫৮।	ডেপুটি সেক্রেটারি	...	একাউন্টস অফিসার/ এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর/ (অডিট/একাউন্টস বাজেট) পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	একাউন্টস অফিসার এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর (অডিট একাউন্টস / বাজেট) হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৫৯।	এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি/এক্সিকিউটিভ অফিসার/ এ্যাকাউন্টস অফিসার/ পারচেজ অফিসার/ এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর (অডিট/একাউন্টস বাজেট)।	...	এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি/ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৬০।	এ্যাসিসটেন্ট এ্যাড মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/ এ্যাসিসটেন্ট একাউন্টস অফিসার	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ এ্যাসিসটেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/ এ্যাসিসটেন্ট একাউন্টস অফিসার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ২৫%সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাস্টার ডিগ্রী ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা স্নাতক ডিগ্রী তৎসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	এ্যাসিসটেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/ এ্যাসিসটেন্ট একাউন্টস অফিসার হিসাবে কনপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৬১।	সুপারিনটেনডেন্ট/ সিলেকশন গ্রেড/ স্ট্রেনো-গ্রাফার।	...	সুপারিনটেনডেন্ট/ সিলেকশন গ্রেড/ স্টেনোগ্রাফার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	সুপাররিনটেনডেন্ট/ সিলেকশন গ্রেড/ স্ট্রেনো-গ্রাফার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৬২।	স্ট্রেনো-গ্রাফার।	...	স্টেনোগ্রাফার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	...
৬৩।	হেড এ্যাসিসটেন্ট	...	হেড এ্যাসিসটেন্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	হেড এ্যাসিসটেন্ট/ স্টেনোগ্রাফার হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৬৪।	স্টেনো-টাইপিস্ট	১৮-২৭ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ স্টেনো টাইপিস্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। খ) ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	এইচ.এস.সি ও তৎসহ শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ৫০ ও ৮০ শব্দ এবং টাইপে বাংলায় ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২৫টি ও ৩০টি শব্দ লিখনের গতি।	স্টেনো-টাইপিস্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৬৫।	ইউ.ডি.এ	...	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও তৎসহ শর্টহ্যাণ্ডে প্রতি মিনিটে বাংলায় ও ইংরেজিতে কমপক্ষে ৪৫ ও ৭০ শব্দ এবং টাইপে বাংলায় ও ইংরেজিতে লিখনের গতি।	ইউ.ডি.এ হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৬৬।	এল.ডি.এ/ টাইপিস্ট	১৮-২৭ বৎসর	(ক) ৮০% পদ এল.ডি.এ/ টাইপিস্ট পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। খ) ২০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	... স্নাতক, তৎসহ ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	এল.ডি.এ/ টাইপিস্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৬৭।	সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিয়াজোঁ অফিসার।	১৮-২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও তৎসহ ইংরেজি টাইপে মিনিটে ৩৫ শব্দ গতি সম্পন্ন ও বাংলায় ২৫ শব্দ লিখনের গতি।	...
৬৮।	টেকনিক্যাল অফিসার (পারচেজ)	...	টেকনিক্যাল অফিসার (পারচেজ)/ স্টোর অফিসার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	টেকনিক্যাল অফিসার (পারচেজ)/ স্টোর অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৬৯।	পাবলিক রিলেশন অফিসার।	১৮-২৭ বৎসর। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীর ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	(ক) ৫০% পদ এ্যাসিসটেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	... ২য় শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাইবেন।	...
৭০।	এডিটর	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর। বিশেষক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	জার্নালিজম-এ ২য় শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রী তৎসহ সাংবাদিকতা/জনসংযোগ কর্মে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
৭১।	সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার।	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর। বিশেষক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এস.সি। শিক্ষা জীবনে কোন পরীক্ষাতেই তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত নহেন, তৎসহ বৈজ্ঞানিক জার্নাল সম্পাদনে অন্তত ৫ বৎসরে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।	...

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা	পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
৭২।	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার	...	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	...	বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।
৭৩।	এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর।	(ক) ৭৫% পদ এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে। খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।	... সংক্ষিপ্ত বিষয়ে কমপক্ষে ২য় বিভাগে বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রী ও তৎসঙ্গে কমপক্ষে ৫ বৎসরের পূর্ত কাজে বিশেষ দক্ষতা।	এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা এবং তৎসহ পূর্ত কাজে বিশেষ দক্ষতা।

অধ্যাপক ড. এস.এস.এম.এ. খোরাসানী
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ।

এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন
সচিব

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
web site: www.bgpress.gov.bd ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
Fax : 880-02-9576538, Web: www. most.gov.bd

স্মারক নং ৩৯.০০, ১০০,০০১.৯৯.০০২.১২

তারিখ : ২৭ কার্তিক ১৪২২ / ১১ নভেম্বর, ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের ছুটি, সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম মঞ্জুরি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বি গের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০০৭.১৫-৩২৩, তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিঃ।

প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়ন এবং সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তাগণের অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি, ধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম মঞ্জুরি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের পিআরএল ও পেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মঞ্জুরির জন্য নিম্নোক্তভাবে ক্ষমতা অর্পণ অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো:—

ক্রমিক নং	বিষয়	ক্ষমতা অর্পণের স্তর			মন্তব্য
		ক্যাটাগরি-১ বিভাগীয় চেয়ারম্যান	ক্যাটাগরি-২ সদস্য (প্রশাসন)	ক্যাটাগরি-৩ সদস্য/পরিচালক	
১	বিএস এর বিধি-১৪৯ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত পারিবারিক কারণে ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনধিক তিন মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনের গড় বেতনে দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি।	পরিষদের সদস্য, পরিচালক ও সচিব।	পরিষদ সচিবালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণির সকল পদ।	সচিব-পরিষদ। সচিবালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী। পরিচালক-ইউনিটের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী	পরিষদের ১৪২ তম। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক। ৯ম গ্রেড থেকে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বহিঃ বাংলাদেশ ও শিক্ষা ছুটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।
২	দেশের অভ্যন্তরে ভোগের ক্ষেত্রে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি।				প্রেষণে নিয়োজিত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিব মহোদয়গণের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।
৩	বিসিএস এর বিধি-১৪৯ এবং বিধি ১৯ এর উপবিধি-১ অনুযায়ী মাতৃত্বক, ছুটি মঞ্জুরি।	৫ম গ্রেড থেকে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা।	৯ম থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা	সচিব-পরিষদ সচিবালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী। পরিচালক-ইউনিটসমূহের সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী	বিসিএসআইআর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ৮৯ -এর ২৩-এর (১) থেকে (৩) প্রবিধি মোতাবেক।

ক্রমিক নং	বিষয়	ক্ষমতা অর্পণের স্তর			মন্তব্য
		ক্যাটাগরি-১ বিভাগীয় চেয়ারম্যান	ক্যাটাগরি-২ সদস্য (প্রশাসন)	ক্যাটাগরি-৩ সদস্য/পরিচালক	
৪	প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ব্যতীত পরিষদের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীর আরএল, পেনশন/ পারিবারিক পেনশন ও অবসর প্রদান (গণকর্মচারী অবসর আইন ১৯৭৪ এর ধারা-৯(২) ব্যতীত)।	সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী			নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট হতে পেনশন কেইস প্রাপ্তির পর পেনশন ট্রাস্টি বোর্ডের সুপারিশক্রমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে চেয়ারম্যান পর্যায়ে মঞ্জুর করা হয়।
৫	প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ব্যতীত পরিষদের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল থেকে অগ্রিম মঞ্জুরি (সাধারন ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯-এর বিধি - ১৩(১)।		অফেরতযোগ্য অগ্রিম।	ফেরতযোগ্য অগ্রিম।	পরিষদের ৭৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক।

০২। সংস্থা প্রধান এই পরিপত্রের আলোকে নিজ কার্যালয়ের অধস্তন কর্মকর্তাদের (সদস্য/সচিব/ পরিচালক) মাঝে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

০৩। খুটিকালীন বিকল্প কর্মকর্তা নিশ্চিত করে ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। ছুটি মঞ্জুরের অনুলিপি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে।

মোঃ সিরাজুল হক খান
ভারপ্রাপ্ত সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

স্মারক নং ৩৯.০০.০০০০.০০১.৯৯.০০২.১২-১০৫১

তারিখ : ২৭ কার্তিক ১৪২২
৯ নভেম্বর, ২০১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষ সচিব/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। যুগ্মসচিব (সকল), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৫। উপসটি (সকল)/উপপ্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :

৬। মাননীয় স্ত্রীর একান্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

৭। সচিবেব কান্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। সিনিয়র হকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/ সহকারী প্রধান (সকল), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৯। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

১০। প্রোগ্রাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। হিসাবর ।কর্মকর্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। সহকারী গ্রামার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৩। মাস্টার ল।

সংস্থা; জ্যেষ্ঠাতার (ক্রমানুসারে নয়)।

১। চেয়ারম্যান, ংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, "অথরিটি ভবন" ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, পরমাণু ভবন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

৪। মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র, ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৬। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বিজয় সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

৭। মহাপরিচালক ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ি, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯।

ড. মোঃ ইউনুস আলী প্রামানিক
যুগ্মসচিব

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Science and Technology

Bangladesh Atomic Energy Commission Service Regulations, 1985

Thursday, August 15, 1985

[Extraordinary Published by Authority Thursday, August 15, 1985]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Atomic Energy Commission

Notification

Dhaka, the 15th August, 1985

No. S.R.O. 365-L/85.—In exercise of the POWCIS conferred by Article 19 of the Bangladesh Atomic Energy Commission Order, 1973- (P.0. No. 15 of 1973), the Bangladesh Atomic Energy Commission, with the previous approval of the Government is pleased to make the following regulations, namely:—

CHAPTER I

1. **Short title and application—**

(1) These regulations may be called the Bangladesh Atomic Energy Commission Service Regulations, 1985.

(2) They shall apply to all the employees of this Commission, other than work charged, part-time, casual or muster roll and contingent paid employees of the Commission.

2. **Definitions—**

In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "authority" means the competent authority;

(b) "appointing authority" means the authority designated by the Commission with the approval of the Government to be such authority for a specified post;

(c) "competent authority" means the authority designated by the Commission to be the competant authority for the relevant functions;

(d) "Commission" means the Bangladesh Atomic Energy Commission.

(e) "deputation" means duty outside the Commission with lien in the substantive post;

(f) "employee" means an officer or a member of the staff of the Commission;

(g) "permanent employee" means an employee. who has been made permanent by an order of the Commission in a regular post;

(h) "requisite qualifications means the qualification specified in the Schedule;

(i) "Selection Board" means the Selection Board constituted by the Commission in consultation with the Government for the concerned purpose;

(j) "specified post" means a post specified in the Schedule :

(k) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations; and

(l) "temporary employee" means an employee who is not a permanent employee.

CHAPTER II

APPOINTMENT, PROMOTION, SENIORITY, RETIREMENT, ETC.

3. **Classification of employees—**

(1) The employees shall be divided into four broad classes, namely, Engineering, Scientific, Medicine and General.

(2) Subject to such general and specific order as may be given by the Government to the Commission from time to time, the employees may be divided into such sub-classes and grades us the Commission may determine.

4. **Advertisement for recruitment—**

All appointments to a specified post shall be made by the appointing authority after the same is advertised in the daily newspaper

5. **Procedure for recruitment—**

(1) Subject to other provisions in these regulations, all appointments to specified posts shall be made in accordance with the provisions of the Schedule:

Provided that, if no suitable person is available for appointment by manner specified in the Schedule, the specified post may be filled in by recruitment on contract or by deputation with the prior approval of the Government.

(2) Unless otherwise provided in these regulations, no person shall be appointed to a specified post unless he has the requisite qualifications and in the case of direct appointment, he is also within the age limit laid down in the Schedule for that post:

Provided that the requisite qualifications and age limit may, with the approval of the Government, be relaxed to such extent as it may determine considering the circumstances and also in the case of otherwise exceptionally qualified candidates.

(3) All appointments shall be subject to police verification.

(4) No person shall be eligible for appointment to 1 specified post if he is not a citizen of Bangladesh or permanent resident of, or domiciled in, Bangladeshi.

6. **Medical examination—**

(1) No person shall be appointed without a medical fitness certificate from such medical officer or medical Board as may be required by the Commission.

(2) Where it is found that an employee is inefficient for reasons of infirmity of mind or body, the competent authority my, at any stage, require the employee to undergo a medical exanimation by such medical officer or medical Board as the Director General of Health Services may appoint on the request of the Commission.

7. **Probation—**

(1) Employees of all categories shall be on probation for a period of one year.

(2) In the event of an employee failing to show satisfactory progress during his probationary period, the appointing authority may, at its discretion, extent his probationary period by a maximum of

one year or disperse with his service by giving a fortnight's notice or by paying a sum equal to the pay for a fortnight without assigning any reason.

8. **Fixation of seniority—**

(1) Seniority of the employees in their respective post on first appointment or on promotion shall be regulated in the following manner, namely:

(a) where the appointment is made on the basis of the recommendations of the Selection Board, the seniority shall be fixed by the Selection Board in consideration of result of selection test or examination, if any, and the merit of the candidates in their respective academic examinations and the seniority thus fixed stall be taken as the inter seniority in a specified post;

(b) in the case of appointment of a single candidate, the seniority shall be counted from the date of his joining

(2) The first appointment referred to in sub-regulation (1) shall mean appointment to regular post.

(3) The provision of this regulation shall not affect the seniority of employees fixed by the competent authority before the commencement of these regulations.

9. **Promotion—**

The criterion for promotion to a specified post shall be merit-cum-seniority and no person shall be eligible for promotion unless he has the satisfactory records of service.

10. **Termination of service—**

The services of a temporary employee may be terminated by giving one month's notice on by paying I sum equal to the pay for one month by the appointing authority without assigning any reason.

11. **Resignation—**

(1) A permanent employee shall not resign from his post without giving three calendar months' notice in writing, failing which he shall be liable to my the Commission u sum equal to his pay for three month's.

(2) A temporary employee shall not resign without giving one month's notice in writing of his intention to do so, failing which he shall be liable to pay to the Commission a sum equal to his pay for one month.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-regulations (1) and (2), all employee shall continue to perform his duties till his resignation is accepted and he is released from duty.

(4) The appointing authority may, in the interest of the Commission, refuse to accept the resignation of any employee or accept resignation on such conditions as may be decided by such authority.

12. **Retirement—**

Any employee shall retire from service on the completion of the fifty seventh year of his age.

13. **Employment on contract—**

The Commission may, if it is of opinion that it is in the public interest so to do, employ an employee on contract basis in accordance with the provisions of the Public Servants (Retirement) Act, - 1974 (XII of 1974), and such extension shall be subject to such conditions, if any, as may be prescribed by the Government.

14. **Optional retirement—**

An employee may opt to retire from service at any time after he has completed twenty-five years of service by giving notice in writing to the appointing authority at least 30 days prior to the date of his intended retirement:

Provided that such option once exercised shall be final and shall not be permitted to be modified or withdrawn.

15. **Employee not entitled to retirement benefits in certain cases—**

If any judicial proceedings instituted by the Government of the Commission or any departmental proceedings are pending against an employee at the time of time retirement, be shall not be entitled to any pension or other retirement benefits till the determination of such proceedings.

16. **Posting and transfer—**

The Commission may transfer an any office located in Bangladesh employed to any office located in Bangladesh.

17. **Service record—**

(1) A record of service of each employee shall be maintained in the form prescribed by the Commission.

(2) Confidential report on the work and conduct during each calendar year for all employees shall be written in the last month of the calendar year in the from prescribed by the Commission.

(3) An employee shall have no access to his confidential report. He shall however, he informed of adverse remarks in order to give him an opportunity to explain his position or to correct himself.

CHAPTER III

TAY, ALLOWANCE, MEDICAL FACILITIES, ETC.

18. **Scale of Pay—**

(1) The scales of pay of the employees of the Commission shall be those as may be prescribed by the Government from time to time.

(2) The persons holding posts of CSO, PSO, SSO, SO and their equivalents shall, as far as practicable be allowed the same scale of pay as arc admissible to Professors, Associate professors, Assistant Professors and Lectures of Universities.

19. **Pay on promotion—**

On promotion from one grade to another, the pay of an employee will normally be fixed at the stage in the higher grade which is next above his pay in the lower grade. Any loss of pay shall be protected by granting increments.

20. **Special Pay or Allowance—**

Special pay or allowance may be allowed to an employee by the competent authority considering the unhealthiness, remoteness Or Other special characteristics of the place in which duty is performed

and also considering the arduous nature of work. The rate of such pay and allowance shall be determined by the Commission in consultation with the Government,

21. **Increment—**

(1) In case of exceptionally qualified candidates, the Commission may allow advance increment, not exceeding three increments, to an employee on his first appointment to a specified post.

(2) An increment shall be drawn as a matter of course unless it is withheld by the competent authority by expressed order in writing. If the increment is withheld, the withholding authority shall state the period for which it is withheld.

(3) Where an efficiency bar is prescribed in a time scale, the increment next above the bar shall not be given to the employee without the specific sanction of the competent authority. Such sanction shall be based not on the more absence of an unsatisfactory report but on the positive statement of the reporting Officer that the service of the employee concerned had been such as to justify this crossing of the bar.

22. **Additional charge allowance—**

An employee holding additional charge of one or more higher or equal posts in addition to his own past shall be allowed by the appointing authority charge allowance is per Government rule in this behalf.

23. **Conveyance allowance, etc.—**

(1) Conveyance allowance may be paid to the employees at such rates and on such conditions as may be prescribed by The Government from time to time for its own officers and employees.

(2) If a transport cannot be provided to an employee who is entitled to it for official work outside, he may be entitled to reimbursement of conveyance charges at rates determined by the Commission in consultation with the Government from time to time.

24. **House rent allowance—**

House rent allowance may be paid to the employees at such rate and on

such conditions as may be determined by the Commission in consultation with the Government from time to time.

25. **Washing allowance—**

Washing Allowance may be paid to such employees of the Commission who have been supplied liveries at such rate and on such conditions as they be determined by the Commission in consultation with the Government from time to time.

26. **Overtime allowance—**

The Commission may, at such rates and subject to such conditions as may be considered appropriate grant overtime allowance lo such employees as may he decided by it with due regard to Government instructions, if any, in this behalf.

27. **Rest and recreation allowance—**

An employee of the Commission may be allowed rest and recreation allowance in such manner and on such scale as may be determined by the Government from time to time.

28. **Non-practicing allowance—**

If a Medical Officer in employment of the Commission is not allowed to do private practices, he shall, in lieu thereof, be granted non-practicing allowance at such rates and oil such conditions as may he determined by the Commission in consultation with the Government from (time to time.

29. **Honorarium—**

for extra work performed, provided it is of such outstanding merit or occasional in character and also so laborious that it justifies special award.

30. **Medical facilities—**

The employees may be allowed medical facilities on such scales and terms and conditions as the Government may determine [com time to time

31. **Residence facilities—**

The Commission may provide residential facilities to its. Employees on such scales and terms and conditions as may be determined by the

Commission from time to time after obtaining approval of the Government

32. **Uniforms—**

The Commission may supply uniforms free of cost to such of its employees is may be determined by it from time to time.

CHAPTER IV

DEPUTATION AND TRAINING

33. **Deputation—**

(1) The Commission may depute an employee for service with the Government or with any autonomous, semi-autonomous organization or for service in a foreign country if the Commission thinks that it is a fit case for such deputation:

Provided that in case of deputation outside the country prior approval of the Government shall be obtained.

(2) The following conditions will govern the cases of deputation:

(a) for every 4 years of service, one year of deputation may be allowed:

Provided that the period of deputation shall not, unless relaxed by the Commission under special circumstances at its discretion, exceed three years at one time;

(b) the deputation shall commence from the date the employee relinquishes the charge of his duties in the Commission;

(c) for the period of deputation, the employees shall not be entitled to any salary from the Commission;

(d) for the period of deputation, the employee shall pay his share of provident fund contribution and shall also pay dues on account of group insurance, benevolent fund and any other fund constituted by the Commission al the rates as may be determined in this behalf;

(e) the period of disputation shall be counted towards increment

of his pay in the Commission;

(f) the period of deputation shall not be counted towards earning of leave in the Commission and leave previously earned shall not be allowed during the period of deputation but in exceptional cases, however, on compassionate and medical grounds, an employee may, at the discretion of the Commission, be granted such leave as may be al his credit in the Commission oil condition that to leave salary would be paid in foreign exchange.

(g) the Commission shall not be responsible for any expenditure for the employee or members of his family for medical examination, travels, tours, etc. during the period of deputation.

(h) before proceeding to deputation, the employee shall furnish bond or undertaking in the form prescribed by the Commission to the effect that is he fails to return and report back to the Commission within the specified time, he shall be liable to such disciplinary action including termination of, or dismissal from service, as the Commission may deem fit

34. **Training—**

The terms and conditions of training of the employees shall be as follows:

(1) preliminary selection of employees for nomination against offers of training facilities allocated by the Government or other agencies shall be made by the Commission according to its requirement. After selection of candidates by such Selection Committee as the Commission may constitute in this behalf, the Commission shall recommend the names of the candidates to the Government for approval.

(2) if the course of studies is considered to be in the interest of the Commission, it may, with the approval of the Government. permit an employee, not above the rank of Senior Scientific Officer, when going abroad for the first time for academic studies leading to M.Sc., M.S., M. Phil, or Ph.D. on his self-arranged Fellowship, Assistantship, etc. and such training shall be considered as

training will in the meaning of training under this regulation.

(3) No employee shall be nominated for the second or subsequent training unless he has put in such minimum years of satisfactory service with the Commission as may be fixed by the Government fro11 time to time after his return from previous training of more than six months' duration:

Provided that the Government may relax this condition under special circumstances depending on the exigencies of work.

(4) Subject to requirement and availability of financial support, the Commission may agree of maximum period of training as follows:

(a) **Academic Studies—**

(i) For Ph.D. or equivalent course-Normally not more than 4 years, in exceptional cases, however, the Commission may, with the approval of Government, agree to a maximum of 5 years and in that case, deputation day shall not be allowed for more than the period as may be determined by the Government.

(ii) For M.S. or equivalent course- Not exceeding 2 years.

(iii) For Diploma or equivalent course- Not exceeding one year.

(b) Specialized Training. Job Training, Specialized Course etc. Duration of such training or courses shall be determined by the Commission according to its requirements,

(c) Post-Doctoral work-Not exceeding 2 years.

35. **Obligation of trainees—**

(1) All trainees will be required to fulfill the following conditions, namely:

(a) Before proceeding abroad, the trainees shall

(i) sign a declaration in the form prescribed by the Government,

(ii) execute a surety bond in the form prescribed by the Government, and

(iii) complete any other formality which the Commission may require of them.

(b) while on training, the trainees shall submit periodical progress reports in the manner as may be directed by the Commission.

(c) The overseas trainees shall return to Bangladesh immediately oil the expiry of the Fellowship, Scholarship, Assistantship or approved duration of training, whichever is earlier.

Explanation:—In this regulation. "training" includes academic studies leading to degree, diploma, scholarship, fellowship, research or visiting assistantship, etc. under any technical assistance programme or any other agency financing the training programme wholly or partly.

(2) Failure to comply with any of the obligations mentioned under sub-regulation (i), shall render the employee liable to disciplinary action including termination or dismissal from service, recovery of bond money, cancellation of passport, etc. as the Commission may decide.

36. **Entitlement from the Commission while on training—**

All trainees while on training programme will be entitled to the following benefits from the Commission for the duration of the training unless otherwise specified by the Commission:

(a) the period of training shall be treated as on duty;

(b) full pay and annual increments for the periods in training shall be allowed,

(c) medical facilities will be admissible in such manner and scale as may be prescribed by the Commission from time to time to the members of the trainee's family if they are in Bangladesh; the trained shall not, however, be entitled to y medical facilities during his stay abroad;

(d) accommodation allotted by the Commission may be allowed to retain if family continues to stay in the same station for a period of 1 year On usual terms which term may be extended up to 2 years on special circumstances: for any period exceeding this, an

employee shall be charged an excuses rent to be determined by the Commission : it, however, the family stays in hired accommodation in the place of posting of the trainee, then house rent allowance at usual rate will be admissible, so long as the family continues to stay in the hired accommodation.

CHAPTER V

LEAVE AND JOINING TIME

37. **Application for leave—**

(1) All applications for leave shall be addressed to und be sanctioned by the competent authority as specified by the Commission from time to time.

(2) The first day of employee's leave shall be the working day next after the day on which he makes over charge and the last day of the leave shall be the working day immediately preceding the day on which he reports back to duly

38. **Rates, calculation, etc. of leave—**

(1) Leave on average pay shall be wanted at the rate of 1/11th of the period spent on duty and the maximum that may be accumulated suull.be 4 months. Any period earned in excess of 4 months shall be credited to a separate item in the leave account for prescribed by the Commission from which leave my be allowed on average pay on medical ground or for the purpose of pilgrimage or education.

(2) The amount of Leave that may be taken at one time shall not exceed Tour months. This limit may be raised to six months when leave in excess of four months is taken on medical grounds or for the purpose of pilgrimage or education.

(3) Leave on half average pay shall be earned at the rate of 1/12th of the period spent on duty and accumulation of such leave shall be without limit.

(4) It shall be permissible to convert Leave so allowed into leave on

average pay on production of medical certificate up 10 a maximum of twelve months. This conversion will be allowed at rate of one day of leave on average pay for - two days, on leave on half average pay.

39. **Payment of salary in lieu of earned leave, etc.—**

(1) Leave salary shall not be admissible to un employee in lieu of Cu leave when he is dismissed or discharged on account of misconduct or when he has left his work without notice.

(2) Leave salary in lieu of earned leave due to an employee shall be payable in the event of his death, or in lieu of so much of earned leave as may have been reused in writing during service at the title of leaving after due notice, or on retirement.

(3) The Commission may grant leave to an employee on deputation from other organisation under intimation to his parent department provided leave is due to him.

(4) Earned leave may be enchased by an employee up to a maximum of 15 (fifteen) days every year if he surrenders earned leave on average pay for that period.

40. **Leave not due—**

(1) Save in the case of leave preparatory to retirement, leave not due may be grunted on half average pay up to a maximum of twelve months during the whole service if it is on medical grounds.

(2) When an employee returns from leave which was not due and was debited against his leave accounts, no leave on hall average pay shall become due to him until the expiry of a fresh period spent on duty succulent to earn a credit of leave equal to the period of leave which he took before it was due.

41. **Leave salary**

Leave salary shall be calculated as per rule applicable to Government employees,

42. **Extraordinary leave**

(1) Extraordinary leave day he granted to an employee in circumstances when to other leave is admissible to the employee

Or when other leave is admissible but the employee concerned applies in writing for the grant of extraordinary leave.

(2) Except in the case of a permanent employee, the duration of extraordinary leave shall not exceed 3 months or 12 months on any one occasion, the longer period being admissible, subject to such condition as the Commission may, by general or special orders, prescribe and when the employee concerned is undergoing medical treatment by al qualified specialist or u Civil Surgeon, or when the Commission is satisfied that the employee is unable to resume duty for reasons beyond his control.

(3) The authority empowered to grunt leave may commute retrospectively the period of absence without leave into extraordinary leave.

(4) Extraordinary leave may be granted in combination with or in continuation of leave of any other kind admissible to the employees and the authority may, commute retrospectively period of absence without leave into extraordinary leave.

(5) No pay and allowance shall be admissible during the period of extraordinary leave and the period spent oil such leave shall not count for increment, provided that in a case where the Commission is satisfied that the leave was taken for any cause beyond the employee's control, it may direct that the period of extraordinary leave be counted for increment.

43. **Maternity leave—**

(1) Maternity leave, which shall be on average pay and not dubitable to the leave account, may be ruled to an employee for a maximum period of three months at a time.

(2) Leave of any other kind admissible to the employees may be granted at the discretion of competent authority in combination with or in continuation of maternity leave if the request for its grill is supported by a registered medical practitioner.

(3) The Commission may not grant maternity leave to any employee on more than three occasions during her service in the Commission.

44. **Special disability leave—**

(a) Special disability leave may be granted by the Commission to an employee who is disabled by injury inflicted or caused in, or in consequence of the due performance of his official duty.

(b) Special disability leave shall not be granted unless the disability manifested itself within three months of the occurrence to which it is attributed, and the person disabled acted with due promptitude in bringing it to notice:

Provided that if the Commission is satisfied as to the cause of the disability, such leave may be granted in Cases where the disability manifested itself more than three months after the occurrence of its cause.

(c) The period of special disability leave granted shall be such as it shall not be extended except on the certificate of a Medical Board and shall in no case exceed twenty-four months.

(d) Special disability leave may be combined with leave of any other kind.

(e) Special disability leave may be granted more than once if the disability is aggravated or reproduced in similar circumstances at a later date but not more than twenty four months of such leave shall be granted in consequence of any one disability.

(f) Special disability leave shall be counted as duty in calculating service for gratuity only. if admissible and shall not be debited against the leave account.

(g) Leave salary during special disability leave shall be equal to

(i) average pay, for the first four months of any period of such leave including a period of such leave granted under clause (c) of this regulation; and

(ii) half average pay, for the remaining period of any such leave, or at the employee's option, average pay for a period not exceeding the period for which leave on average pay would otherwise be admissible to him.

45. **Quarantine leave—**

Quarantine leave is leave of absence from duty necessitated by orders not attend to office in consequence of the presence of infectious diseases in the family or house-hold of an employee. Such leave my be granted by the head of the office oil the certificate of A Medical or Public Health Officer for a period/cot exceeding 21 days or, in exceptional circumstances, up to 30 days. Any leave necessary for quarantine purposes in excess of this period shall be treated is ordinary leave period of leave admissible under these regulations. No substitute should be appointed in place of an employee absent on quarantine leave. An employee on quarantine leave is tot treated is absent from duty and he will get normal pay.

46. **Leave preparatory to retirement—**

An employee hall be to leave preparatory to retirement in accordance with the same procedure and in the same scale and on such terms and conditions as a Government Servant is entitled to.

47. **Combination of holiday with leave—**

When the day immediately proceeding the day on which an employee's leave begins of immediately following the date on which his leave expires, is a holiday or one of series of holidays, the employee may leave his station at the close of the day before or return to it on the day after such holiday, or series of holidays, provided that prior sanction for the same has been obtained.

48. **Leave not right—**

Notwithstanding anything contained in these regulations, leave cannot be claimed as a matter of right, and the Commission shall have the right to refuse leave when such refusal appears necessary for the exigencies of services.

49. **Overstay of leave—**

An employee, who overstays his leave except under circumstances beyond his control for which he must render satisfactory explanation, shall not draw any emoluments for the period for which lie overstays. He shall also be liable to action for breach of discipline, and the period of overstay may constitute as break in service unless regularised by the competent authority.

50. **Casual leave—**

The total number of days for which casual leave shall be admissible in a calendar shall be such as may be determined by the Government for Government Servants.

51. **Study leave, etc.—**

The employees of the Commission may be granted study leave to enable him to study scientific, technical and other like subjects on such terms and conditions as the Commission may determine if it is satisfied that the study will be useful for his service under the Commission.

52. **Joining time—**

(1) The employees of the Commission, on transfer from one station to another, shall be allowed joining time as follows

(a) six days for preparation, plus;

(b) period to cover the actual journey by air, railway, steamer, motor car or any other mode as may be approved by the competent authority

Provided that Sunday or a closed holiday shall not count as a day for the purpose of the calculation of joining time under these regulations.

(2) The Commission nay, in special circumstances, reduce or extend the period of joining time admissible under sub-regulation

(3) If an employee is transferred from one station to another in the same post or is appointed to a now post invoicing change of station, his joining time shall be calculated from the old station or from the place in which lie received the order of appointment or transfer. Whichever is more convenient to the employee

(4) If an employee takes leave while in transit for joining from one post to another, the period which his elapse since he handed over charges of his old post shall be included in his leave, unless the leave is taken on medical certificate.

(5) The joining time admissible under these regulations shall unless the Commission for special reason otherwise orders be calculated by the route which travellers ordinarily use.

CHAPTER VI

GENERAL CONDUCT

53. **Fidelity and secrecy—**

(1) Every employee shall maintain strict secrecy regarding the Commission's affairs and the affairs of its establishments and shall not communicate directly or indirectly to any person information which has come into his possession in the course of his duties whether from official sources or otherwise, unless required to do so by law or directed by a superior officer in the discharge of his duties.

(2) Every employee shall before joining service, sign a declaration of fidelity and secrecy in the prescribed form,

54. **Political activity, etc. prohibited—**

No employee shall bring or attempt 10. bring political or other outside influences to bear on any authority of the Commission in support of any claim made by him in connection with his employment, promotion, increment or for any other personal gain.

55. **Absence from duly—**

No employee shall absent himself from his duties, nor leave his station without the permission of the competent authority.

56. **Prohibition on acceptance of gifts, etc.—**

(1) No employee shall accept any gift, gratuity or reward from any other employee of die Commission or 1991cies likely to have dealings with the Commission directly or indirectly, on his own behalf or on behalf of any other person or permit any member of his family to do so.

(2) No employee shall, without the prior sanction of the Commission in writing undertake any employment within the country or outside and the Commission may, in its discretion at any time, require him to abandon any work which in its opinion is undesirable in the interest of Commission's Services.

57. **Grounds for penalty—**

Where in employee, in the opinion of the authority

(1) is inefficient, or has ceased to be efficient. Whether by reason of infirmity of mind or holy or otherwise, and is not likely to recover his efficiency: or

(2) is guilty for negligence to his duty; or

(3) is guilty of misconduct; or

(4) is corrupt, or may reasonably be considered corrupt, because

(a) he is, or any of his dependents or any other person through him or his behalf, is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income, or

(b) he bus assumed a style of living beyond his ostensible means, or

(5) is engaged, or is reasonably suspected of being engaged, in subversive activities, or is reasonably suspected of being associated with others engaged ill Subversive activities, and whose retention in service considered prejudicial to national security, the authority may, subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 58 impose on him one or more penalties.

58. **Penalties—**

(1) There shall be the following penalties:

(a) Censure;

(b) the withholding of increment or promotion, including stoppage at efficiency bar, for a specified period;

(c) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Commission by negligence or breach of orders;

(d) reduction to a lower post or time scale, or to a lower stage in a tine scale;

(e) compulsory retirement;

(f) removal from service;

(g) dismissal from service.

(2) Removal does not, but dismissal does, disqualify future

employment in the Commission. an employee from

(3) For misconduct any penalty in sub-regulation (1) may be imposed, but the penalties to be ordinarily imposed for inefficiency und negligence shall be those set out ill clauses (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of sub-regulation (1) and for corruption or subversion shall be those set out in clauses (e), (I) and (a) of that sub-regulation.

59. **Inquiry procedure on subversion—**

When an employee is to be proceeded against under clause (5) of regulation 57, the competent authority

(a) may, by an under in writing, require the employee concerned to proceed on such leave as may be admissible to him, and front such date as may be specified in the order:

(b) shall. by an order in writing inform him of the action proposed to be taken in regard to him and the grounds of that action; and

(c) shall give him a reasonable opportunity of showing cause against that action before an Enquiry Committee to be constituted with three Officers of the Commission to enquire into the charge.

Provided that no such opportunity shall be given where the authority is satisfied that in the interest of the security of Bangladesh, or any part thereof, it is not expedient to give such opportunity.

60. **Enquiry procedure in cases of negligence, inefficiency, misconduct and corruption—**

(1) When an employee is to Do proceeded against under clause (1), (2), (3) or (44) of regulation 57, lie shall be called upon to submit explanation in writing to the competent authority within seven days as to why disciplinary action should not be taken against him for the alleged offence.

(2) When the explanation of the employee is not found satisfactory, the Competent authority shall frame a charge and call upon him to submit a written defense within such period as may be specified in this behalf, being not loss than seven days and not more than fourteen days, stating whether he desires to be heard in person.

(3) The competent authority shall appoint an officer senior in rank to the accused to conduct an enquiry into the charges, who shall submit a report, after giving the employee a personal hearing, if so desired by him, within such period as may be determined by the competent authority.

(4) The competent authority shall consider the written statement submitted by the employee in his defense, the report of the Enquiry Officer and other circumstances, if any, and impose such penalty is it may deem proper in the circumstances of the case :

Provided that before imposition of penalty of compulsory retirement, dismissal, removal or reduction to a lower post, the delinquent employee shall be given second opportunity to show cause against the penalty proposed to be imposed,

(5) The competent authority shall take decision by imposing penalty and shall communicate the same by an order in writing to the employee concerned.

(6) The proceedings under this regulation shall be completed within three months from the date of framing charge against an employee.

61. **Procedure for disposal of 2 case, where an employee has been convicted by a court of law—**

(1) When an employee is convicted by a court of law on charge of a criminal offence, the competent authority may dismiss of remove him from the service of the Commission or reduce him in rank, or impose any other penalty upon him without the procedure laid down in these regulations or may not impose any penalty, if the competent authority decides that the offence for which he is convicted is not liable to disciplinary action under these regulations.

(2) Any penalty imposed upon un employee under sub-regulation (1) shall take effect from the date of communication of the order of imposition of the penalty to the employee and not from the date of his conviction or suspension.

62. **Summary proceedings—**

(1) An employee found guilty of-

(a) habitual late attendance,

(b) Leaving place of duty without permission.

(c) willful misrepresentation or suppression of fact;

(d) misbehavior with other employees or members of the public; or

(e) unnecessary in disposal of files and records, Shall be called upon to submit explanation to the competent authority within seven days as to why disciplinary action should not be taken against him for the alleged offence.

(2) If the competent authority is, on such enquiry as it may deem necessary, satisfied that the employees is guilty of any of the offences mentioned in sub regulation (1), it shall impose upon him any of the minor penalties spirited in those regulations.

63. **Appeal, etc.—**

(1) An employee shall have the right to appeal once only against an order imposing any penalty except censure to the authority next superior to the authority imposing the penalty, and where the penalty is imposed by order of the Commission, there shall ordinarily lie no appeal but the Commission may review its own order sue motto or on receipt of representation from the employee concerned. The Government may entertain an appeal against 10 order of the Commission if it has reasons to believe that a violation of law or gross injustice has been done.

(2) Every appeal shall comply with the following requirements, namely:

(a) it shall contain all malarial statements and grounds relied upon and shall be complete in all respects;

(b) it shall specify the relict desired;

(c) it shall be submitted through proper channel;

(d) it shall not be couched in improper language; and

(e) it shall be submitted within thirty days from the date of receipt of the order of penalty.

(3) An appeal may be withheld by the authority imposing the penalty, if

(a) it does not comply with the requirements of sub-regulation (2);

(b) it deals with matters which are not relevant to the case;

(c) it does not disclose any new point or circumstances which afford grounds for reconsideration; or

(d) it is addressed to an authority to which no appeal lies under this regulations.

(4) In every case in which an appeal is withheld, the appellant and the appellate authority shall be informed of the fact and the reason thereof:

Provided that an appeal withheld under sub-regulation (3) may be resubmitted at any time within thirty days from the date on which the appellant has been informed of withholding of the appeal in a form which complies with the provisions of sub-regulation (2).

(5) The appellate authority shall examine-

(a) Whether the facts on which the order of penalty is based have been established ; and

(b Whether the penalty is adequate, inadequate or excessive, and after such examination shall pass such order is il considers proper.

(6) An appellate authority may call for the records of any case including un appeal withheld by an authority subordinate to it and may pass such orders thereon as it considers fit under the provisions of these regulations.

(7) Nothing in these regulations shall preclude the Commission from revising, whether on its own motion or otherwise, any order passed by an authority subordinate to it in exercise of powers conferred on such authority by these regulations.

64. **Reinstatement, etc.—**

When an employee who was dismissed, removed or suspended is reinstated, the employee shall be entitled to the full pay to Which he

would have been entitled had he not been dismissed, removed or suspended.

65. **Bar to resign or retire to employee under suspension, etc.—**

An employee under suspension of prosecution charge of offences under these regulations shall not resign or retire at this own option from service until the case is finalised.

66. **Declaration of assets, etc.—**

(1) Every employee shall, at the time of entering Commission's service, make a declaration to the Commission through the usual channel, of all immovable and movable properties, including shares. certificates, securities, insurance policies and jewelry belonging to or lead by him or a member of his family and such declaration shall state the district within which the property is situated, showing separately individual items of jewelry exceeding TK. 25,000 (Taka twenty-five thousand) in value and give such further information is the authority may by general or special order, require.

(2) An employee of the Commission shall, us and when he is so required by the Commission by a general or special order, furnish information as to his assets disclosing liquid assets and all other properties, immovable and movable, including shades, certificates, insurance policies, jewelry.

CHAPTER VII

ADVANCES AND LOANS TO EMPLOYEES

67. **Sanction of advance for house building and purchase of car, etc.—**

House building advance and advance of purchase of motor car, etc. may be sanctioned by the competent authority to the employees provided budget provision for such advances exist and fund is available.

68. **Recovery of advance, etc.—**

(1) The amount of the advance under this chapter to be recovered

monthly shall be fixed in whole Taka except in the case of lust installment when the remaining balance including any fraction of a taka shall be recovered. If the employee proceeds on leave without pay, bio shall pay these installments in cash. If an employee fails to pay any such installments, the arrears of installments falling due during period or periods of leave without pay shall be recovered in lump-sum from the first disbursement of Pay or allowances which may become due to the employee at the end of such leave.

(2) Simple interest at the rate of 10.5% per annum shall be charged on all advance granted under this chapter and when all advance is drawn more than one installment, the rate of interest recovered shall be determined with reference to the date on which the first installment is drawn. The interest will be calculated on the balances outstanding on the last day of such months. The amount of interest will be recovered in one or more installments and the antou.it of each such installment shall not exceed the rule of which the principal was recovered. Recovery of interest will commence from the month following that in which the whole of the principal has been repaid.

(3) Notwithstanding anything contained in this Chapter, the full amount of any advance inclusive of interest must be recovered before the employee taking the advance reaches the age of superannuation; and if the rate of monthly recovery normally applicable is insufficient, it shall be increased so that recovery is completed before superannuation.

(4) The Commission may, at the request of the employee, permit recovery of any advance in a number of installments smaller that those normally admissible.

69. **House building advance—**

The following procedure shall be followed in respect of house building advance to all permanent employee of the Commission, namely:

(a) Advance equivalent to 24 months' pay may be allowed for purchase of house, construction of house and purchase of land for residential purposes.

(b) Advance and its interest shall be recovered from pay in equal installments not exceeding 120 installments. Recovery is to begin from the 19th issue of pay after drawl of the first installment of advance.

(c) No employee shall be granted a second advance while any portion of previous advance with interest cried thereon is outstanding against him :

Provided that when an employee is granted the advance for an amount less than amount he applied for according to his entitlement due to non-availability of funds or due to any other reason, he may be granted a second advance for an amount up to the balance of his entitlement irrespective of whether the earlier advance with interest accrued thereon is outstanding or not.

(d) Advance for repair of house equivalent to 12 months' pay may be allowed which is recoverable in 60 installments. Recovery is to begin from 13th issue of pay after drawl of the first installment of advance.

(e) Advance may also be allowed to temporary employees who have rendered more than 5 years' continuous service on submission of surety bond from two permanent employees of not below his rank. The sureties of two permanent employees can be released when the house has been built and mortgaged to the Commission. The Surely should be of such parson who would not retire before the house is built and normed. The surety bond should be furnished by the temporary employees in such manner as may be prescribed by the Commission.

(f) All advance under this regulation must be bonafide required for the purpose of purchasing or building or repairing houses for the personal residences of the employees concerned and unutilised amount of advanced money shall be refunded to the Commission.

(g) The advance shall be drawn by installments, the amount of a each installment being such as is likely to be required for expenditure in the text three months. Satisfactory evidence should be produced to show that the amount of the installment has been actually utilized for the purpose for which it was drawn before the

next installment is paid.

(h) The house built together with land shall be mortgaged to the Commission, which will be released on repayment of the full amount with interest due. The mortgage bond will be executed in forms prescribed by the Commission.

(i) The applicant for advance for constricting a house must satisfy the sanctioning authority regarding his title to the land upon which the house is or is proposed to be built. The applicant's title to the property shall be examined by the sanctioning authority before the advance is printed and in cases where there is any doubt as to the Validity of that title, the Revenue and Registration authority or if technical legal advice is necessary, the legal adviser, may be consulted. It should be seen that the applicant has undisputed title to the land on which it is proposed to build the house and there will be no legal obstacle to the property being mortgaged to the Commission.

(j) If the land for construction of the house has been allotted by a cooperative society. The advances on account of development charges will be allowed which the appropriate authorities demand these charges from the employee concerned. At the time of the drawl of such advances, the employee must sign all agreement as prescribed by the Commission. He Would be required, as soon as it is possible for the society to allot the land to him, Lo produce original document showing that the land 1135 C1nlly been allotted to hill. When he has been allotted land and wishes to draw further advances for the construction of a house, advance will be allowed up to a maximum of 25% of the total house building advance admissible in his care. At the time of drawl of this installment he must be called upon to execute an agreement and to complete at least the plinth. As soon as practicable and in any case, not later than three months from the date of the drawal of this instilment. He must produce a certificate from the Engineer appointed by the Commission for the purpose to the effect that the plinth has been completed. Further installments of advance may be paid after execution of a mortgage deed in the form prescribed by the Commission.

(k) The employee should sign agreement in the prescribed form at the time of taking an advance for the purchase of land the amount should not exceed that what is required for the purpose. A mortgage dead as prescribed by the Commission should be executed before any further, advance is drawn for the purpose of constructing the house.

70. **Advance for the purchase of bicycle—**

(1) Advance not exceeding 5 months' pay anticipated price of the bicycle, whichever is less. may be allowed.

(2) The advance is recoverable in 35 monthly equal installments, followed by additional installments or installments on account of interest accrued thereon at the rates prescribed by the Commission from time to time,

71. **Advance for purchase of motor car, etc.—**

The following shall he followed in case of motor car advance, namely:-

(1) Motor car advance may be given only to employees who are in receipt of pay of Tk. 2,500 and above and who are posted to bigger tows, such as Dhaka. Chittagong and Rajshahi and are likely to remain at those stations for not less than 2 years from the date of sanction of the advance.

(2) The total amount to be advanced for the purchase of motor car shall not exceed 20 months' pay or the anticipated price, whichever is less. If the actual price paid is less but the advance taken, the balance shall be forthwith refunded to the Commission.

(3) Recovery shall be made by deducting monthly in ninety-sixth equal installments from the pay of the employee. It will commence from the first issue of pay after advance is taken. If the loaner reaches the age of superannuation within a time less then 96 months, the installments shall be fixed in equal monthly installments to recover the full repayment of loan before his retirement.

(4) The previous sanction of the Commission is necessary to the sale of the car purchased with the aid of an advance which will interest accrued has not been fully repaid. If an employee wishes to

transfer Such a car to another employee of similar status who performs the duties of a kind that renders the possession of a motor car necessary, the Commission Day permit the transfer of the liability attached to the car to the transfer on the same terms and conditions as were applicable to the transferee.

(5) An employee who draws, an advance in Bangladesh for the purchase of motor cur shall complete his negotiations for the purchase of the car and pay finally for the car within one month from the date on which he draws the advance, failing such completion and payment, the full amount of the advance drawn, with interest thereon shall be refunded to the Commission. This condition should always be mentioned in the letter sanctioning such advances. At the time of drawing the advance, the employee will be required to execute an agreement as prescribed by the Commission and a completing the purchase, he will further be required to execute a mortgage bond is prescribed by the Commission hypothecating the car to the Commission as security for the advance. The cost price of the air purchased should be entered in the schedule of specifications attached to the mortgage bond.

(6) In the order sanctioning the advance, the competent authority will specifically mention that the agreement in the com prescribed by the Commission has been signed by the employed drawing the advance and it has been examined and sound to be in order. The competent authority should see that the car is purchased within one 11000th from the date on which the advance is drown and should submit the mortgage bond promptly to Director (Finance and Accounts) of the Commission for examination before final record.

(7) The form of mortgage bond executed by an employee drawing an advance in Bangladesh for the purchase of motor car shall provide for comprehensive insurance against full loss by fire or accident or theft. Insurance policies at i reduced rate of premium shall, however, be accepted as adequate in case, where-

(a) the owner of the car undertakes to meet the first Tk. 250 of a claim preferred against an insurance Company in the event of

an accident;

(b) the car is not insured against accident for any reason of the year during which it is not in use but is stored in a garage; and

(c) insurance effected within one month from the date of purchase of the car.

(8) On expiry of one month's time after the advance has been received by the employee, the Director (Finance and Accounts) of the Commission will obtain from the employee concerned a letter in a form prescribed by the Commission to the motor insurance Company, with which the motor Car is insured. The Director (Finance and Accounts) of the Commission will himself forward the letter to the Company and obtain their acknowledgement. In the case of insurance effected on annual basis, this process should be repeated every year until the advance has been fully repaid to the Commission.

72. **Advance for purchase of motorcycle—**

A competent authority may sanction an advance to its employees for purchase of a motor cycle subject to the following conditions. namely:

(1) That the amount of the advance does not exceed eight months pay of the employee of the anticipated price of the motor cycle, whichever is less. If the actual price paid is less than the advance taken, the balance should be forthwith refunded to the Commission.

(2) The provisions of clauses (3) and (4) of regulation 71 shall, *mutatis mutandis*, apply to the advance for purchase of motor cycle.

CHAPTER VIII
TRAVELLING ALLOWANCE

73. **Classes of Journeys—**

The travelling allowance may be drawn in respect of journeys performed for the following purposes. namely:

(a) on tour;

(b) on transfer;

(c) on compulsory recall from leave

(d) to appear at an examination is authorised by the Commission;

(e) to give evidence in a court of law, etc. :

(f) to obtain medical treatment;

(g) to attend a course of training Sponsored by the Commission; and

(h) for any other purpose authorised by the Commission.

74. **Kinds of travelling allowance—**

Mileage allowance, daily allowance, actual cost of travelling and Conveyance are the different kinds of travelling allowances which may be drawl in different circumstances.

75. **Mileage allowance—**

(1) Mileage allowance is an allowance calculated on the distance travelled and given to meet the cost of the journey.

(2) For the purpose of calculating mileage allowance, " journey between two places is hold to have been performed by the shortest of all practicable routes Specified by the competent authority.

(3) The shortest route is that by which the traveller can most speedily reach his destination by the normal move of travelling. The competent authority May decide on the shortest route where alternative routes exist.

(4) If an employee travels by a route which is not the shortest but is cheaper than shortest, his mileage allowance will be calculated on the route actually used.

(5) The Chief Public Officer or such other point as the Commission may determine in this behalf shall be point from which counting of miles for mileage Allowance shall be made in respect of a journey.

76. **Grouping of Commission's employees—**

Group A	:	Includes all Class-1 Commission's employees irrespective of pay and those Commission's employees who are in receipt of ray not less Cum Tk. 1150 per month
Group-B	:	Includes all Class-Il Commission's employees who are in receipt of pay les then Tk. 1150 per month and those class-III Commission's employees where in receipt of pay not less than Tk. 600 per mull
Group-C	:	Includes all class III Commission's employees except those included in the Group- B and Group-D
Group D	:	Includes all class-IV Commission's employees.

77. **Class of entitlement of Commission's employees fur calculation of mileage allowance—**

Journey by Railway:

A. Commission's Employees of Group-A:

(i) Class-I Officers drawing pay in the scale of TL. 1850–2375 and above special class of accommodation. If there is no social class of accommodation 1st Class.

(ii) Other Class-1 Offices and the Officers belonging to the Group First Class.

B.	Commission's Employees of Group-B	:	2nd Class if there is no second Class. accommodation First Class.
C.	Commission's Employees of Group-C	:	Where there are two Classes, lower Class where there are three Classes 2nd class of the case not less than Tk. 370 per month and third Class if it is less than Tk. 370 I. m
D.	Commission's Employees of Group-D	:	The lowest class.

78. **Journey by Sea or River in Steamer—**

A. Commission's Employees of Group-A :

(i) Class-I Officers drawing pay in the scale of Tk. 1850-1175 and above special class of accommodation. If there is no special class of accommodation First Class.

(ii) Other Class-I Officers and the Officers belonging to the Group First Class.

B. Commission's Employees of Group-B : If there are two classes Higher Class. If there are more than two classes the 2nd

C Commission's Employees of Group-C : If there are two classes there are lower of Class. If there are three classes the middle or 2nd class. If there are Four Classes Third Class.

D. Commission's Employees of Group-D : The lowest Class.

Other officers may also be permitted to travel by air under special circumstances. The orders containing such special permission for each travel should be issued at least at the level of the Secretary of Ministry/Division with copy to the C.M.LA's Secretariat.

79. **Rates of mileage allowance—**

(1) **Journey by Railway Steamer/Ship—**

(i) Except in the case of journeys on transfer the mileage allowance admissible for journeys in the Special Class of Accommodation Stall be 14 of the face of special class of Accommodation.

(ii) Except in the case of journeys oil transfer, mileage allowance admissible to all Groups of Commission's Employees including those who travel by other than1 Special class of accommodation shall be 1 5/4 of the fare of the class of accommodation to which they are entitled.

(2) **Journey by air—**

Mileage allowance for domestic journeys will be admissible at the rate of one standard Lire plus one daily allowance.

80. **Road mileage—**

(1) Group-A : TK. 1.50 per mile.

(2) Group-B : Tk. 1-20 per mile.

(3) Group-C : Tk. 0-90 per mile

(4) Group-D : Tk. 0-60 per mile.

The above rates will be admissible for the whole of the journey by road, irrespective of the distance travelled.

81. **Limitation on mileage allowances—**

Employees travelling by motor car by motor cycle between places connected by rail will draw mileage allowance by Tail or road whichever is less.

82. **Short journey from Headquarters—**

(1) When an employee travels by a transport owned by the Commission and the journey is beyond five mileage he shall be entitled to draw daily allowance of his grade for the day on which he is absent from his Headquarters oil official duty for more than eight consecutive hours and returns to his Headquarters 3on the same day.

83. **Journey during tour—**

(1) When an employee performs journey by Commission's vehicle or by a vehicle hired at the expense of the Commission Le may draw the daily allowance of his grade and shall not exchange it for mileage.

(2) If actual places of duty fall outside the five miles radius at the outstation road mileage allowance may be allowed on the basis of the distances actually travelled.

84. **Journey by air—**

The entitlement of journey by Air in economic Class on tour is as follows:

(i) Class-1 Officer's drawing pay in the Scale of Tk. 1850—2375 and above.

(ii) The personal staff which accompanying the President, the Chief Martial Law Administrator, the Deputy Chief Martial Law Administrator and Minister's.

85. **Journey by special conveyance—**

When an employee of a grade lower than the first grade is required by the order of a superior authority to travel by special means of conveyance the cost of which exceeds the amount of the daily allowance or miles se allowance as admissible to him, he may draw the actual cost of travelling in lieu of such daily or mileage allowance.

86. **Daily allowance—**

(1) Commission's employees in Group `A'		Standard rate.	
(i) Drawing my up to Tk. 1150	32	33⅓%	above the standard rate
(ii) Drawing pay from Tk. 1151 to 1819	36	33⅓%	Ditto.
(iii) Drawling pay from Tk. 1850 and above	36	33⅓% Plus Tk. 8 for every additional Tk. 500 or fraction thereof.	Ditto
(2) Commission's employees: in Group-B.	Tk. 25 for first Tk. 900 pm Tk. 3 for every additional Tk. 250 of fraction thereof.	33⅓%	Ditto.
(3) Commission's employees : in Group-C.	350 paisa for every 3.50 paisa for every Tk. 100 or fraction	33⅓%	Ditto.

	thereof subject to a maximum of Tk. 15.		
(4) Commission's employees in Group-D.	TK 15	$33^{1}/_{3}\%$	Ditto.

87. **Daily allowance for audit personnel—**

Audit personnel on tour shall be allowed daily allowances or actual expenses, Whichever is less, in respect of their continuous hall at one station exceeding 10 days at full rate.

88. **Leave period, etc. not to be computed for daily allowance—**

(1) Casual leave taken during tour may be excluded in computing the period or daily allowance admissible.

(2) A. employee who while staying at out-station on tour proceed on leave on average pay and Oil termination of leave resumed duty at the same outstation and remained there on halt for further period, his love period shall be excluded from the calculation of daily allowance admissible.

(3) An employee who during the course of tour returns temporarily to Headquarters or leaves the station on Sunday or on a public holiday to attend to his private business shall not be entitled to draw daily allowance for such day or days.

89. **Actual expense—**

Employees while on official tour may be reimbursed actual boarding, loading and transport charges subject to the following conditions:

(a) the amount of reimbursement will be determined by the Commission according to the Grades of the employees;

(b) the employees shall produce necessary vouchers in support of his claims.

90. **Conveyance hire charge—**

The actual cost hiring I conveyance on official journey, for which to travelling allowance is admissible, may be reimbursed to an employee concerned and charged to contingencies, provided it is certified by the

competent authority to the effect that expenditure actually incurred was unavoidable and that the employee Concerned will not otherwise receive any special remuneration for lite performance of the duty which necessitated the journey

91. **Concession hire geological party—**

Notwithstanding anything contained in these regulations, the ecological party may, while on tour, my be allowed field establishment allowance at such rates as may be determined by the Commission from Lime to time.

92. **Permanent conveyance allowance—**

(1) All employee who is required to travel extensively within 5 miles radius of his Headquarters may be wanted monthly fixed permanent Conveyance allowance on such conditions as the Commission thinks fit to impose. Such an allowance May be draw from headquarters and may be drawl in addition to any travelling allowance for tours beyond 5 miles. It shall, however, he not admissible during leave or temporary transfer.

(2) In case permanent conveyance allowance has been granted to an employee for the upkeep of a motor car or motor cycle, the same day he drawn by him during leave or temporary transfer, as the case may be provided-

(a) the authority sanctioning the leave or transfer certifies that the employee is likely, on the expiry of leave or temporary duty, to return to the post from which his proceeds on leave or temporary duty or to be appointed to a post in which the possession of a motor car or Motor cycle will be advantageous from the point of view of his efficiency; and

b) the employee concerned certifies that he continued to maintain the vehicle during the leave or temporary transfer.

93. **Temporary posting—**

A competent authority may depute all employee on duty outside his headquarters and order him to reside at temporary headquarter for a period not exceling three months. In Such circumstances, travelling allowance IS Oil transfer shall not be admissible and the employee in

question shall draw only travelling allowance as on tour and daily allowance as authorised by the competent authority.

94. **Nature of allowance on transfer—**

Travelling allowance for journey on Transfer is meant to cover

(a) Cost of transportation of an employee and his family;

(b) expenditure incidental to the travelling of an employee and his family:

(c) Transportation cost of the personal effects of an employee and his family: and

(d) Cost of transportation of a conveyance of an employee, if specially permitted.

95. **Period during which travelling allowance admissible, etc.—**

(1) Travelling allowance shall be admissible to an employee in respect of all items of expenditure specified in regulation 95 within period earlier than one month of the date on which he made over charge of the old post and not later than six months of the date on which he took over charge of his new post.

(2) An employee may draw travelling allowance as admissible under these regulations for his spouse if he marries within six months of his transfer provided that spouse joins him within six months of his coming at new station.

(3) Travelling allowance may also be admissible in the case of other members of the family who follow hint within six months from the date of his taking over change in the new post or proceeds him by not more than one month from the date of his handing over charge of the old post.

96. **Entitlement of rail and steamer fare on transfer—**

(1) An employee is entitled to

(a) one fare for self and for each adult member of his family and one half fare for each child al the rates to which lie is entitled on tour :

(b) two extra fares for himself to cover miscellaneous and incidental expenses of the journey.

(2) Extra fares for incidental expenses for the purpose should be calculated on the basis of ordinary train or, as the cases may be, steamer fare irrespective of the train by which the journey actually performed.

97. **Advance to incur expenses of transfer—**

(1) Advances of pay to the extent of one month's salary and travelling allowance as deemed reasonable by the competent authority for journey of members of family and for transportation of personal effects y be drawn one month earlier than the actual commencement of journey on transfer by the employee concerned.

(2) The advance of pay shall be recovered in three installments from the pay of the employer after joining the new post.

(3) The other advances shall be adjusted within four months after completion of the journey.

98. **Personal effects—**

An employee is entitled to the cost of transportation of his personal effects not exceeding the following weights :

Grade of employee		Without family	With family.
First Grade	... ...	40 mounds	60 mounds
Second Grade	... ...	20 mounds	30 mounds
Third Grade	... ...	10 mounds	15 mounds
Fourth Grade	... ...	5 mounds	10 mounds

99. **Journey by road on transfer—**

(1) In case journey is performed by road on transfer, an employee is entitled to draw mileage allowance at twice the rate applicable to him.

(2) He may draw additional mileage allowance at the rate applicable to him if two members of his family company him and service of the rate if more than two members accompany him.

(3) For transportation of personal effects within the prescribed limit between places not connected by rail, an employee ninny draw

the actual cost of carriage as per rates applicable to Government employees from time to time.

100. **Family travelling allowance fur place oilier than place of posting, etc.—**

An employee who in consequence of his transfer or deputation on a course of training in which travelling allowance is admissible is obliged to send his family to a station other than his new headquarters or place of deputation, may draw travelling allowance for his family to that other station, subject to maximum which would have been admissible if the family had accompanied him to new headquarters or place of training or home, wherever is loss.

101. **Transit travelling allowance, etc.—**

(1) An employee appointed to a new post, while in transit from one place to another, is entitled to draw travelling allowance as on transfer.

(2) An employee who goes on leave after hic has handed over charge of his old post and before he has taken charge of his new post, is entitled, wheeler the order of transfer is received before or after the commencement of his leave, to travelling allowance on transfer from old station to his new post.

102. **Journeys to attend examination—**

An employee is entitled to draw travelling allowance for the journey to and from the place at which he appears for an examination approved by Commission subject to the conditions that the travelling allowance shall not be drawn more than twice for any particular examination.

103. **Journey on recall from leave**

When an employee compulsorily recalled to duty before the expiry of his leave, he is entitled to draw mileage allowance for the journey from the place at which the order of recall reaches him.

104. **Journey to appear as witness in court, etc.—**

(1) An employee summoned to give evidence in any civil or criminal case or to any other authority shall be untitled to travelling allowance as for a journey un tour provided he has not received any such allowance from any other authority or government.

(2) An employee, when officially deputed to attend a meeting. may draw travelling allowance is for journey on tour.

105. **Journey on medical ground—**

(1) An employee shall be entitled to travelling allowing for the journey to and from his headquarters if he or any members of his family fall ill in a place where there is no Government dispensary or authorised medical officer of the Commission.

(2) If the patient is too ill to travel, he shall be entitled to reimburse the travelling cost of the medical officer if the claim is accompanied by a certificate of the Medical Officer who attended the patient.

106. **Journey for family of deceased employee—**

The members of family of a deceased employee shall be entitled to

(a) actual travelling cost by the class of accommodation the deceased employee was entitled; and

(b) this transportation cost of personal effects not exceeding the quantity the employee was entitled up to the land of the employee.

107. **Journey for rest and recreation—**

The travelling allowance for journeys on rest and recreation leave may be admissible on Such terms and at such rates as are applicable to Government Servants.

CHAPTER IX

PENSION AND RETIREMENT BENEFITS, ETC.

108. **Pension and retirement benefits—**

(1) The provision of this Chapter shall be applicable to all employees for whom subscription to the contributory provident fund is compulsory and if they opt for these benefits and surrender the accumulation of the Commission's contribution to the accrued interest on the Commission's contribution in their provident fund

Count to the Commission.

(2) Option referred in this regulation once exercised shall be final.

(3) Employees joining Commission's service after these regulations come into force shall automatically be entitled to pension and retirement benefits under this Chapter.

(4 In lieu of the Commission's contribution to the provident fund account of the employees who opt for the pension and retirement benefits. The Commission shall pay pension to such employees.

109. **Pension—**

If an employee retires, resigns or is discharged after completing qualifying service of 10 years or more pension and retirement benefit shall be paid to him or, in case of his death, his family at the rates prescribed by the Government from time to time.

110. **Invalid pension—**

If any employee is disabled permanently due to bodily or mental infirmity while in the service of the Commission, he or, in case of his death, his family, shall be entitled to the usual gratuity or pension benefits per these regulations,

111. **Family pension—**

(1) In the event of death of an employee before retirement but after completion of completing service of 10 years or more his family will get the pension for a period of 10 years at the local rate of pension as per these regulations.

(2) In the event of the death of an employed after retirement, but before the expiry of 10 years after retirement, his family will be entitled to the benefit of pension is per regulations above for the unexpired portion of the period of 10 years counted from the date of retirement of the employee,

112. **Surrender of pension**

Every employee who has rendered qualifying service for a period of ten years or more and is eligible for a pension shall have the right to opt for a lump sum benefit according to the rates prescribed by the Government by surrounding up to a maximum of one-half of the

amount of the pension admissible to him under these regulations. Such option will he to be exercised by him in writing to the Commission at any time before he retires, and the lump sum benefit shall be paid to him on retirement or lo his family on his death before retirement.

113. **Definition of family—**

"family" for the purpose of pension and journey under these regulations means :

(a) spouse or spouses of the employee; and

(b) Children of the employee :

Provided that the Commission may, in special cases, accept any other person not falling under any of the above categories as a member of the family of an employee.

114. **Pension on dismissal—**

No pension shall be granted to an employee dismissed from service unless otherwise decided by Commission.

115. **Nomination—**

Every employee of the Commission entitled to pension and other benefits under these regulations shall be required to make a nomination to the Commission forthwith after promulgation of these regulations or on new appointment in the prescribed preform.

116. **Optional retirement—**

Every employee of the Commission entitled to pension shall have the right to retire after completing 25 years of qualifying Service:

Provided that the Commission may in any special case on the ground of essential service, require an employee to complete his service up to the age of superannuation.

117. **Payment—**

The payment of pension and other benefits under this Chapter will be made according to the procedure as may be prescribed by the Commission from time to time.

118. **General Provident Fund—**

The Commission shall establish a General (Non-contributor)

Provident Fund for its employers and frame rules for the operation of the said Fund. The contributions of the existing employees of the Commission who opt for pension and gratuity under these regulations in their Contributory Provident Fund Account and the accrued interest thereon shall be credited to their General (Non-contributory) provident Fund.

119. **Pension Fund—**

A pension and retirement benefit fund shall be created in the Commission from out of the accumulation of the Commission's contribution surrendered under these regulations and funds placed by the Commission from other sources as it deems fit.

SCHEDLE

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
1	Scientists Geologists/ Agriculturists. Chief Scientific Officer/ Chief Geologist.	45 years, relax able up to 50 years in exceptional cases	By Promotion on recommendation by Selection Board : Provided that direct recruitment may be made if candidates with exceptional merit and experience are available.	A minimum of 4 years outstanding service as P.S.O.P. Geologist.	Ph. D. in relevant subject with at last 9 years post-doctorate research experience.
2	Principal Scientific Officer/ Principal Geologist.	. Not exceeding 40 years relax able up to 45 years in exceptional cases	80% by promotion and 20% by direct recruitment on recommendation by Selection Board.	A minimum of 5 years satisfactory service as S.S.O./Sr. geologist or', equivalents of which atleast one year should have been spent in commission’s establishments. S. E. O. With M. Sc. degree shall also be eligible for promotion after he has served 5 years as such an if has no third class division in his a academic career.	Ph. D. in relevant subject plus I least 5 years post-Ph. D. research experience.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
3.	Senior Scientific Officer (SSO) Senior Geologist.	Not exceeding 35 years relax able up to 37 years in exceptional cases.	65% by promotion and 35% by direct recruitment on recommendation lay Selection Board.	A minimum of 4 year's satisfactory service as S. 0./Geologist of which at least one year should have spent in Commission's Establishment.	Ph. D. in relevant subject M.S. or M. Phil M. Ag. with at least 2 years, M.S/M. Phil M. Ag. experience. Or, M. Sc. /B. Ag. With three first class from S.S.C. onwards plus at least four years post-M.Sc. / B.Ag. research experience.
4.	Scientific Officer (S.O.)/Geologist	Not exceeding 28 years relax able up to 30 years in special cases.	By direct recruitment	....	M. Sc. with three first class from S.S.C. onwords. Or, B. Ag. with first class academic record from S.S.C.
5.	Senior Experimental Officer (S.E.O.)		By promotion on recommendation of Selection Board.	A minimum of 4 years, experience as E.O.	....

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
6.	Experimental Officer	Not exceeding 35 years, relax able up to 37 years in Special cases.	80% by promotion and 20%. by direct recruitment.	A minimum of 4 years' satisfactory service as J.E.O.	B. Sc. first division or class with a first division IT S. S. C. OD H. S. C. Plus minimum of 9 years' relevant experience.
7.	Junior Experimental Officer (J.E.0.)	Not exceeding 30 years, relax able up to 32 years in Special cases.	70% by promotion and 30% by direct recruitment	A minimum of 3 years' satisfactory service 25 Research Assistant.	B.Sc. first division or class with a first division in SSC. Or H.S.C. plus years' relevant experience.
8.	Research Assistant (R.A.)	Not exceeding 27 years.	By direct recruitment	....	B.Sc. 1st Division or Class with First Division in H.S.C. or S.S.C. or, B.Sc. 2nd Division or Class with 2 First Division in S.S.C. or H.S.C.
9.	Chief Engineer (C.E.)	45 years, years, relax able up to 50 years in exceptional cases.	By promotion on recommendation of Selection Board: Provided that direct recruitment may be may if candidates with exceptional merit and long experience are available.	A minimum of 4 years' outstanding service AS P.E. or Pr. Arch. Or as both	Ph.D. with 9 years or M.S. with 11 years' experience in the relevant field.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
10.	Principal Engineer (P.E.)/Principal Architect (Pr. Arch).	Not exceeding 40 years relax able up to 45 years in exceptional cases.	80% by promotion and 20% by direct recruitment on recommendation by Selection Board.	A minimum of 5 years' satisfactory service as S.E/Sr. Arch of which a least one year should have been spent in Commission's Establishment. Diploma (Civil/Mech./Electrical Engineering) holders in the rink of S.E. will be require to improve their qualification and put in a minimum of 5 years post-B.Sc. Engr. A.M. I.E./ equivalent service for promotion to his post.	Ph.D. in relevant subject plus at least 5 years post-Ph.D. practical experience. or, M.Sc. Engineering or its equivalent with :11 least 7 years post M.Sc. Eng./M. Arch. equivalent practical experience. or, A good academic record and degree in engineering/ M. Architecture plus experience of at least 10 years in the relevant field.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
11.	Senior Engineer (S.E.) Senior Architect (Sr. Arch)	35 years, relax able up to 37 years in exceptional cases.	65% by promotion and 35% by direct recruitment on recommendation by Selection Board	A minimum of 4 years' satisfactory service as Engineer Architect or equivalent of which at least one year should have been spent in Commission establishment Engineering Diploma holders will require 5 years of outstanding service as A.E. to be promoted to this post.	Ph.D. in relevant field. Or, M.Sc. Engg. M.Arch, or equivalent qualification with at least 2 years relevant experience. Or, B.Sc. Engg./B.Arch. or equivalent qualification with first class academic record from S.SC. onwards plus at least 4 years relevant experience
12.	Engineer/Architect	28 years, relax able up to 30 years in exceptional cases.	30% by promotion and 70% by direct recruitment.	A minimum of 3 years' satisfactory service as Junior Engineer.	B.Sc. Engineering with 1st Class Academic record from S.S.C. onwards.
13.	Junior Engineer	30 years relax able up to 32 years in special cases.	70% by promotion And 30% by direct recruitment.	A minimum of 3 years satisfactory service as Junior Sub-Asstt. Engineer.	First Class Diploma Engineering with good results in S.S.C.H.S.C. plus 4 years' relevant experience.
14.	Sub-Assistant Engineer (S.A.E.)	27 years	By direct recruitment	...	First Class Diploma in Engineering with good results in H.S.C./S.SC.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
15.	Chief Medical Officer (C.M.O.)	45 years, relax able up to 50 years in exceptional cases.	By promotion on the recommendation by Selection Board: Provided that direct recruitment may be made if candidates with exceptional merit and long experience are available.	A minimum of 4 years outstanding service as P.M.O. in the Commision	Ph.D. in Nuclear Medicine with 9 years' postdoctoral research experience or M.S. equivalent degree with 11 years' in the field.
1 6.	Principal Medical Officer (P.M.O.)	40 years, relax able up to 45 years in the exceptional	80% by promotion and 20% by direct recruitment on recommendation by Selection Board.	A minimum of 5 years satisfactory service as S.M.O, of which at least one year should have been spent in Commission's Establishment.	Medical graduates with at least 7 years' experience after obtaining a postgraduate degree/diploma in the relevant field.
17.	Senior Medical Officer (S.M.O.)	36 years, relax able up to 38 years in exceptional cases	65% by promotion and 35% by direct recruitment.	A minimum of 4 years satisfactory service as M.O. of which at least one year should have been spent in the Commission’s establishment.	Medical graduates with at least 2 years' experience after obtaining a post-graduate degree/ diploma in the relevant field.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
18.	Medical Officer (M.O)	29 years, relaxable up to 32 years in exceptional cases.	By direct recruitment.	...	M.B.B.S. securing at least 60% marks with first Division in H.S.C or S.S.C.
19.	Technical Officer/ Chief Scientific Assistant/ Chief Technical	...	By promotion	A minimum of 6 years satisfactory service as Principal Technician/ Principal Scientific Assistant/Technical Officer	...
20.	Assistant Technical Officer/Pr. Technician/ Pr. Scientific Assistant.	...	By promotion	A minimum of 5 years satisfactory service as Sr. Technician/Sr. Scientific Asstt. or as Technician Gr. I/ Scientific Assistant-I with 7 years experience.	...
21.	Senior Technician Senior Scientific Assistant.	...	Ditto	A minimum of 5 years satisfactory service as Technician-I/ Scientific Assistant-I	...
22.	Technician-1/ Scientific Asstt. I	25 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment.	A minimum of 4 years satisfactory service as Technician-II/Scientific Scientific Assistant-II Assistant-II.	H.S.C. (Science) or S.S.O. (Science) with trade certificate
23.	Technician-II/ Scientific Assistant-II	20 years	40% by promotion and 60% by direct recruitment.	A minimum of 3 year's satisfactory service as Lab. Attendant/ Technical Helper.	H.S.C. (Science) or S.S.C. (Science) with trade certificate from a recognised Institution Or, Trade certificate from a recognised institution and 4 years' relevant experience.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
24.	Lab. Attendant/ Technical Helper	18 years	By direct recruitment	...	S.S.C. (Science) or Trade Certificate from a recognized institution.
25.	Principal Librarian	45 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment on recommendation by Selection Board: Provided that direct recruitment may be made if candidates with exceptional merit and long experience are available,	A minimum of 5 years satisfactory service as Senior Librarian. Diploma holders in Libra of Sr. Librarian will be required to improve their qualification and Lot in a minimum of 5 years post M.A.-in Library Science service for promotion to this post.	First Class Master degree in Lib. Science having good academic record in other examinations with at least 13 years relevant experience.
26.	Senior Librarian	35 years	65% by promotion and 35% by direct recruit	(a) A minimum of 4 years, satisfactory ser vice as Librarian for First Class Master degree holders. (b) A minimum of 6 years satisfactory service as Librarian for Diploma	First Class Master's degree in Librarary Science having good academic record in other examinations with at least 7 years' relevant experience.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
27.	Librarian	30 years	25% by promotion and 75% by direct recruitment.	A minimum of 5 years satisfactory service as Asstt. Librarian.	First Class Master's degree in Library Science having good academic record in other examinations with at least 2 years' relevant experience
28.	Assistant Librarian	30 years	65% by promotion and 35% by direct recruitment.	A minimum of 4 years satisfactory service as Library Assistant.	First Class Diploma in Library Science having good academic record in other examinations with at least 3 years' relevant experience.
29.	Library Assistant	28 years	By direct recruitment.		First Class Diploma in Library science having good academic record in other examinations.
30.	Principal Scientific Information Officer (P.I.O)	45 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment on the recommendation by the Selection Board.	For promotion: A minimum of 5 years satisfactory service as Senior Scientific Information Officer. For direct recruitment : M.A./M.Sc. with foreign degree in information science with at least 11 years' experience in the field.	

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
31.	Senior Scientific Information Officer.	35 years	65% by promotion and 35% by direct recruitment on recommendation by Selection Board.	A minimum 16 years satisfactory service as Scientific information Officer.	M.A./M.Sc. with foreign qualification in information science with a least 7 years' relevant experience.
32.	Scientific Information Officer.	30 years	By direct recruitment		M.Sc. in Statistics/Physics/Mathematics/Chemistry having generally first class career with attitude for scientific information service.
33.	Principal Administrative Officer (P. A. O.).	45 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment.	A minimum of 5 years satisfactory service as S.A.O. with Masters degree. B.A. and equivalent degree holders in the rank of S.A.O. will be required to acquire Academic/professional / administrative degree/ Diploma/ Certificates and put in a minimum of 5 years satisfactory service after obtaining such qualification.	M. A./M. Sc./M. B. A. having good academic record in other examinations with at least 13 years relevant experience in Class-I service.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
34.	Senior Administrative Officer (S.A.O.)	40 years	65% by promotion and 35 % by direct recruitment.	A minimum of 6 years 1 outstanding service as Administrative Officer.	M. A./M. Sc./M. B. A. having good academic record in other examinations with at least 7 years relevant experience.
35.	Administrative Officer (A.O.)	35 years	75% by promotion and 25% by direct recruitment.	A minimum of 5 years Satisfactory service as Superintendent / Selection Grade Stenographer with Bachelor degree. Or, A minimum of 9 years satisfactory service as Assistant and Superintendent with Bachelor degree	M. A./M. Sc./M. B. A. having good academic record in other examinations with at least 2 years' relevant experience. Or, Graduate (minimum Second Class) with no Third Division in H.S.C. or S.S.C. and at least 10 years' Administrative experience.
36.	Principal Procurement Officer/Principal Stores Officer.	45 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment	A minimum of 5 years' satisfactory service 2 Sr. Procurement Officer/ Sr. Stores, Officer. Grade in the rank or Sr. Procurement Officer/ Sr. Stores Officer will be required to acquire relevant academic degree/diploma certificate and put in a minimum of 5 years satisfactory service after obtaining such qualifications.	Master's degree, preferably in Science having good academic record relevant experience in class-1 Service.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
37.	Senior Procurement Officer/Senior Stores	40 years	65% by promotion and 35% by direct recruitment.	(a) A minimum of 4 years satisfactory service as Stores Officer/Procurement Officer for first class Master's degree holders. (b) A minimum of additional 4 years out standing service as Stores Officer/Procurement Officer having below class.	Master Degree preferably in Science having good academic record with at least 6 years' relevant experience in Class-1 service.
38.	Stores Officer/ Procurement Officer.	35 years	50% by promotion and 50% by direct recruitment	A degree with a minimum of 5 years satisfactory service as Superintendent or minimum of 9 years' service as Assistant and Superintendent together.	A degree preferably in science having good academic record and professional experience for 12 years in Stores/ Procurement works.

ACCOUNTS

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
39.	Principal Accounts Officer (Pr. A/Cs. O).	45 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment.	A minimum of 5 years satisfactory service as Sr. Acs. Officer.	M. Com. in Finance/Accountancy having good academic record in other examination with at least 13 years relevant experience in Class-1 service. Commerce Graduates with professional qualification such as ACA, AICMA with at least 8 years relevant experience in senior Class-l service.
40.	Senior Accounts Officer (S.Ac.O.)	35 years	65% by promotion and 35% by direct recruitment.	(a) A minimum of 4 years satisfactory for first class Master's degree holders in Finance /Accountancy and for C.A. (Inter) and ICMA (Inter) (b) A minimum of 6 years outstanding service as Ac. O. for Commerce Graduate.	M Com. in Finance Accountancy having good academic record in other examination with at least 7 years' relevant experience in Class-1 service. Or, Commerce graduate with professional qualifications such as CA (Inter) or ICMS (Inter) with 7 years' experience as Class-1 Officer

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
41.	Accounts Officer (Ac.O.).	30 years	50% by promotion and 50% by direct recruitment.	A minimum of 5 years satisfactory service as Accountant. Or, A minimum of 9 years satisfactory service as Accounts Assistant and Accountant.	M. Com. in Finance/ Accountancy having good academic record in other examination with at least 2 years' relevant experience. Or, Commerce Graduates (Minimum Second class) with good academic record in H.S.C. or S.S.C. and at least 10 years' experience in Accounting work. Or,
42.	Superintendent/ Accountant.	32 years	By promotion	A minimum of 4 years satisfactory service as Assistant or in equivalent capacity.	Graduate with S. A. S. passed having 8 years experience.
43.	Assistant	26 years	80% by promotion and 20% by direct recruitment.	A minimum of 4 years satisfactory service as Jr. Assistant.	Second Class/ Division Science Graduate.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
44.	Stores Assistant	26 years	Ditto	A minimum of 4 years satisfactory service as Jr. Assistant.	Second Class/Division Commerce Graduate.
45.	Accounts Assistant	26 years	Ditto	A minimum of 4 years satisfactory service as Jr. Accounts Assistant.	Second Class/Division Commerce Graduate.
46.	Junior Assistant	22 years	Ditto	A minimum of 3 years satisfactory service as Typist in the relevant branch.	H.S.C. Second Division with a minimum typing speed of 30 w.p.m. in English and 20 w.p.m. in Bengali.
47.	Jr. Accounts Assistant	22 years	0% by promotion and 20% by direct recruitment.	A minimum of 3 years satisfactory service as Typist in the relevant branch	H.S.C. (Commerce) Second Division with minimum typing speed of 30 w.p.m. in English and 20 w.p.m. in Bengali.
48.	Jr. Stores Assistant	22 years	Ditto	Ditto	H.S.C. (Science) Second Division with minimum speed of 30 w.p.m. English and 20 w.p.m. in Bengali.
49.	Typist	20 years	By direct recruitment	...	S.S.C. with a minimum typing speed of 30 w.p.m. in English and 20 w. p. m. in Bengali.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
50.	Selection Grade Stenographer.	...	By promotion	A minimum of 5 years outstanding service as Stenographer.	...
51.	Stenographer	30 years	75 % by promotion and 25% by direct recruitment.	A minimum of 6 years satisfactory service as Steno-typist and attainment of a minimum speed of 100 and 40 w.p.m. in shorthand and type writing respectively.	H.S.C. with minimum speed of 100 and 40 and type writing respectively.
52.	Steno-typist	25 years	By direct recruitment	...	S.S.C. with a minimum speed of 80 and 30 w.p.m. in shorthand and type writing respectively.
SECURETY					
53.	Pricipal Security Officer,	...	By promotion	A minimum of 5 years satisfactory service as Sr. Security Officer.	
54.	Senior Security Officer.	45 years	By promotion or by direct recruitment.	A minimum of 4 years' outstanding service as Security Officer.	Ex-Defense Officer with adequate experience in the safe-guarding of a Security installation.
55.	Security Officer	40 years	50% by promotion and 50% by direct recruitment.	A minimum of 5 years satisfactory service as Asstt. Security Officer.	Ex-Army personnel (not J.C.O.) with at least three years' experience in a security installation.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
56.	Asstt. Security Officer	Do	Ditto	S.S.C. with minimum of 6 years satisfactory service as Sr. Security Supervisor.	Ex-Army personnel not below the rank of J. C.O.. with adequate experience in installation of security work.
57.	Sr. Security Supervisor	Do	Ditto	A minimum of 5 years satisfactory service as Sr. Security Attendant.	Ex-Army personnel, not below the rank of N. C.O. and trained in security work.
58.	Security Supervisor	Do	Ditto	A minimum of 7 years Sr. Security Attendant.	S.S.C. or equivalent educational qualification in the Army having at least 3 years' security experience.
59.	Senior Security Attendent	Do	Ditto	A minimum in of 5 years satisfactory Service as Security Attendant.	Ex-Defense trained in personnel trained in security work.
60.	Security Attendent	35 years	By direct recruitment	...	Ex-Defense personnel having experience Security work.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
61.	Junior Horticulturist	40 years	By promotion or By direct recruitment.	(a) Agricultural Diploma holders with minimum of 4 years outstanding Service as senior Garden super (b) S.S.C. with 6 years outstanding service as Senior Garden supervisor for non-Diploma holders.	Agricultural Diploma with minimum of 4 years' sorry capacity in Horticulture.
62.	Senior Garden Supervisor	40 years	70% by promotion and 30% by direct recruitment	Minimum of 3 years satisfactory service as Garden Supervisor.	Agricultural Diploma or read up to Class VIII and having a minimum of 15 years' gardening experience.
63.	Garden Supervisor	35 years	Ditto.	Minimum of 5 years satisfactory service as Sr. Garden Attdt.	Read up to Class VIII and having a minimum of 10 years' gardening experience.
64.	Sr. Garden Attendant	...	By promotion	Minimum of 5 years satisfactory service as Garden Attdt. I.	...

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
65.	Garden Attendant-I	22 years	By promotion or by direct recruitment.	Minimum of 5 years satisfactory service as Garden Attdt. II.	Read up to Class VI and having experience in Gardening.
66.	Garden Attendant-II	22 years	By direct recruitment	...	Read up to Class-VI and having experience in Gardening.
67.	Senior Sanitary Supervisor.	22 years	By promotion	Minimum of 6 years' satisfactory service as Sanitary Supervisor.	...
68.	Sanitary Supervisor.	22 years	Ditto.	Minimum of 5 years satisfactory service as Sanitary Attendant.	...
69.	Sr. Sanitary Attendant.	22 years	Ditto.	Minimum of 5 years satisfactory service as Sanitary Attendant-I	...
70.	Sanitary Attendant-I.	22 years	Ditto.	Minimum of 5 years satisfactory service as Sanitary Attendant-II .	Read up to Class-VIII.
71.	Sanitary Attendant-II.		By direct recruitment		
OTHER OFFICE HANDS					
72.	Senior Daftary	22 years	By promotion	Minimum of 5 years satisfactory service as Datary.	

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
73.	Daftary	22 years	Ditto.	Minimum of 5 years' satisfactory service as Senior General Attendant.	...
74.	Sr. General Attendant	...	By promotion	Minimum of 5 years satisfactory service as General Attendant-I.	...
75.	General Attendant-I	...	Ditto.	Minimum of 5 years satisfactory service as General Attendant-II.	...
76.	General Attendant-II	22 years	By direct recruitment	...	Read up to Class-VIII
TRANSPORT:					
77.	Transport Supervisor.	40 years	70% by promotion and 30% by direct.	S.S.C. with : minimum of 5 years' outstanding service as Driver Cum-Mechanic.	Polytechnic Diploma in Automobile Engineering or equivalent with 2 minimum of 4 years' post-diploma practical experience.
78.	Sr. Driver-cum-Mechanic	35 years	Ditto.	A minimum of 5 years' satisfactory service as senior driver.	Certificate of passing auto mechanic course from recognised institute with a driving license for light and practical experience of at least 4 years.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
					Or, A minimum of 10 years' experience 4 Auto mechanic in 1 reputable workshop with a driving license for light and heavy vehicles.
79.	Senior Driver	...	By promotion.	A minimum of 5 years' satisfactory service as driver.	..
80.	Driver	25 years	80% by direct recruitment and 20% by promotion.	A minimum of 3 years satisfactory service as Driver's Mate and holders of a driving license for vehicles.	Holders of driver license 'for light and heavy vehicle with practical mechanical vehicles for at least 3 years.
81.	Driver's Mate	25 years	By direct recruitment	...	Holders of a driving license with adequate knowledge of motor parts.
82.	Cleaner	25 years	Ditto		A minimum of 2 years' experience in cleaning motor vehicles.
KITCHEN STAFF					
83.	Head Cook	40 years	By promotion of senior Cook or if no suitable person is available for promotion by direct recruitment	5 years Services as Sr. Cook	7 years satisfactory service in Cooking.

Sl. No.	Name of the specified post.	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification	
				For promotees	For direct recruitment
1	2	3	4	5	6
84.	Senior Cook	30 years	50%by direct recruit By direct recruitment	5 years' satisfactory service as Cook	7 years’ experience, Cook
85.	Cook	20 years	By direct recruitment		Experience in Cooking

By order of the
Bangladesh Atomic Energy Commission

M. Karim
Secretary
Bangladesh Atomic Energy Commission

Printed by Khandker Obaidul Muqtader, Deputy Controller, Bangladesh Government Press, Dhaka
Published by Md. Abdul Matin Sirker, Deputy Controller, Bangladesh Forms and Publications Office, Tejgaon, Dhaka

Extraordinary Published by Authority

TUESDAY, FEBRUARY 27, 1973

PART IIIA-Ordinances and Orders promulgated by the President of the People's Republic of Bangladesh

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

NOTIFICATION

No. 127-Pub.--27th February, 1973—The following Order made by the President, on the advice of the Prime Minister, of the People's Republic of Bangladesh on the 26th February, 1973, is hereby published for general information:

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

President's Order No. 15 of 1973

THE BANGLADESH ATOMIC ENERGY COMMISSION ORDER, 1973

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment of an Atomic Energy Commission for the promotion of the peaceful uses of atomic energy in Bangladesh, the discharge of International obligations connected therewith the undertaking of research, the execution of development projects involving nuclear power stations and matters incidental thereto;

Now, THEREFORE, in pursuance of paragraph 3 of the Fourth Schedule to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order:

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Atomic Energy Commission Order, 1973.

   (2 It extends to the whole of Bangladesh.

   (3) It shall come into force at once.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context—

   (a) "Atomic energy" means the energy or ionizing radiations released in any process which involves transformation of, or reaction between atomic nuclei and includes energy liberated as a result of the fission of special nuclear material or fusion of atomic nuclei;

   (b) "Chairman" means the Chairman of the Commission;

   (C) "Commission" means the Bangladesh Atomic Energy Commission established by this Order;

   (d) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;

(e) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Order;

(f) "special nuclear material" means plutonium 239, uranium 235 or uranium 233 or any other material which the Commission determines to be capable of releasing energy through fission and fusion.

3. (1) On the commencement of this Order, there shall be established a Commission to be called the Bangladesh Atomic Energy Commission for carrying out the purposes of this Order.

(2) The Commission shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Order, to acquire and hold property, both movable and immovable, and shall by its name sue and be sued.

(3) The Head Office of the Commission shall be at Dacca.

4. (1) The Commission shall consist of one Chairman and not more than four full-time Members to be appointed by the Government from amongst notable persons in the field of science and technology. on such terms and conditions as the Government may decide.

(2) There shall be an Advisory Committee to advise the Commission and assist it in its work in any manner the Commission may decide, which Committee shall consist of the Chairman and the full-time members of the Commission as well as not more than five part-time members, to be appointed by the Government. The part-time members will be selected from amongst the engineers, scientists, doctors, teachers and other professionals in the employ of the Commission. the universities and the research institutions in science and technology,

(3) The Chairman and other members shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed or as may be assigned to them by the Commission or the Government from time to time. The Chairman will be the Chief Executive Officer of the Commission.

(4) The Commission shall have a full-time Financial Adviser and a full-time Secretary to be appointed by the Government.

5. (1) A member of the Commission shall hold office for a period of three years from the date of his appointment and shall be eligible for re-appointment for such further period or periods, not exceeding three years at any time, as the Government may decide:

Provided that no member shall hold office for more than two consecutive terms, unless under special circumstances, to be decided by the Government, where the services of a member is expressly desired in the interest of Nuclear Science.

(2) A person appointed to be a member of the Commission may at any time resign his office by letter addressed to the Chairman:

Provided that no resignation shall take effect until it has been accepted by the Government.

(3) A vacancy caused by resignation or any other reason shall be filled by appointment of a person qualified to fill such vacancy.

(4) The Government at any time terminate the appointment of the Chairman or any other member of the Commission without assigning any reason.

(5) No act or proceeding of the Commission shall be invalid merely on the ground of the existence of a vacancy in, or defect in the constitution of the Commission.

6. (1) The functions of the Commission shall be to do all acts and things including research work, necessary for the promotion of the peaceful uses of atomic energy in the fields of agriculture, medicine, industry, development of related technology and electronic equipment and appliances, and for the execution of development projects involving nuclear power stations and the generation of electric power thereat, and to carry out space and upper atmosphere research.

(2) The Commission may, on behalf and with the approval of the Government, perform such other functions relating to the peaceful uses of atomic energy and space and upper atmosphere research, and on such terms and conditions, as may be agreed upon between the Commission and the Government.

(3) In the performance of its functions, the Commission shall be guided on questions of policy by the instructions, if any, given to it by the Government which shall be the sole judge as to whether a question is a question of policy.

(4) The Commission shall, in order to carry out any functions under clause (1) or clause (2)—

(a) prepare and submit, for the approval of the Government, proposals. schemes or projects in such form as may be indicated by the Government;

(b) proceed to give effect to a proposal, scheme or project as approved by the Government.

7. (1) The Commission shall meet at such time and place and in such manner as may be prescribed:

Provided that meeting may also be convened by the Chairman when he so thinks fit;

(2) At a meeting of the Commission each member shall have one vote, and in the event of equality of votes, the Chairman shall have a casting or second vote;

(3) If for any reason the Chairman is unable to be present at a meeting, a member authorised by the Chairman shall preside over the meeting;

(4) Until the rules are framed in this behalf, fifty percent of the members appointed for the Commission shall form a quorum at a meeting of the Commission.

8. (1) The funds of the Commission shall commission of:

(a) funds of the former Atomic Energy Commission existing in Bangladesh which stand transferred to the Commission;

(b) grants from the Government;

(c) donations and endowments;

(d) income from investments and royalties;

(e) receipts of the commission from such other sources as may be approved by the Commission; and

(f) funds and assets of the former Space and Upper Atmosphere Research Committee existing in Bangladesh.

(2) The Commission may open a deposit account with any bank or banks.

(3) The accounts of the Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of Bangladesh, and shall be maintained, and presented for audit, in such form and manner, as may be prescribed.

9. The Commission shall, by such date in each year as may be prescribed, submit to the Government for approval, a budget in the prescribed form for each financial year, showing the estimated receipts and expenditures and the sums which are likely to be required from the Government during that financial year.

10. The Commission may, by general or special order in writing, direct that such of its powers shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by the Chairman or by such member or officer of the Commission as may be so specified.

11. (1) The Commission may, subject to such general or special orders as the Government may give it from time to time, appoint officers, consultants, advisers and employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions on such terms and conditions as it may deem fit.

(2) The Government may direct the Commission to dispense with the services of any officer or employees, and when so directed, the Commission shall dispense with his service.

(3) The Commission, subject to approval of the Government, and in accordance with the general or specific standing orders of the Government shall prescribe the procedure for appointments, terms and conditions of services of its officers and other employees and shall be competent to take disciplinary action against them.

(4) The Commission may, by general or specific orders, delegate to .to Chairman, members and officers of the Commission, any of its powers, duties and functions under this order, subject to such conditions and limitations as it may think fit to impose.

12. (1) The Chairman, members, officers and other employees of the Commission shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Order shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Penal Code, 1860.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall be against the Commission, Le Chairman, members or officers and other employees of the Commission in respect of anything done or intended to be done, io good faith, under this Order.

13. The Commission may, subject to the prior approval of the Government co-operate with any foreign national authority or international organisation, in respect of the peaceful uses of atomic energy and space and upper atmosphere research, pursuant to the express terms and conditions of any programme or agreement for co-operation, to which such authority or organisation is a party or pursuant to any other international arrangement made after the commencement of this Order.

14. The Commission shall submit to the Government at such time and at such intervals as the Government may specify

(a) such periodical report and summaries as may be required by the Government;

(b) annual reports on the Head Office and the different research centers, power stations and projects;

(c) such periodical returns, accounts statements, and statistics as may be required by the Government;

(d) information and comments asked for by the Government on any specific point;

(e) copies of the document required by the Government; original documents required by the Government for examination or for any other purpose.

15 The Government may, from time to time, issue to the Commission such directives and orders as it may consider necessary for carrying out the purposes of this Order and the Commission shall follow and carry out such directives and order.

16. All rights relating to discoveries and inventions and any improvements in materials, methods, processes, apparatus or equipment made by any officer or employee of the Commission, in the course of his employment, shall vest in the Commission.

17. Every member, adviser, consultant, officer or other employee of the Commission shall make such declaration of fidelity and secrecy as may be prescribed.

18. (1) The Government may, make rules to carry out the purposes of this Order.

(2) All rules and regulations made under this Article shall be published in the official gazette and shall come into force on such publication.

19. The Commission may, with the previous approval of the Government wake such regulations, not consistent with the provisions of this Order or the rules made thereunder, to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Order.

20. All rules, regulations, and bye-laws of the former Atomic Energy Commission established under the Atomic Energy Commission Ordinance. 1965 (Ord. No. XVII of 1965) and the former Space and Upper Atmosphere Research Committee, and in force immediately before the commencement of this, Order. shall, *mutatis mutandis*, and so far as they are not inconsistent with any of the provisions of this Order, continue in force until repealed or altered by rules or regulations made under this Order.

21. No provision of law relating to the winding up of bodies corporate shall apply to the Commission, and the Commission shall not be wound up except by order of the Government, and in such manner as the Government may direct.

22. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any memorandum or articles of association, deed of other instrument, on the commencement of this Order.

(a) all assets of the former Atomic Energy Commission established under the Atomic Energy Commission Ordinance, 1965 (Ord. No. XVII of 1965); hereafter referred to the said Commission, and of the former Space and Upper Atmosphere Research Committee, hereinafter referred to as the said Committee, in Bangladesh shall stand transferred to, and vested in the Commission.

Explanation-The expression "assets includes all rights, powers, authorities and privileges, all property, movable and immovable, including lands. buildings, cash balances, bank deposits, reserve funds, investments and all other rights and interests in, or arising out of such property and all hooks of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto;

(b) all debts and liabilities incurred, all obligations undertaken, all contracts entered into and all agreements made in Bangladesh by or with the said Commission or the said Committee shall, unless the Government otherwise directs, stand transferred to, and be deemed to have been incurred, undertaken, entered into or made by or with, the Commission;

(c) all officers and other employees now serving in the Atomic Energy Commission in Bangladesh shall continue to serve in the Commission on such terms and conditions as may be determined by the Government or, until so determined, on the same terms and conditions. were applicable to them immediately before the promulgation of this Order, subject to the provisions relating to pay and allowances in the Bangladesh Government and Semi-Autonomous Organisations (Regulation of Salary of Employees) Order, 1972 (P.O. No, 79 of 1972), so long as the said Order remains in force;

(d) all suits or other legal proceedings instituted by or against the said Committee in Bangladesh before the commencement of this Order shall, unless the Government otherwise directs be deemed to have been instituted by or against the Commission and may be continued or proceeded with accordingly.

23. The Atomic Energy Commission Ordinance, 1965 (Ord. No. XVII of 1965), is hereby repealed.

DACCA;
The 26th February, 1973.

ABU SAYEED CHOWDHURY
President of the People's Republlo of Bangladesh.

N. AHMAD
Joint Secretary.

Printed by Published by A. R. Siddiqul, Special Officer, Bangladesh Government Press, Dacca.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক জাতীয় নীতি, ২০১৯

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩১, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ কার্তিক ১৪২৬/২২ অক্টোবর ২০১৯

নং ৩৯.০০.০০০০.০১৯.০৬.০০৭.১১(২)-৩৩৭-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনাসহ গবেষণা চুল্লি, চিকিৎসা, শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় "তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক জাতীয় নীতি-২০১৯", এবং "National Policy for the Management of Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel-2019 নীতিমালাটি অনুমোদিত হয়েছে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুরাইয়া আখতার জাহান

উপসচিব।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩১, ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত]

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক জাতীয় নীতি, ২০১৯

১. **ভূমিকা (Introduction)**—

এই নীতি-নির্ধারক দলিলে বাংলাদেশের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির টেকসই ও সফল বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই নীতির উদ্দেশ্য অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎস (Disused Sealed Radioactive Source-DSRS), ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি (Sepnt Nuclear Fuel-SNF) ও প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ (Naturally Occurring Radioactive Material NORM) সকল প্রকার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (Radioactive Waste-RW) যা বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে উৎপাদিত হবে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২. **উদ্দেশ্য (Objective)**—

এই জাতীয় নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি, অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিরাপদ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রয়োজনসীমা এমনভাবে নির্ধারণ করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর কোন প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত দায় না চাপিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানব-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখাসহ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় :

২.১. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারিগরি সহযোগিতাসহ জাতীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় উচ্চমাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তা অব্যাহত রাখা;

২.২. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপরীতে কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে নিশ্চিত করা যাতে ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশ বর্তমান এবং ভবিষ্যতে আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের (Ionizing radiation) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্যের প্রশ্নে কোনো প্রকার আপস না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা মিটানো নিশ্চিত করা;

২.৩. 'অপারেশন চলাকালীন' (during operation) এবং 'অপারেশন সময়কাল শেষ হওয়ার পর' (after closure) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও প্রহরা নিশ্চিত করা;

২.৪. 'অপারেশন চলাকালীন (during operation) ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি অন্তর্বর্তীকালীন সংরক্ষণ স্থাপনার (storage facility) নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও প্রহরা নিশ্চিত করা;

২.৫. প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি অবকাঠামোগত পদক্ষেপসমূহের দায় ও পরিবৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের মাধ্যমে নিরাপদ, সুরক্ষিত, টেকসই ও ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায়ে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

২.৬. প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি অবকাঠামোগত পদক্ষেপসমূহের দায় ও পরিবৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের মাধ্যমে নিরাপদ, সুরক্ষিত, টেকসই ও ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায়ে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

২.৭. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির নিরাপদ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনের মুহূর্তে পর্যাপ্ত আর্থিক, কারিগরি এবং মানবসম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

২.৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

২.৯. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় জনআস্থা অর্জন, তা বজায় রাখা এবং পরিবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৩. **কর্ম-পরিসর (Scope)—**

এই নীতি বাংলাদেশে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিরাপদ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নির্ধারণ করার লক্ষ্যে প্রণীত। বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত তেজস্ক্রিয় (radiological) ও পারমাণবিক (nuclear) কর্মকাণ্ডের অপারেশন এবং ডিকমিশনিং পর্যায়ে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদিত হবে, তবে কেবল এগুলোর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয় :

৩.১. গবেষণা চুল্লি (Research Reactor, RR) এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (Nuclear Power Plant, NPP) অপারেশন;

৩.২. চিকিৎসা, শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার;

৩.৩. পারমাণবিক জ্বালানিচক্র অথবা তার অংশবিশেষের (nuclear fuel cycle or part thereof) আওতার মধ্যে অন্যান্য স্থাপনা ও প্রক্রিয়াসমূহের অপারেশন;

৩.৪. উপরোল্লিখিত যে কোনো কার্যক্রমের ফলে (উপরোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহের ডিকমিশনিং পর্যায়সমূহসহ) উদ্ভূত পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব প্রশমন এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধার কর্মসূচি;

৩.৫. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, সার (ফসফেট) কারখানা, খনিজ-বালি অনুসন্ধান, কয়লা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, খনিজ ধাতু উত্তোলন ও বিগলন, পুনঃব্যবহার প্রক্রিয়া প্রভৃতি কার্যক্রম; এবং

৩.৬. গবেষণা চুল্লি, পারমাণবিক শক্তি স্থাপনা এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় ও পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের ডিকমিশনিং।

৪. **আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা—**

বাংলাদেশের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নীতির উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সি (IAEA) -এর Code of conduct, guidelines, মৌলিক নিরাপত্তা নীতিমালা (মৌলিক নিরাপত্তা নীতিমালা নম্বর SF-1) এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক নীতি ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে :

- পারমাণবিক দুর্ঘটনা অথবা জরুরি তেজস্ক্রিয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সহায়তানীতি (Convention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or Radiological Emergency)
- পারমাণবিক নিরাপত্তা নীতিমালা (Convention on Nuclear Safety)
- ব্যাপক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ ট্রিটি অর্গানাইজেশন (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) চুক্তি/সন্ধিপত্র পারমাণবিক পদার্থের ভৌত সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নীতি (Convention on Physical Protection of Nuclear Material)
- পারমাণবিক সন্ত্রাস দমন আইনের আন্তর্জাতিক নীতি (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)
- পারমাণবিক দুর্ঘটনার দ্রুত প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতি(Convention on Early Notification of a Nuclear Accident)
- পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি (Nuclear Non-Proliferation Treaty)
- সুরক্ষা চুক্তির অতিরিক্ত খসড়া (প্রটোকল) (Additional Protocol to Safeguards Agreement)
- আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সি (IAEA) কর্তৃক কারিগরি সহায়তা সুযোগ সংক্রান্ত Syato Bros (Supplementary Agreement of Provision of Technical Assistance by the IAEA)

৫. **জাতীয় বাধ্যবাধকতা—**

নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে এই জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রবর্তন ও তার কার্যকরকরণে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ :

৫.১. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ এবং তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তার মাত্রা (volume and activity) বিবেচনায় উভয় দিক থেকে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদন সীমিত রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পুনঃব্যবহার এবং/অথবা পুনঃচক্রায়নের বিষয়টিকে তেজস্ক্রিয় সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানদণ্ড প্রতিপালন সাপেক্ষে বিবেচনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

৫.২. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি আমদানি করা যাবে না;

৫.৩. নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি, জ্বালানি সরবরাহকারীর নিকট ফেরত পাঠানোর বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৫.৪. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-১৯৯৭ এবং আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক নিষ্কৃত বর্জ্য (exempted waste) ব্যতীত সকল প্রকার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য যথাযথভাবে লাইসেন্সকৃত নির্দিষ্ট স্থাপনায় নিষ্পত্তিকরণই (disposal in dedicated facilities) হবে নিরাপদ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত শেষ-বিন্দু (End point);

৫.৫. স্ব-স্থানে নিষ্করণ (In-situ disposition) ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত শেষ-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হবে;

৫.৬. তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের প্রাক-নিষ্পত্তিকরণ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়সমূহ এবং প্রত্যাশিত নিষ্পত্তিকরণ উপায়ের (anticipated disposal option) ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়গুলি যথোপযুক্তভাবে বিবেচনায় নিতে হবে;

৫.৭. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-১৯৯৭, আইএইএ সিস্টেম (the IAEA System) এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য শ্রেণিকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৫.৮. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাবলির উপর যথোচিত গুরুত্ব প্রদান সাপেক্ষে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি-সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার থাকবে।

৬. **সংজ্ঞা—**

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ এবং IAEA-এর মানদণ্ড (IAEA standards) মোতাবেক বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞাসমূহ প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অনুসরণ করবে—

৬.১. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য :—

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য হচ্ছে এমন কোনো পদার্থ, যার ভৌত অবস্থা যাই হোক না কেন, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বা চর্চা হতে উদ্ভূত এবং যার পরবর্তী ব্যবহার পূর্ব জ্ঞাত নয়, এবং

ক. যা তেজস্ক্রিয় পদার্থ অথবা তা দ্বারা দূষিত এবং যাদের সক্রিয়তা বা সক্রিয়তার গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণমূলক চাহিদায় ছাড়করণের মাত্রার চাইতে অধিক (above the regulatory exemption limit)।

খ. যার বিকিরণ সম্পাত প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণমূলক মাত্রার নিম্নে থাকবে; (under applicable regulatory control)।

৬.২. **মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য/উৎস (Ownerless/Orphan Radioactive Waste/Source) :** মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য/উৎস হচ্ছে সেই সব তেজস্ক্রিয় বর্জ্য/উৎস যেখানে উৎপাদক/মালিক বিদ্যমান নেই অথবা যেগুলোর মালিকানা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে শনাক্ত করা যায় না অথবা যেসব বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় সঙ্গতি নেই।

৬.৩. **ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি :** ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি হচ্ছে সে ধরনের জ্বালানি যা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরের কোর থেকে ইরেডিয়েটেড (After irradiation) হওয়ার পর স্থায়ীভাবে অপসারিত হয়েছে এবং যা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ব্যতীত কোনো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে এ ব্যবহার করা হবে না। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সর্বশেষ নির্দেশিকায় (Guidelines) উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুসরণ করবে।

৭. **দায়িত্ব বন্টন**—

এই নীতি তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব বন্টন করবে।

৭.১. **সরকার**

বাংলাদেশ সরকার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত দায়িত্ব পালন করবে।

এছাড়াও সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে :

৭.১.১. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৭.১.২. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় বিধানাবলি প্রণয়ন (Developing national provisions) এবং প্রয়োজনীয় আইনি ও নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা যার ভিত্তিতে নিরাপদ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহকারী দেশের সঙ্গে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ফেরত পাঠানো এবং এর ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়ন পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তিপত্র স্বাক্ষর;

৭.১.৩. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড এবং স্থাপনার লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি দায়িত্বশীল পদ্ধতি প্রবর্তন;

৭.১.৪. নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ফেরত সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তি প্রণয়নের কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.১.৫. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য Guidelines প্রণয়ন;

৭.১.৬. নীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সম্পদের প্রাপ্যতা (মানবসম্পদ, আর্থিক এবং কারিগরি) নিশ্চিতকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ;

৭.১.৭. তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাসময়ে জাতীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC) প্রতিষ্ঠা;

৭.১.৮. নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, ভৌত সুরক্ষা এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের স্থাপনাস্থল-স্থিত সংরক্ষণ-স্থাপনা (on-site radioactive waste storage facility) এবং ব্যবহৃত জ্বালানির স্থাপনাস্থল-স্থিত শীতলীকরণ এবং সংরক্ষণ পুলের (on-site cooling and storage pool) সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৭.১.৯. দেশের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনাকালে পানি, জীববৈচিত্র্য, মাটি, শস্য এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.১.১০. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থানের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি (mechanism) প্রতিষ্ঠা;

৭.১.১১. মালিকানাবিহীন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (ownerless radioactive waste), পরিত্যক্ত উৎস (orphan source) এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয়তা দূষিত এলাকা (radiologically contaminated legacy sites) ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থসহযোগিতা প্রদান।

৭.২ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)/অঙ্গসংস্থা/BAEC কর্তৃক মনোনীত কোম্পানি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)/অঙ্গসংস্থা/BAEC কর্তৃক মনোনীত কোম্পানি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে :

৭.২.১. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ কর্মপরিকল্পনা হতে হবে নিরাপদ, টেকসই, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং জাতীয় আইন ও বিধিমালা, বাংলাদেশের ভূমিসীমায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ নির্মাণ সম্পর্কিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক চুক্তি এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা ও প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত সহযোগিতামূলক আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৭.২.২. ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির কারিগরি সংরক্ষণ, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ থেকে উদ্ভূত পদার্থ পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহকারী দেশের বৈধ সংস্থার নিকট ফেরত পাঠানো নিশ্চিতকরণ;

৭.২.৩. যেসব তেজস্ক্রিয় বর্জ্য যার ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দায় নেই, তা জাতীয় আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যবস্থাপনা করা;

৭.২.৪. তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনায় সব অংশীজনদের (stakeholders) অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করা;

৭.২.৫. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও রীতিনীতির (agreements and conventions) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় অঙ্গীকার পূরণ করা;

৭.২.৬. বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণ (disposal) কৌশল ও রূপরেখা প্রণয়ন এবং বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণ স্থাপনার নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও পরিচালনা।

৭.৩ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BAERA)

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BAERA) নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে :

৭.৩.১. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ;

৭.৩.২. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

৭.৩.৩. প্রযুক্তিগত সংরক্ষণ (technological storage), পরিবহন এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে কর্তৃত্ব/লাইসেন্স প্রদান;

৭.৩.৪. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এবং অন্যান্য জাতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইসব আইন/নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যার জন্য BAERA দায়বদ্ধ এবং রেগুলেটরি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এসবের যথার্থতা;

৭.৩.৫. প্রয়োজনীয় মানদণ্ড ও তেজস্ক্রিয় সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণ নির্ণায়ক (criteria) নির্ধারণ করা;

৭.৩.৬. নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির জাহাজীকরণ, পরিবহন এবং রপ্তানি সব ক্ষেত্রেই প্যাকেজিং (packaging) নিয়ন্ত্রণ;

৭.৩.৭. নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের পারমাণবিক জ্বালানি ও ব্যবহৃত জ্বালানি সংরক্ষণ এবং পরিবহনের নিরাপত্তাবিধির নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন।

৭.৪ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদনকারী

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদনকারী :

৭.৪.১. তাদের উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি দূষণ করবে যে টাকা দেবে সে নীতি'তে (Polluter Pay's Principle) ব্যবস্থাপনার আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করবে।

৭.৪.২. তাদের উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমিত রাখা;

৭.৪.৩. আন্তর্জাতিক মান ও নকশা দলিলের (design documents) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং চুক্তি অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের প্যাকেজ তৈরিকরণ যা অবশ্যই বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যবেক্ষিত এবং অনুমোদিত;

৭.৪.৪. ক্রটিপূর্ণ জ্বালানি এ্যাসেম্বলি (fuel assemblies) সিল করা বাক্সে (sealed casks) সংরক্ষণসহ পরমাণু চুল্লির কোর (reacator core) তার পরিচালন সময়কালে যে কোনো সময় আনলোড করতে হতে পারে এমন সম্ভাবনা বিবেচনা রেখে ব্যবহৃত জ্বালানি সংরক্ষণ স্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণ যাতে কমপক্ষে দশ বছরের ব্যবহৃত জ্বালানি সংরক্ষণ করা যায়।

৭.৫ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহের অপারেটরবৃন্দ

৭.৫.১. জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ স্থাপনা নির্মাণ;

৭.৫.২. যতদিন পর্যন্ত বর্জ্যসমূহ তাদের স্থাপনা এলাকার মধ্যে সংরক্ষিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন।

৭.৬ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC)

৭.৬.১. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)-এর আওতায় একটি তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC) প্রতিষ্ঠিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি স্বতন্ত্র তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC) প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (NPP) অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ থেকে উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

৭.৬.২. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC)-এর ভূমিকা ও দায়িত্ব

৭.৬.২.১. প্রধান ভূমিকা

৭.৬.২.১.১. সরকার কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের জন্য নেতৃত্বদানকারী এবং সমন্বয়ী ভূমিকা পালন;

৭.৬.২.১.২. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (RWM) অবকাঠামোর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নতুন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকা;

৭.৬.২.১.৩. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য/ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা স্থাপনাসমূহের লাইসেন্সধারী এবং অপারেটর হিসেবে কাজ করবে, যেমন-দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির সংরক্ষণ (long-term storage) অথবা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (RW) নিষ্পত্তিকরণ (disposal) স্থাপনা;

৭.৬.২.১.৪. ডিকমিশনিং কার্যক্রম থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়বদ্ধ থাকা

৭.৬.২.১.৫. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয়তা দূষণমুক্ত এলাকাসমূহের পরিবেশগত দূষণ মোকাবেলায় দায়বদ্ধ থাকা।

৭.৬.২.২ অন্যান্য দায়িত্ব

৭.৬.২.২.১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের জাতীয় ইনভেনটরি তৈরি/প্রকাশ;

৭.৬.২.২.২ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যোগাযোগ।

৭.৬.৩ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানির (RWMC) অর্থায়ন

৭.৬.৩.১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে তহবিলের সীমার মধ্যে নিজস্ব কার্যক্রম সম্পন্ন করবে;

৭.৬.৩.২ তহবিলের সীমার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে কোম্পানি (RWMC) রাষ্ট্রীয় বাজেট অথবা অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৮.০ সম্পদের বিধি-বিধান—

৮.১ অর্থসংস্থান পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের ডিকমিশনিং, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ও ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনা এবং এসব কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে সরকার নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে;

৮.১.১ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের স্বত্বাধিকারীর যাতে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহে অর্থায়নে অবদান রাখতে তৎপর হয় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

ক. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রীতি নিয়ন্ত্রণ করা;

খ. স্থাপনাসমূহের ডিকমিশনিং;

গ. যে কোনো তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং/অথবা ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনা; এবং

ঘ. নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণ (disposal) উপায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং উন্নয়ন;

৮.১.২ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের 'জীবনকাল-শেষ-হওয়া (end-of-life) এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ও ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাসমূহ পূরণের জন্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করা। এই তহবিলের প্রধান অনুদানকারী হবে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদনকারীগণ;

৮.১.৩ অনুদান প্রদানকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা, তার ব্যবস্থাপনা এবং যথাসময়ে ছাড় করার লক্ষ্যে একটি কার্যপদ্ধতি তৈরি করা। পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের ডিকমিশনিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো কার্যক্রম এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ও ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনার খরচ এই তহবিল থেকে সংকুলান করা হবে;

৮.১.৪ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণ স্থাপনা বন্ধ হওয়া-পরবর্তী নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি এবং বর্ধিত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮.২ মানব সম্পদ

৮.২.১ সরকার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধীশক্তি, কর্মদক্ষতা এবং সাধারণ সামর্থ্য উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৮.২.২ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (RWMC) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত এবং দক্ষ জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.২.৩ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (RWM) সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান- তা অপারেটর, রেগুলেটর কিংবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোম্পানি যেই হোক না কেন- তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.২.৪ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান- তা অপারেটর, রেগুলেটর কিংবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি যেই হোক না কেন- তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত এবং আবশ্যকীয় অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহকারী দেশে ব্যবস্থাপনার জন্য ফেরত পাঠানোর আগ পর্যন্ত এসবের ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.২.৫ সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ জনবল প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগান দেবে।

৮.৩ কারিগরি সম্পদ

৮.৩.১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদনকারী স্থাপনাসমূহের লাইসেন্সধারী তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে আন্তঃনির্ভরশীলতার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদন ন্যূনতম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৩.২ বর্জ্য উৎপাদনকারীদের যথোপযুক্ত ডিজাইন, অপারেশন এবং ডিকমিশনিংয়ের মাধ্যমে যথাসম্ভব কম তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদনের বিষয়ে জোর দিতে হবে;

৮.৩.৩ তরল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং অপারেশন ও ডিকমিশনিং কালে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের উৎপন্ন কঠিন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ এবং অপারেশন ও ডিকমিশনিং কালে উৎপন্ন তরল ও কঠিন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য দেখভালের জন্য (handling) বর্জ্য উৎপাদনকারীগণ কারিগরি সহায়তা প্রদানে দায়বদ্ধ থাকবে।

৯.০ অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) সংশ্লিষ্টতা এবং জনগণ-অবহিতি

৯.১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ উপায়ে পরিচালিত হবে এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার থাকবে;

৯.২ বাংলাদেশের সরকার তার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবগত করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ হিসেবে জনগণসহ অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

১০. নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও প্রহরা—

১০.১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করতে হবে যাতে ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানিজনিত আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভার আরোপিত না হয়;

১০.২ পারমাণবিক স্থাপনার পর্যাপ্ত ভৌত সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ এবং পারমাণবিক/তেজস্ক্রিয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণ প্রতিরোধ করা যায়;

১০.৩ প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত দক্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সম্পদের সর্বোত্তম (optimization) ব্যবহার করতে হবে;

১০.৪ যেখানে কোনো কার্যক্রমের নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার আশঙ্কা রয়েছে সেখানে রক্ষণশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎসসমূহের (DSRS) সরবরাহকারী দেশে প্রত্যর্পণ—

১১.১ সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎসসমূহ (SRS) আমদানি করার সময় অবশ্যই নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে যাতে সমস্ত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎসসমূহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা শেষ হয়ে গেলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক দেশের নিকট ফেরত পাঠানো যায়;

১১.২ যে সব অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎসসমূহ (DSRS) বিভিন্ন কারণে (যেমন-আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকা, অতিরিক্ত খালাস খরচ, উৎপাদনকারী শনাক্ত করতে না পারা, বিশেষ ধরনের সনদপত্র হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি) প্রত্যর্পণ করা যাবে না, সে সব ক্ষেত্রে IAEA এবং অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক অংশীদারদের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে হবে;

১১.৩ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা মালিকানাবিহীন (তথাকথিত ‘অভিভাবকহীন’) উৎসসমূহ/অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎসসমূহ এবং তেজস্ক্রিয়তা-দূষিত পদার্থসমূহের (কখনো কখনো ধাতব স্ক্র্যাপে শনাক্তকৃত ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অবশ্যই সরকার/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করতে হবে।

১২. নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (NPP), গবেষণা চুল্লি (RR) এবং অন্যান্য উৎস থেকে উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (RW) ও ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি (SNF) ব্যবস্থাপনা—

১২.১ দেশে উৎপাদিত সকল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মাত্র স্বতন্ত্র/নিবেদিত (dedicated) নিষ্পত্তিকরণ স্থাপনার (single disposal facility) স্থান নির্ধারণ, নির্মাণ ও পরিচালনার বিধান থাকবে;

১২.২ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট অথবা গবেষণা চুল্লি থেকে উদ্ভূত ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি স্থাপনাস্থলে সংরক্ষণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর তেজস্ক্রিয়তা জ্বালানি সরবরাহকারীর নিকট ফেরত পাঠানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়;

১২.৩ বিদ্যমান গবেষণা চুল্লি থেকে উদ্ভূত ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহকারীর নিকট চুক্তি মোতাবেক ফেরত পাঠাতে হবে। তবে জ্বালানি সরবরাহকারীর নিকট প্রেরণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার/সরকারের অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির জন্য অস্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে হবে;

১২.৪ ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ছাড়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট/গবেষণা চুল্লির অপারেশন ও ডিকমিশনিং থেকে উৎপাদিত উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (HLW), নিম্ন এবং মধ্যম মাত্রার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (LILW)-এর ব্যবস্থাপনা দেশেই সম্পন্ন করতে হবে;

১২.৫ ভবিষ্যতের সকল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং গবেষণা চুল্লি কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কিত নিজ নিজ জ্বালানি সরবরাহকারীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চুক্তি সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের (NORM) ব্যবস্থাপনা—

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, সার (ফসফেট) কারখানা, খনিজ-বালি অনুসন্ধান, কয়লা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, খনি থেকে ধাতব দ্রব্য উত্তোলন বিগলন, রিসাইক্লিং ইত্যাদি কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত উপজাত, অবশেষ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ (NORM)।

১৩.১ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থকে (NORM) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না, যদি না BAERA/সরকার অন্য কোনভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং স্বস্থানে নিষ্পত্তিই (in-situ disposition) প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ (NORM) ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত উপায় হিসেবে গণ্য হবে।

১৪. **নীতিমালা বাস্তবায়ন—**

অর্জিত অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, নতুন আন্তর্জাতিক এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী এই নীতিমালা সংশোধিত হবে। এই নীতিমালা নিম্নলিখিত বিষয় দ্বারা সমর্থিত হবে:

১৪.১ বিদ্যমান জাতীয় আইনি কাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো;

১৪.২ নিরাপত্তা এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ও ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম অনুশীলন সংক্রান্ত IAEA এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড;

১৪.৩ জাতীয় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, শক্তি এবং পরিবেশ নীতি;

১৪.৪ জাতীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্ম-কৌশল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং বিদ্যমান জাতীয় নীতিমালা পরিমার্জনের লক্ষ্যে একটি যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বশীল কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শব্দ-সংক্ষেপ

(List of Abbreviations)

BAEC (Bangladesh Atomic Energy Commission): বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

BAERA (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority): বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

DSRS (Disused Sealed Radioactive Sources): অব্যয়িত সিলকৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ

FA (Fuel Assembly): জ্বালানি সন্নিবেশ

HLW (High Level Waste): উচ্চ মাত্রা/সক্রিয়তা ও অর্ধ-জীবন সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য

LILW (Low and Intermediate Level Waste): নিম্ন ও মধ্যম মাত্রা/সক্রিয়তা ও অর্ধ-জীবন সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য

IAEA (International Atomic Energy Agency): আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা

IGA (Intergovernmental Agreement): আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি

NORM (Naturally Occuring Radioactive Material): প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ

NPP (Nuclear Power Plant): নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট

RR (Research Reactor): গবেষণা চুল্লি

RW (Radioactive Waste): তেজস্ক্রিয় বর্জ্য

RWM (Radioactive Waste Management): তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

RWMC (Radioactive Waste Management Company): তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি

SNF (Spent Nuclear Fuel): ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি

SRS (Sealed Radioactive Source): সিলকৃত তেজস্ক্রিয় উৎস

NATIONAL POLICY FOR THE MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTE AND SPENT NUCLEAR FUEL

1. INTRODUCTION—

The emphasis of this policy document is to support a sustainable and successful implementation of nuclear energy programme in Bangladesh. The purpose of this policy relates to all types of radioactive wastes (RW) including Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), Spent Nuclear Fuel (SNF) and Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) generated in Bangladesh at present as well as to be generated in future.

2. OBJECTIVE—

The main objective of this National Policy is to set up the goals and requirements for the safe and efficient management of RW, SNF, DSRS and NORM in a manner that protects human health and the environment now and in the future without imposing undue burdens on future generations including the followings:

2.1 To achieve and maintain a high level of safety in RW and SNF management, through the enhancement of national measures and international cooperation, including where appropriate, safety-related technical cooperation;

2.2 To ensure that during all stages of RW and SNF management there are effective defences against potential hazards such that individuals, society and the environment are protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future, in such a way that the needs and aspirations of present generation are met without compromising the ability of the future generations to meet their needs and aspirations;

2.3 To ensure safety, security and safeguards of the RW management facilities during operation and after closure;

2.4 To ensure safety, security and safeguards of the SNF interim storage facility during operation;

2.5 To ensure that all RW are managed in safe, secure, sustainable and cost effective manner through definitive allocation of responsibilities and enhancement of institutional and legal framework measures;

2.6 To ensure that all SNF are managed in safe, secure, sustainable and costeffective manner through definitive allocation of responsibilities and enhancement of institutional and legal framework measures;

2.7 To ensure that adequate financial, technical and human resources are available when needed for the safe and sustainable management of RW and SNF;

2.8 To ensure safe management of DSRS and NORM when applicable;

2.9 To gain, maintain and enhance public confidence in RW and SNF management.

3. SCOPE—

This Policy sets out the principles, goals and requirements to ensure the safe and efficient management of RW, SNF, DSRS and NORM in Bangladesh.

RW and SNF will be generated in Bangladesh during the operational and decommissioning phases of the radiological and nuclear activities including but not limited to the following:

3.1 Operation of nuclear research reactors (RR) and nuclear power plants (NPP);

3.2 Production and use of radioactive material in the field of medicine, industry, mining, agriculture, fisheries & livestock, research, training & education and commerce;

3.3 Operation of other facilities and processes within the nuclear fuel cycle or part thereof;

3.4 Environmental impact mitigation and environmental restoration programmes associated with any of the above activities (including the decommissioningphases of above-mentioned activities);

3.5 From the activities of oil and gas exploration, fertilizer (phosphate) industry, mineral sands exploration, coal industry, building industry, metal mining and smelting, recycling, etc.;

3.6 Decommissioning of Research Reactor (RR), Nuclear Power Plant (NPP) and other nuclear facilities.

4. INTERNATIONAL OBLIGATIONS—

The RW and SNF management Policy of Bangladesh aims to manage RW and SNF in accordance with IAEA Fundamental Safety Principles [Safety Fundamentals No. SF-1] and in compliance with code of conduct, guideline and international obligations. Bangladesh is a signatory to the following international conventions and agreements:

- Convention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or Radiological Emergency;
- Convention on Nuclear Safety;
- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization;
- Convention on physical protection of Nuclear Material;
- International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism;
- Convention on Early Notification of a Nuclear Accident;
- Nuclear Non-Proliferation Treaty;

- Additional Protocol to Safeguards Agreement;
- Supplementary Agreement of Provision of Technical Assistance by the IAEA.

5. NATIONAL OBLIGATIONS—

Bangladesh is committed to develop and enforce necessary legal framework for ensuring implementation of this National Policy so as to fulfill the obligations as described below:

5.1 All facilities generating RW and SNF shall adopt measures for minimizing the generation of RW and SNF both in terms of volume and activity. Reuse and/or recycling of radioactive materials shall be considered and implemented in compliance with relevant radiation protection and safety standards;

5.2 RW and SNF shall not be imported;

5.3 Priority will be given to send back SNF generated from the NPP to the fuel supplier;

5.4 Disposal of RW in dedicated facilities duly licensed will be the ultimate end-point for the safe and sustainable management of any type of RW with the exception of exempted waste as per BAERA Act, 2012, NSRC RULES-1997, international laws, rules and regulations;

5.5 In-situ disposition will be adopted as the final end-point for NORM management;

5.6 Interdependencies among all steps in the predisposal management of radioactive waste, as well as the impact of the anticipated disposal option, shall be appropriately taken into account;

5.7 National radioactive waste classification will be established in compliance with the BAERA Act, 2012, NSRC RULES-1997, the IAEA system and as required according to the necessity;

5.8 All RW and SNF management activities will be conducted in an open and transparent manner, The public will have access to information regarding RW and SNF management while having due regard to national security and proprietary information basis.

6. DEFINITIONS—

For The purposes of implementing the National Policy and establishing a National Strategy for RW and SNF management, Bangladesh shall follow the following definitions in accordance with the BAERA Act, 2012 and the IAEA standards as applicable:

6.1 Radioactive waste: are such materials, irrespective of their physical conditions, generated from various activities or practices and with no foreseeable use and

(a) Which are radioactive materials or contaminated by radioactive materials the activity or concentration of which is above the regulatory exemption limit;

(b) The radiation exposure from which is under applicable regulatory control.

6.2 Ownerless/Orphan Radioactive Waste/Source: Ownerless/orphan radioactive waste/source is radioactive waste/source where the generator/owner no longer exists or cannot be identified through reasonable means or does not have the resources to manage such waste.

6.3 Spent Nuclear Fuel: is the nuclear fuel that has been taken out permanently from the core of a nuclear reactor after irradiation and will not be used in a nuclear power plant without reprocessing.

For the purposes of implementing the National Policy and establishing a National Strategy for RW and SNF management, Bangladesh shall follow the latest guidelines of the International Atomic Energy Agency regarding the relevant definitions, if necessary.

7. ALLOCATION OF RESPONSIBILITIES—

The Policy will allocate the responsibility of the bodies involved in the different steps of RW and SNF management.

7.1 **Government**

The Government of Bangladesh bears ultimate responsibility for managing RW and SNF.

Furthermore, the Government will be responsible for:

7.1.1 Developing and implementing the National Policy on RW and SNF management;

7.1.2 Developing national provisions guaranteeing the safety of RW and SNF management and establishing the required legislative and regulatory framework for the safe management of RW and signing intergovernmental agreements with nuclear fuel supplier country for returning and management of SNF and a system of institutional control and enforcement actions; of licensing of RW and SNF

7.1.3 Establishing a responsible system management activities and facilities;

7.1.4 Making arrangement for agreements on cooperation concerning return of spent nuclear fuel from NPPs;

7.1.5 Developing national guidelines for public awareness about RW and SNF management;

7.1.6 Establishing a scheme of the availability of the resources (human, financial, technical) to facilitate the implementation of the Policy;

7.1.7 Developing necessary infrastructure and establish in due time national Radioactive Waste Management Company (RWMC) for safe management of radioactive waste;

7.1.8 Establishing Sufficient physical protection system for safety and security of the on-site radioactive waste storage facility and on-site spent fuel cooling and storage pool in accordance with the relevant provisions of the nonproliferation regime as well as BAER Act, 2012 and the relevent regulations and physical protection and nuclear security related guidelines of IAEA;

7.1.9 Ensuring coordinated approach for safety of water, biodiversity, soils, crops and other components of the environment during management of RW and SNF in the country;

7.1.10 Establishing a machanism for ensuring that sufficient funds exist for long term management of the RW and the SNF;

7.1.11 Providing financial support to managing ownerless waste, orphaned sources and remediating radiologically contaminated legacy sites.

7.2 **Bangladesh Atomic Engergy Commission (BAEC)/Subsidiary Organization/Designated Company of BAEC**

Bangladesh Atomic Energy Commission/Subsidiary Organization/ Designated Company of BAEC will be responsible for:

7.2.1 Developing and implementing strategies/solution for the long term management of RW and SNF. These solutions are to be safe, sustainable, socially acceptable and cost-effective and in accordance with national legislation and regulation, intergovernmental agreement (IGA) on cooperation concerning construction of NPP in the teritory of Bangladesh and IGA on cooperation concerning management of SNF and the relevant international instruments;

7.2.2 Ensuring the return of SNF to authorized organization of nuclear fuel supplier country for technological storage, reprocessing and management of products of its reprocessing; Management in accordance with the national legislation and regulation of RW for which no other organization has responsibility; Ensuring a nationally coordinated approach including all stakeholders to long term management of RW; Fulfilling national obligations in terms of international agreements and conventions; Developing waste disposal techniques and design, construction and operation of waste disposal facilities.

7.2.3 Management in accordance with the national lwgislation and regulation of RW for which no other organization has responsibility;

7.2.4 Ensuring a nationally coordinated approach including all stakeholders to long term management of RW;

7.2.5 Fulfilling national obligations in terms of international agreements and conventions;

7.2.6 Developing waste disposal techniques and design, construction and operation of waste disposal facilities.

7.3 **Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA)**

BAERA will be responsible for:

7.3.1 Regulating the management of RW and SNF;

7.3.2 Issuing necessary regulations for the safe and secured management of RW and SNF;

7.3.3 Granting authorization for technological storage, transport and disposal of radioactive waste;

7.3.4 Enforcing BAERA regulations and those of other national governmental organizations for which it has responsibility and verification of compliance with regulatory requirements;

7.3.5 Devoloping necessary standard and radiation protection guidence and establishing criteria for disposal of RW;

7.3.6 Devoloping regulatory guideline and regulating both the packaging for shipping, transportation and export of SNF;

7.3.7 Devoloping regulatory guidence on safety rules for storage and transportation of nuclear fuel and spent fuel at NPP facilities.

7.4 **Radio Active Waste Generators**

Generators of RW and SNF will:

7.4.1 Bear financial responsibility for the management of the RW and the SNF that they generate ('polluter pays' principle);

7.4.2 Resonably minimize the amount of RW and SNF that they produce;

7.4.3 Prepare radioactive waste packages, compatible with international standards and design documents as per contract which must be reviewed and certified by BAERA;

7.4.4 Establish spent fuel pool storage capacity suffcient for storing spent fuef for minimum 10 years, considering the possibility of unloading the reactor core at any time of operation including the placement of defective fuel assemblies (FAs) in sealed casks.

7.5 **Operators of Radioactive Waste Management (RWM) Facilities**

Operetors of RW Management facilities will:

7.5.1 Devolop plans and construct RW processing and storage facilities in consistence with the national Strategy;

7.5.2 Bear the technical and adminstrative responsibility for safe and secure management of RW as long as the wastes remain within their premises.

7.6 **Radioactive Waste Management Company (RWMC)**

7.6.1 A Waste Management Company (RWMC) will be established under BAEC. Until a separate WMC is formed 'Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)' will be responsible for the management of RW generated from activities other than operation and maintenance of NPP.

7.6.2 Roles and Responsibilities of RWMC

7.6.2.1 Main roles

7.6.2.1.1 Leding and coordinating role in the preparation and periodic revision of the National Strategy for RW management in Bangladesh for approval by the Government;

7.6.2.1.2 Responsible for the planing of RWM infrastructure development and implementation of new radioactive waste management (RWM) facilities; 7.6.2.1.3 Licence holder and operator of facilities needed for long-term management of RW/SNF such as log-term storage of SNF or disposal of RW; 7.6.2.1.4 Responsible for management of decommissioning wastes; 7.6.2.1.5 Responsible for the environmental remediation of legacy sites. 7.6.2.2 Other responsibilities

7.6.2.2.1 Maintenance of RW/SNF database and preparation/ publication of National Inventory of nuclear and radioactive waste;

7.6.2.2.2 Communication on RW/SNF long-term management.

7.6.3 **Funding of RWMC**

7.6.3.1 From the RWM Fund, to cover RWMC activities within the scope of the fund;

7.6.3.2 From the State budget or other sources, to cover RWMC activities outside the scope of the fund.

8. **PROVISION OF RESOURCES—**

8.1 Financial Resources

To ensure that adequate financial resources are available for decommissioning and long term management of RW and SNF and for the regulation of these activities, the Government will:

8.1.1 Put in place measures to require owners of major nuclear facilities to contribute to funding system for (a) regulation of RW management practices; (b) decommissioning of facilities, (c) long term management of any RW and/or SNF that the practices may produce and (d) the necessary research and development to establish safe and economic means of disposal;

8.1.2 Establish a radioactive waste management fund to cover obligations associated with the end-of-life of nuclear installations and facilities and the long term management of RW and SNF. The main contributors to the fund will be RW and SNF generators;

8.1.3 Make a mechanism to collect the fund form the contributors, to manage them and to release them in due time. The fund will cover any activities related to decommissioning of nuclear installations and facilities, and long term management of RW and SNF;

8.1.4 Make adequate financial provision for regulatory activities and for the extended institutional control that will be required after disposal facilities have been closed.

8.2. **Human Resources**

8.2.1 The Government will create oppoutunities to develop understanding, skill and general capacity of the relevant personnel concerning RW and SNF management;

8.2.2 The Radio active waste management company (RWMC) will take necessary steps to recruit manpower competent and sufficient for the sustainable management of RW and SNF;

8.2.3 Any organization involved in RWM-either operator or regulator or Radioactive Waste Management Company (RWMC)- shall take necessary steps in developing human resources for the sustainable management of RW and SNF;

8.2.4 Any organization involved in RWM-either operator or regulator or Radioactive Waste Management Company (RWMC)-shall take necessary steps to establish the required infrastructure competent and necessary for the sustainable management of RW and providing services during the service period of SNF till returning for management by the fuel supplier country;

8.2.5 The Government will provide resources to ensure the availability of adequate qualified and experienced staff.

8.3 **Technical Resources**

8.3.1 The authorization holders of the facilities generating RW will adopt measures minimizing the generation of RW taking into account the matter of interdependencies among all steps in RW generation and management;

8.3.2 Waste generators are required to minimize the generation of RW through approprite design, operation and decommissioning;

8.3.3 Waste generators are responsible to provide technical means for processing and storing of liquid RW, solid waste generated in NPP during operation and decommissioning, as well as handling of these waste during plant operation and decommissioning.

9. **STAKEHOLDER INVOLVEMENT AND PUBLIC INFORMATION—**

9.1 All RW and SNF management related activities will be conducted in an open and transparent manner and public shall have access to the information regarding radioactive waste management;

9.2 The Government of Bangladesh will inform the public about its plans for RW and SNF management, and will consult with stakeholders, including members of the public, as part of the decision making process.

10. SAFETY, SECURITY AND SAFEGUARDS

10.1 The RW and SNF will be managed in such a way as to protect individuals, society and the environment from the harmful effects of ionizing radiation due to RW and SNF and to avoid imposing undue burdens on present and as well as future generations;

10.2 Adequate physical protection and security of nuclear facilities will be ensured so as to prevent the unauthorized access of induviduals and the unauthorized removal of nuclear/radioactive material;

10.3 Decision-making on scientific information, risk analysis and optimization of resources shall be based on proven scientific information and recommendation of competent national and international institutions dealing with RW and SNF management;

10.4 Where there is uncertainty about the safety of an activity, a conservative approach shall be adopted.

11. **REPATRIATION OF DISUSED SEALED RADIOACTIVE SOURCES (DSRS) TO SUPPLIER'S COUNTRY—**

11.1 There must be regulatory bindings during import of sealed radioactive sources (SRS) that all the SRS, wherever practicable, will be sent back to the manufacturer/country of origin at the end of their useful life;

11.2 For DSRS which cannot be repatriated due to various reasons (like, due to absence of repatriation agreement between importer and exporter, too much expensive shipment cost, manufacturer are not traceable, the special form certification is lost etc.), the assistance from IAEA and other bilateral partners will be sought;

11.3 The legacy or ownerless (so called "orphan") sources/DSRS and contaminated materials (sometime detected in scrap metals etc.) must be managed by the Government/appropriate authorized entity of the Government of Bangladesh.

12. **MANAGEMENT OF RW AND SNF GENERATED BY NUCLEAR POWER PLANTS (NPP), RESEARCH REACTORS (RR) AND OTHER APPLICATIONS—**

12.1 Provision will be made to site, develop and operate a single disposal facility dedicated to safely hosting all RW generated in the country;

12.2 SNF from nuclear power plants or from research reactors (RR) will be stored at the reactor site until it has decayed sufficiently to allow the possibility of transporting to the fuel supplier;

12.3 SNF from the existing research reactor (RR) will be sent back to fuel supplier as per agreement. However, temporary storage arrangement for SNF must be made by the Government/appropriate authorized entity of the Government of Bangladesh till dispatch to the fuel supplier;

12.4 The High Level Waste (HLW) – other than SNF- generating during operation and decommissioning of NPP/RR, Low and intermediate Level (LILW) will be managed inside the country, 12.5 All future NPP and RR authorities must ensure that they have appropriate agreement with the respective fuel suppliers in this regard.

13. **MANAGEMENT OF NORM**

NORM arises as the by-product, residue and waste material from the activities of oil and gas exploration, fertilizer (phosphate) industry, mineral sands exploration, coal industry, building industry, metal mining and smelting, recycling, etc. 13.1 NORM shall not be addressed as RW if otherwise not specified by the BAERA/Government and in-situ disposition will be the final option for NORM management.

14. IMPLEMENTATION OF THE POLICY

This policy will, as necessary, be reviewed and revised in the light of experience gained, techinical developments, new international and bilateral agreements, The policy will be supported by :

14.1 The existing national legal structure and regulatory framework;

14.2 IAEA and other international standards on safety and best practices in RW and SNF management;

14.3 National policies on Health, Security, Safety, Energy and the Environment;

14.4 National RWM Strategy.

Ministry of Science and Technology is responsible for the implementation of the policy and an approprite representative committee will be established to upgrade the existing National policy.

LIST OF ABBREVIATIONS

BAEC	Bangladesh Atomic Energy Commission
BAERA	Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority
DSRS	Disused Sealed Radioactive Sources
FA	Fuel Assembly
HLW	High Level Waste
LILW	Low and Intermediate Level Waste
IAEA	International Atomic Energy Agency
IGA	Inter Governmental Agreement
NORM	Naturally Occuring Radioactive Material
NPP	Nuclear Power Plant
RR	Research Reactor
RW	Radioactive Waste
RWM	Radioactive Waste Management
RWMC	Radioactive Waste Management Company
SNF	Spent Nuclear Fuel
SRS	Sealed Radioactive Source

মোঃ তরিকুল ইসলাম খান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
web site: www.bgpress.gov.bd ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত ২০১৯)

১৬ জুন ২০১৯

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৬ জুন ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত]

নং-৩৯.০০.০০০০.০৩৫.০৬.০১৩.১৭. ১৭৫ তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৬/১৬ জুন ২০১৯

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১৮ (সংশোধিত ২০১৯)

উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপট্রাস্ট গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রি, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্যট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা এট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নীতিমালার প্রয়োজন হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১. এই নীতিমালা ‘বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮’ নামে অভিহিত হবে।

২. **উদ্দেশ্যাবলি**—

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে নেতৃত্বের উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশ ঘটানো;

(২) দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান;

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(৪) সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন।

৩. **ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা**—

(১) ট্রাস্টি বোর্ড একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে গবেষক/ফেলো বাছাই করবে।

(২) ফেলোশিপ প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(৩) ট্রাস্ট কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম দেশে-বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

(৪) ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ৬(ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ট্রাস্টে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রগতি প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক ফেলোশিপ নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা নিয়ম ভঙ্গ বা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে ট্রাস্টি বোর্ড যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে।

(৫) গবেষকগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার, কর্মশালা, মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্তকারী গবেষকগণ এবং গবেষণা করছেন এরূপ গবেষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।

(৬) বিদেশে ফেলোশিপের সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগের বেশি হবে না।

(৭) সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফেলোশিপের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রতি অর্থ-বছরে যৌক্তিকভাবে ফেলোশিপের হার পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

৪. **ফেলোশিপের শ্রেণি, ভাতার হার ও মেয়াদ—**

(১) **ফেলোশিপের শ্রেণি:** দেশে অধ্যয়নের জন্য ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল শ্রেণির ফেলো নির্বাচন করা হবে বিদেশে অধ্যয়নের জন্য এমএস/এমফিল/সমমান এবং ডক্টরাল শ্রেণির ফেলো নির্বাচন করা হবে।

(২) বাংলাদেশের খ্যাতনামা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটে এবং ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। যারা উপযুক্ত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটে এমএস/সমমান ও ডক্টরাল কোর্সে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু আর্থিক অনুদানের অভাবে শিক্ষাজীবন শুরু করতে পারছেন না, তাদেরকে ফেলোশিপ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তাছাড়া, যারা উপযুক্ত দেশসমূহ হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন তাদেরকে ডক্টরাল কোর্সে ফেলোশিপ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৩) **ফেলোশিপের মেয়াদ:** এমএস ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর, ডক্টরাল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর এবং পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর।

(৪) **ফেলোশিপের ভাতার হার:** এমএস/এমফিল/সমমান, ডক্টরাল এবং পোস্ট ডক্টরাল শ্রেণির ফেলোগণের নিম্নবর্ণিত হারে মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদান করা হবে।

(ক) **লিভিং এলাউন্স (মাসিক):** পিএইচডি দেশে মাসিক ৪০,০০০/-টাকা, পিএইচডি উত্তর দেশে মাসিক ৪৫,০০০/-টাকা, এমএস/পিএইচডি বিদেশে (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইউরোপের দেশ সমূহ) মাসিক ১,২০,০০০/টাকা এবং এমএস/পিএইচডি অন্যান্য দেশে ৬৫,০০০/- হারে হবে।

(খ) **টিউশন ফি:** বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট নির্ধারিত রেটে প্রকৃত টিউশন ফি;

(গ) **বইপুস্তক ক্রয় (এককালীন):** বইপুস্তক ক্রয় বাবদ বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৬০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা;

(ঘ) **থিসিস ফি (এককালীন):** বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে থিসিস ফি বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা;

(ঙ) **বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি:** বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণের জন্য প্রকৃত বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি;

(চ) বিদেশে ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর হওয়ায় ২ (দুই) বছর সফল সমাপ্তির পর আরও একবার আসা যাওয়ার বিমান ভাড়া;

(ছ) সেমিনার আয়োজন ও থিসিস পেপার উপস্থাপনের জন্য এককালীন বিদেশে ৭৫,০০০ টাকা এবং দেশে ৩০,০০০ টাকা।

৫. **ফেলোশিপের আওতায় গবেষণার বিষয়সমূহ—**

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ও এতদসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে ফেলোশিপ প্রদান হবে: পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান, জীব বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পাবলিক হেলথ ও প্রিভেনটিভ মেডিসিন, জীব প্রযুক্তি ও অণুজীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্য বিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল এনার্জি, জ্বালানি গবেষণা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, আরবান ও রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং, এক্সপ্লোরেশন অব মিনারেলস এন্ড পেট্রোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং।

(২) উপযুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনে হালনাগাদ করা হবে।

৬. **ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা—**

(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি হতে হবে।

(২) আবেদনকারী সরকারি চাকুরীজীবী হলে তার চাকুরী স্থায়ী হতে হবে।

(৩) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফেলোশিপ-এর জন্য স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর মধ্যে ন্যূনতম ৩টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে অথবা সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ ৪.০০ (স্কেল-৫.০০ এর ক্ষেত্রে) থাকতে হবে। শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় ৩য়। শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৪) অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না, এরূপ আবেদনকারী অনুচ্ছেদ-৫ এ উল্লিখিত বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/ সুপারভাইজার কর্তৃক চূড়ান্ত ভর্তির অফারপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৫) ডক্টরাল ফেলোশিপের ক্ষেত্রে মাস্টার্স পর্যায়ে ইংরেজিতে থিসিস লেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দেশি/বিদেশি জার্নালে ইংরেজিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এমন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৬) আবেদনকারীর বয়স: আবেদন জমাদানের শেষ তারিখে আবেদনকারীর বয়স এমএস কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, ডক্টরাল কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর, পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৮ বছর হতে হবে।

৭. **ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি—**

(১) আবেদন আহ্বান: প্রতি অর্থবছরে দুইবার আবেদন আহ্বান করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ওট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এবং ন্যূনতম ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদন আহ্বান করা হবে।

(২) আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট এবং ট্রাস্ট কার্যালয় হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে সরাসরিট্রাস্ট বরাবর ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। বাছাই কমিটির মাধ্যমে সরাসরি/অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনসমূহ হতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে।

(৩) আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে:

ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও মার্কশিটের ছায়ালিপি (১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত)।

খ) আবেদন পত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ভর্তির অফার লেটার সংযুক্ত করতে হবে।

গ) দেশে ফেলোশিপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রসিদ। বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফার লেটার প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির ফেলোশিপের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির রসিদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

ঘ) আবেদনকারী একজন "সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

ঙ) তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল করতে হবে। উক্ত অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

চ) সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০(তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হবে।

ছ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

জ) পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত অনুমতি/ সম্মতিপত্র আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

ঝ) প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ ও পাসপোর্ট (যদি থাকে) এর কপি আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

ঞ) তবে অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি/আবেদন ফর্মে বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে।

৮. **ফেলোশিপ নবায়ন/ধারাবাহিকতা**—

(১) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুচ্ছেদ (২) ও (৩) এ বর্ণিত সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

(২) এমএস ও ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষকগণের পরবর্তী বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি;

(খ) ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন;

(গ) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন;

(ঘ) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী;

(ঙ) ডক্টরাল ফেলোগণের ক্ষেত্রে দেশি বিদেশি পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা (যদি থাকে)।

(৩) পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষকগণের ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/ সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ৬ (ছয়) মাসের গবেষণাকর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

৪) ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

৯. **ফেলো নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ—**

(১) বাছাই কমিটি—

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বাছাই কমিটি থাকবে—

(ক)	অতিরিক্ত সচিব (বি:প্র:)/সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ-ঙ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই বছর পর পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ/অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/ বিভাগের ০৪ (চার) জন মনোনীত অধ্যাপক	সদস্য
(চ)	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
(ছ)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(জ)	আইসিটি বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(ঝ)	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের একজন প্রতিনিধি (সদস্য পর্যায়ের)	সদস্য
(ঞ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেলের উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য-সচিব

বাছাই কমিটির কার্যপরিধি—

বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই/বাছাই, বাজেট পরীক্ষাকরণ, তুলনামূলক বিবরণ প্রণয়ন, আবেদনের দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ, সাক্ষাৎকার/ উপস্থাপনা গ্রহণ, প্রয়োজনে প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। কমিটি আবশ্যিকভাবে মেধা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

(২) **এওয়ার্ড কমিটি—**

বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রণীত তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এওয়ার্ড কমিটি থাকবে:

(ক)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ)	অতিরিক্ত সচিব (বি:প্র:)/সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ-চ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই বছর পর পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ/অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/বিভাগের ০৪ (চার) জন মনোনীত অধ্যাপক	সদস্য
(ছ)	অর্থ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(জ)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(ঝ)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

এওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধি—

(ক) এই কমিটি বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হতে ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করলে এই কমিটি কোন প্রজেক্ট/থিসিস বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

(খ) এই কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণের দেশভিত্তিক সঙ্গতিপূর্ণ লিভিং এলাউন্স পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করার সুপারিশ করবে।

(গ) এই কমিটি আবেদনকারীর বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ অপ্রতুল বিবেচিত হলে প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে তাকে অন্য কোন উৎস হতে আংশিক খরচ মিটানোর অনুমতি প্রদান করবে।

(ঘ) ফেলোশিপ প্রদান এবং নবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১০. **ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা—**

(১) **মূল্যায়ন প্রতিবেদন :** প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন ট্রাস্ট কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

(২) **সমাপনী প্রতিবেদন :** ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং উপস্থাপন করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র-এর একটি কপি ট্রাস্ট কার্যালয়ে জমা দিবেন। সফট কপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র-এর কপি ট্রাস্ট কার্যালয়ে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ ট্রাস্ট/সরকারকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

(৩) **সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা :** ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

(৪) ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত একটি অন্তর্বর্তী কমিটি ফেলোশিপ মূল্যায়ন করবে। কোন ফেলো অধ্যয়ন না করলে বা অন্যত্র চলে গেলে কিংবা নীতিমালার অন্য কোন ব্যত্যয় করলে কমিটি ফেলোশিপ বাতিল/ স্থগিত করার সুপারিশ করতে পারবে।

১১. **ফেলোশিপের ভাতা প্রদান—**

(১) দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণ নির্বাচনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক (৩ মাস অন্তর) ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন।

(২) ১ম কিস্তির ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে ট্রাস্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ফেলো/গবেষককে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণকে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র/ চূড়ান্ত অফার লেটার দাখিল সাপেক্ষে ফেলোশিপের ১ম কিস্তির লিভিং এলাউন্স, বিমান ভাড়া (যাওয়া), ভিসা ফি অগ্রিম হিসাবে সরাসরি চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(৩) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে টিউশন ফি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করা হবে।

(৪) ২য় কিস্তি হতে পরবর্তী লিভিং এলাউন্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফি তত্ত্বাবধায়কের/ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগ্রগতি প্রতিবেদন/ প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফেলোর বিদেশস্থ ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হবে।

(৫) বই ক্রয়ের অর্থ ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে এবং সেমিনারের অর্থ সেমিনার আয়োজনপূর্বক সম্পন্ন করার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে প্রদান করা হবে।

(৬) কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য লিভিং এলাউন্স বা কোন ভাতা বা ফি প্রদান করা হবে না।

১২. **বিবিধ**—

(১) কোন ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে গেলে সে অবস্থায় ফেলোগণ গবেষণার স্বার্থে মন্ত্রণালয়/ট্রাস্টের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করতে পারবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হবে।

(২) ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকার/ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে (কোন প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম কানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ ট্রাস্ট/সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ট্রাস্ট/সরকারের অনুকূলে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন মর্মে ৭(৩)(চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৩০০ (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

(৩) বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীদের পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসরত একজন উপযুক্ত গ্যারান্টার কর্তৃক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, ফেলো কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত ফেলো গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে অথবা ফেলোশিপ বাতিল করা হলে অথবা বিদেশে কোর্স সম্পাদনের পর বাংলাদেশে ফেরত না আসলে গ্যারান্টার ফেলো কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

(৪) বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাংকিং চ্যানেলে সরাসরি আর্থিক যোগাযোগ আছে শুধু এরূপ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফেলো নির্বাচন করা হবে।

(৫) বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীগণ সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনে নিজেদের নাম, স্থানীয় ঠিকানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাদি অবহিত করবে।

(৬) চূড়ান্ত নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের আবেদন করলে যদি অতিরিক্ত টিউশন ফি-এর প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত অতিরিক্ত টিউশন ফি ফেলোকে বহন করতে হবে।

(৭) দেশে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত ফেলোগণের ফেলোশিপের অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।

(৮) সে সেশনে ভর্তির জন্য ফেলো নির্বাচন করা হবে সে সেশনে ভর্তি না হলে এবং এ ব্যাপারে ট্রাস্টকে পূর্ব হতে কোন কিছু অবহিত না করলে উক্ত ফেলোর নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ আকবর হুসাইন
অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান নীতিমালা-২০১৮
Sample Analysis Service Policy-2018

ডিসেম্বর, ২০১৮

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান নীতিমালা-২০১৮

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশের অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক কাজের সাথে সাথে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার-১৫, ১৯৭৩-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়। গবেষণা ক্ষেত্রে পরমাণু বিজ্ঞানীগণ স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বিজ্ঞানীগণ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দেশ ও জাতিকে নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করে আসছে। এ সেবাকে অধিকতর সুষ্ঠু/সহজতরভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বাপশক কর্তৃক "নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান নীতিমালা- ২০১৮" প্রণয়ন করা হলো।

১। **নীতিমালার নাম : নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান নীতিমালা-২০১৮**

২। **সংজ্ঞা**

(ক) "**নমুনা**"- অন্য কিছুর উল্লেখ না থাকলে এ নীতিমালায় নমুনা বলতে মানবদেহের বিভিন্ন টিস্যু (রক্ত/মূত্র/মাথার চুল/মনিয়ন টিস/বোন গ্রাফট, টিস্যু/শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ইমেজ), খাদ্যদ্রব্য (মাছ/দুধ /শাক-সবজি/মাংস/পশু ও মৎস্য খাদ্য, মশলা ইত্যাদি কঠিন ও তরলজাতীয় পদার্থ, দুধ, ফলের রস, খাবার তৈল, Foodstuffs), পরিবেশগত নমুনা (মাটি নদীর তলানি/বায়ু কণা, প্রাকৃতিক রাবার, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পৃষ্ঠের পানি, বৃষ্টির পানি, খাবার পানি, বালি, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদজাত নমুনা), শিল্পজাত নমুনা (স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্যান্য ধাতু, কাঁচামাল ও তৈরীকৃতদ্রব্য, পেট্রোলিয়ামজাত খনিজ তেল ও দ্রব্য, প্লাস্টিক, কম্পোজিট, সার, পশু-পাখির খাদ্য, জ্বালানি তৈল ও তরলজাতীয় পদার্থ, চামড়ার কাঁচামাল ও চামড়া, পাটজাত দ্রব্য, শিল্পের তরল ও কঠিনবর্জ্য, রাবার ও রাবার ফিলা, কৃষিদ্রব্য, চিকিৎসা সামগ্রী), Natural product/Essential oil, Paulonia/Plant, Gretokumari/Plant, Gerbera/Plant, Banana (Agnishawer/Plant), GIS data ও ভূ-তাত্ত্বিক নমুনা ইত্যাদিকে বুঝাবে।

(খ) "**বিশ্লেষণ**"- অন্য কিছুর উল্লেখ না থাকলে এ নীতিমালায় বিশ্লেষণ বলতে ইমেজ বিশ্লেষণ, রক্তের নমুনায় হরমোনের মাত্রা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ, Pb/Cd/Cr/Na/K/Mg/Ca/Mn/ Fe/Ni/Co/Cu/Zn/As/Hg/Se/Si/Al/Ti/Dy/ V/Rb/Sr/Zr/U/Br/Sb/La/Eu/Yb/ Hf/ Au/Th/Ba/Ce/Sm/Tb ইত্যাদি। ক্ষতিকর মৌলের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় পদকের মান যাচাইকরণ; চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ; তরল পদার্থে Anions (যেমন: $SO4^{2}$-, $PO4^{3}$-, NO31-, Cl-, F-) নির্ণয়, pH, EC, TDS, Salinity, TOC/ DOC/BOD/ COD/ DO নির্ধারণ; Fluorene/

Pyrene/Chrysene/Phenanthrene/ Anthracene নিরূপণ; ফেনল নিরূপণ; Ci4, co, Cip,....C, নিরূপণ; ফাংশনাল গ্রুপ নির্ণয়; কালো কার্বন পরিবীক্ষণ; বায়ুর প্রবাহমাত্রা, Stable Isotopes (o, 3H & PC), Tritium (H) including Hydro-chemical (Anion, Cation & Trace element) নির্ণয়; Potassium Hydroxide, Volatile Fatty Acid, Mechanical Stability Time, Viscosity, Ammonia Content, Metal Content, Sludge Content, Coagulum Content, Protein Content fafa; Tensile strength, Elongation Modulus, Tear strength, Swelling ratio, Cross-link density নির্ণয়; Water content/Moisture content, Protein, Fat, Ash, Calcium, Phosphorus, Vitamin C, Carbohydrate, Iron, Beta carotene, Sugar/Glucose, Tyrosine; Total bacterial count fauft; Total fungi, Total coliform, Staphylococci, Salmonella/Shigella, Clostridium, Aeromonas, Listeria, Sterility Test, Enterobacteriaceae নির্ণয়; ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, গারনেট, জিরকন, রুটাইল, কায়ানাইট, লিউকক্সিন ও মোনাজাইট চিহ্নিতকরণ; Characterization, Phase identification, Structural properties, parameter cell volume, grain size, Quantitative phase analysis and percent of each compound, Magnetization, Hysteresis loop measurement; Nano particles size determination; Morphology study, Magnetic properties study কে বুঝাবে ।

(গ) **"সেবা"**- অন্য কিছুর উল্লেখ না থাকলে এ নীতিমালায় সেবা বলতে বাপশক কর্তৃক প্রদত্ত শুধুমাত্র নমুনা বিশ্লেষণ সেবাকে বুঝাবে। এছাড়া চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, অর্থ উপদেষ্টা ও পরিচালক বলতে বাপশক-এর চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, অর্থ উপদেষ্টা ও পরিচালক বুঝাবে।

(ঘ) **"গবেষক"** বলতে বাপশক-এর সকল বিজ্ঞানীগণ, সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএস/এমফিল/এমডি/এফসিপিএস/পিএইচডি ছাত্র/শিক্ষক/ গবেষক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষককে বুঝাবে।

৩। সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য

(ক) পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে দেশের জনগণকে নমুনা বিশ্লেষণ সেবার মাধ্যমে উন্নততর পরমাণু চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(খ) আমদানিকৃত রপ্তানিযোগ্য সকল খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয়তা ও ক্ষতিকারক মৌল, জৈব যৌগের পরিমাণ নির্ণয় এবং কীটপতঙ্গ ও জীবাণু দমনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ।

(গ) বাপশক-এর গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে সাফল্য ও কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রী অর্জনকারী ছাত্র/শিক্ষকগণকে দক্ষ বিজ্ঞানী/গবেষক ও প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে তোলা।

(ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট ডিগ্রিধারী গবেষকদের নমুনা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত।

(ঙ) চাহিদা অনুযায়ী দেশের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণা/মান সম্পন্ন নমুনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান।

৪। **সেবা প্রদানের ক্ষেত্র এবং সেবার মূল্য**

বাপশক-এর বিভিন্ন কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/বিভাগসমূহে বিষয় ভিত্তিক চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে বাপশক সংশ্লিষ্ট নমুনা বিশ্লেষণী সেবাসমূহ প্রদান করবে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা বিশ্লেষণ সেবাসমূহ এবং সেবাসমূহের নির্ধারিত মূল্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নরূপ, যা বাপশক-এর ওয়েবসাইট www.baec.gov.bd-এ প্রকাশিত রয়েছে এবং যা যুগোপযোগী ও হালনাগাদযোগ্য।

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১.	AAS পদ্ধতিতে রক্তের সিরামের নমুনায় ক্ষতিকর মৌল যেমনঃ Cu/Zn/Se/Pb-এর পরিমাণ নির্ণয়	১,৫০০/- প্রতিটি মৌল	রসায়ন বিভাগ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র শাহবাগ, ঢাকা
২.	AAS পদ্ধতিতে উইলসন রোগ চিহ্নিতকরণে মূত্র/ইউরিনে Cu এর পরিমাণ নির্ণয়	৮০০/-	
৩.	AAS পদ্ধতিতে মাছ/দুধ/শাক-সবজি/ মাটি/ তলানি/মাংস/পশু ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি কঠিন ও তরলজাতীয় নমুনা বিশ্লেষণ করে Pb/Cd/Cr/Na/K/Mg/Ca/Mn/Fe/ Ni/Co/Cu/Zn Ges As/Hg	As/Hg- ২,৫০০/- এবং অবশিষ্ট প্রতিটি মৌল ২,০০০/-	
৪.	AAS পদ্ধতিতে পানির নমুনা বিশ্লেষণ করে Pb/Cd/C/Na/K/ Mg/Ca/Mn/Fe/Ni/Co /CuZn এবং As/Hg ক্ষতিকর মৌলের পরিমাণ নির্ণয়	As/Hg- ২,৫০০/- এবং অবশিষ্ট প্রতিটি মৌল ১,৫০০/-	
৫.	AAS পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়ামজাত খনিজ তেল ও দ্রব্য বিশ্লেষণ করে নমুনায় Pb/Cd/Cr/Na/K/Mg/Ca/Mn/Fe/Ni/Co/ Cu/Zn ক্ষতিকর মৌলের পরিমাণ নির্ণয়।	৫,০০০/- প্রতিটি মৌল	
৬.	XRF পদ্ধতিতে মাটি, তলানি, প্লাস্টিক, সার, কঠিনবর্জ্য, কৃষিজ দ্রব্য, মাছ, শাক-সবজি, দুধ, মুরগি ও পশুখাদ্য, চামড়া ইত্যাদি কঠিন জাতীয় বস্তুর নমুনা বিশ্লেষণ করে Si/Al/K/Ca/Mg/Ti/v/Mn/Fe/Co /Ni/Cu/Zn/As/Se/Rb/Sr/Zr/Cd/ Pb/Hg/U মৌলের পরিমাণ নির্ণয়।	প্রথম তিনটি মৌল ২,০০০/- এবং পরের প্রতিটি মৌল ২,০০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
৭.	XRF পদ্ধতিতে পানি, রক্ত, রক্তের সিরাম, দুধ, ফলের রস, খাবার তৈল, জ্বালানি তৈল ইত্যাদি তরলজাতীয় পদার্থ বিশ্লেষণ করে Si/Al/K/Ca/Mg/Ti/V/Mn/Fe/Co/Ni/Cu/Zn/As/Se/Rb/Sr/Zr/cd/Pb/Hg/U মৌলের পরিমাণ নির্ণয়	প্রথম তিনটি মৌল ২,০০০/- এবং পরের প্রতিটি মৌল ২,০০০/-	
৮.	XRF পদ্ধতিতে স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদকের মান যাচাইকরণ	যথাক্রমে ২,৫০০/- এবং ২,০০০/-	
৯.	XRF পদ্ধতিতে আর্সেনিকোসিস রোগের কারণ নির্ণয়ে মাথার চুল বিশ্লেষণ করে As এর পরিমাণ নির্ণয়	১,০০০/-	
১০.	Ion Chromatographic/UV Visible Spectrophotometer পদ্ধতিতে তরল পদার্থে Anion যেমনঃ SO2, PO, NO/Cl, F-এর পরিমাণ নির্ণয়	২,০০০/- প্রতিটি	
১১.	পানি দূষণ নিরূপণ যেমনঃ pH, EC, TDS, Salinity, DO, BOD Ges COD নির্ধারণ নির্ণয়	pH, EC, TDS, Salinity-500/- DO-1,200/-, BOD, COD-1,700/-	
১২.	GC-MS/FT-IR পদ্ধতিতে মাছ ও পানিতে বহুচক্রীয় সুরভিকেন্দ্রিক হাইড্রোকার্বন (PAHs) যেমনঃ Fluorene/Pyrene/Chrysene এবং Phenanthrene/Anthracene নিরূপণ	Fluorene/Pyrene/Chrysene- 5,000/- (প্রতিটি) Phenanthrene/Anthracene-১,০০০/- (প্রতিটি)	
১৩.	GC-MS/FT-IR পদ্ধতিতে পানিতে ফেনল নিরূপণ	৫,০০০/-	
১৪.	GC-MS/FT-IR পদ্ধতিতে পানি ও পাটজাত দ্রব্যে নরমাল হাইড্রোকার্বন যেমন C10, C12, ...C12 নিরূপণ	৫,০০০/-	
১৫.	GC-MS/FT-IR পদ্ধতিতে তরল ও কঠিন বস্তুর ফাংশনাল গ্রুপ নির্ণয়	১,৫০০/-	
১৬.	GC-MS/FT-IR পদ্ধতিতে Natural product/Essential oil-b|T-এর component নির্ণয়	৫,০০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১৭.	XRF পদ্ধতিতে বায়ুতে বস্তুকণাজনিত Pb/As পরিবীক্ষণ	১০,০০০/-	
১৮.	বায়ু নমুনায় বস্তুকণার ভর নির্ণয়	৪,০০০/-	
১৯.	UV-Visible Spectrophotometer পদ্ধতিতে বায়ুতে বস্তুকণাজনিত সালফেট পরিবীক্ষণ	৪,৫০০/-	
২০.	বায়ুতে বস্তুকণাজনিত কালো কার্বন পরিবীক্ষণ	১,৫০০/-	
২১.	AAS/XRF পদ্ধতিতে মানবদেহের রক্তে Pb নির্ণয়	৩,০০০/-	
২২.	Characterization of any known and unknown materials by XRD system	৪,০০০/-	বস্তু বিজ্ঞান বিভাগ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র শাহবাগ, ঢাকা
২৩.	Phase identification of any materials by XRD system	৪,০০০/-	
২৪.	Structural properties like lattice parameter cell volume, grain size etc, determination by XRD	৬,০০০/-	
২৫.	Quantitative phase analysis and percent of each compound present in the sample by XRD system	৬,০০০/-	
২৬.	Nano p articles size determination by XRD system	৬,০০০/-	
২৭.	Morphology study by SEM system	৩,০০০/-	
২৮.	Average grain size determination by SEM system	৩,০০০/-	
২৯.	Quantitative elemental analysis by EDAX system	৩,০০০/-	
৩০.	Both Morphology and electrical analysis by SEM system	৫,০০০/-	
৩১.	Magnetic properties study by VSM system	১,৫০০/-	
৩২.	Magnetization measurement at low (-170°C) and high temperatures (up to 700°C) by VSM system	১,৫০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
৩৩.	Hysteresis loop measurement by VSM system	১,৫০০/-	
Analysis of NRL			নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন অ্যান্ড কেমিস্ট্রি ডিভিশন পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৩৪.	Total Solids Content (%)	৫০০/-	
৩৫.	Dry Rubber Content (%)	৫০০/-	
৩৬.	Non-Rubber Content (%).	১,০০০/-	
৩৭.	Potassium Hydroxide (KOH)	১,৫০০/-	
৩৮.	Volatile Fatty Acid (VFA) Number	২,০০০/-	
৩৯.	Ammonia Content (%)	৫০০/-	
৪০.	Metal Content, Cu, Mn (ppm)	১,৫০০/- (প্রতি মৌল)	
৪১.	Sludge Content (%)	৫০০/-	
৪২.	Coagulum Content (%)	৫০০/-	
৪৩.	Radiation Vulcanization	১,০০০/- (প্রতি ২ লিটার)	
Measurement of Properties of NRL Films			
৪৪.	Tensile strength (MPa)	৫০০/-	
৪৫.	Elongation at break (%)	৫০০/-	
৪৬.	Swelling ratio	৫০০/-	
৪৭.	Cross-link density (No./ml)	৫০০/-	
৪৮.	Permanent set (%)	৫০০/-	
Analysis			রিঅ্যাক্টর অ্যান্ড নিউট্রন ফিজিক্স বিভাগ পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৪৯.	FAAS যন্ত্রের সাহায্যে পানি, মাটি শাক-সবজি, গুঁড়া দুধ, চা, তামাক, বেভারেজ, শস্য, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইফ্লুয়েন্ট নমুনা বিশ্লেষণ করে Mg/Ca/Cr/Mn/Fe/Ni/ Co/Cu/Zn/ cd/Pb নির্ণয়	১,৫০০/- (প্রতিটি মৌল)	
৫০.	NAA পদ্ধতিতে soil, sediment, sand এবং অন্যান্য geological নমুনায় বিভিন্ন Short-lived মৌল যেমনঃ Ti, V, Ca, Dy, Mn, Na, K Ges Medium and long-lived মৌল যেমনঃ As, Cr,	যথাক্রমে ২,৫০০/- এবং ২,০০০/- (প্রতি নমুনা)	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
	Co, Br, Sb, La, Eu, Yb, Hf, Au, U, Th, Fe, Rb, Ba, Ce, Sm, Tb উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়		
৫১.	NAA পদ্ধতিতে Foodstuffs নমুনায় বিভিন্ন Short-lived মৌল যেমনঃ Ti, V, Ca, Dy, Mn, Na, K মৌল যেমনঃ Medium and longlived: As, Cr, Co, Br, Sb, La, Eu, Yb, Hf, Au, U, Th, Fe, Rb, Ba, Ce, Sm, Tb উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়	যথাক্রমে ৩,০০০/- এবং ২,৫০০/- (প্রতি নমুনা)	
৫২.	NAA পদ্ধতিতে পানির নমুনায় আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়	১,৩০০/-	
৫৩.	NAA পদ্ধতিতে মানুষের চুলের নমুনায় আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়	৬০০/-	
৫৪.	Sampling charge (for collection of Carbon-14 (14c) samples from shallow and deep wells) bycarbonate precipitation method and submersible pump/other pumping method.	২,০০০/- থেকে ২,৫০০/-	আইসোটোপ হাইড্রোলজি বিভাগ পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৫৫.	Sampling charge for collection of groundwater and surface water samples (for stable isotopes (18O, 2H & 13C), Tritium (H) including hydrochemical (anion, cation & trace element) analysis/well purging)) by using different pumping system/in-situ measurement of physic chemical properties of samples.	১,৫০০/- থেকে ২,০০০/-	
৫৬.	Analysis of water samples for determination of TOC/DOC Ges BOD/COD values	যথাক্রমে ১,০০০/- এবং ২,০০০/-	
৫৭.	Parameter determination of one Geophysical Bore-hole Logging by Gamma/Gamma-gaimma/ Density/SP/SPR /Resistivity	৮০,০০০/- (+৩৫,০০০/- for the logging team)	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মিনার‍্যাল্স পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৫৮.	Caliper	২০,০০০/- (+৫,০০০/- for the logging team)	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
৫৯.	Temperature log	২০,০০০/- (+৫,০০০/- for the logging team)	
৬০.	Earth resistivity survey vertical electricity Sounding (VES)	২৫,০০০/- (+১০,০০০/- for the logging team)	
৬১.	GIS training/week	৬,০০০/- (Each Participant)	
৬২.	GIS-Map preparation	১০,০০০/- (For each Sampling map participant)	
৬৩.	GIS data analysis	১০,০০০/- (For each data anlysis map)	
৬৪.	Training on geophysical survey & borehole logging for three days	২৫,০০০/- (Each Participant)	
৬৫.	Petrological/Mineralogical analysis of geological sample	১২,০০০/- (Each Participant)	
৬৬.	Elemental analysis of geological sample using XRF	৫,০০০/- (Each sample)	
৬৭.	কাঁচা বালির মধ্যে ভারী খনিজ যেমন: ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, গারনেট, জিরকন, রুটাইল, কায়ানাইট, লিউকক্সিন ও মোনাজাইট চিহ্নিতকরণ।	৫,০০০/- (প্রতি ৫০ গ্রাম)	সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্র, কলাতলী, কক্সবাজার
৬৮.	কাঁচা বালির মধ্যে ভারী খনিজ যেমন: (ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, গারনেট, রুটাইল ও জিরকন) পৃথকীকরণ।	৬,০০০/- (প্রতি কেজি)	
৬৯.	Water content/Moisture content	৩০০/-	ফুড টেকনোলজি বিভাগ খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৭০.	Protein/Fat/Calcium/Phosphorus/Vitamin-C	১,০০০/-	
৭১.	Ash	৫০০/-	
৭২.	Carbohydrate	২,৫০০/-	
৭৩.	Iron/Beta carotene/Energy	১,৫০০/-	
৭৪.	Sugar/Glucose/Tyrosine	১,০০০/-	
৭৫.	Crude Fiber	২,০০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
৭৬.	Total Aerobic bacteria (Plate count/Membrane Filtration)	৬০০/-	মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভাগ খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৭৭.	Total Coliform Count	৬০০/-	
৭৮.	Fecal Coliform Count	৬০০/-	
৭৯.	Staphylococcus	৬০০/-	
৮০.	Salmonela/Shigella\	৬০০/-	
৮১.	Total fungi	৪০০/-	
৮২. ৮৩.	Sterility Test (Microbiological) Enterobacteriaceae (Detection/ Enumeration/ Identificatio)	৬০০/- ৬০০/-	
৮৪.	Agrochemicals (Pesticides like Aldrin/Dieldrin, Lindane, Endrin, Heptachlor, Methoxychlor, DDT, DDD, DDE, Endosulfan, Diazinon, Fenthion, Fenitrotheion, Chlorpyrifos, Malathion, Acephate Quinofos, Phosalon, Profenofos, Cypemethrin, Dichlorvos, Carbaryl, Carbofuran, Phenthoate, Methylparathion, Parathion, Pirimiphosmethyl) residue analysis of agricultural products/water and food materials)	২,০০০/- per solid sample and 1,500/- per water sample (in case of multi element analysis, additional Taka 200/- is payable for each of the additional element).	এগ্রোকেমিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনেমন্টাল রিসার্চ বিভাগ খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৮৫.	• Analysis of heavy metals/Trace elements (Cu, Mn, Fe, Zn, Cr, Cd, Pb) in the sample of sand, water and food items. • Estimation of oil contamination level/Fat in sand, water and food items	২,০০০/- per sample (in case of multi iresidue analysis, additional 500/- is payable for each of the additional pesticide). ২,০০০/- প্রতি নমুনা	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
	Medical Products		
৮৬.	Raw materials	৪০০/- প্রতি সিএফটি (০.৫-১০ কিলোগ্রে) ৭০০/- প্রতি সিএফটি (১০.১-২৫.০ কিলোগ্রে)	খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং রেডিয়েশন অ্যান্ড পলিমার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা
৮৭.	Family planning kits	৪০০/- প্রতি সিএফটি (১০-২৫ কিলোগ্রে)	
৮৮.	Eye drops in container	৪০০/- প্রতি সিএফটি (০.১-৫.০ কিলোগ্রে) ৫০০/- প্রতি সিএফটি (৫.০-১০.০ কিলোগ্রে)	
৮৯.	Other medical products (syringe surgical gauge, bandage, aluminium tube, specimen container, eye drops, empty infusion set, petri dish, filter etc.)	৪০০/- প্রতি সিএফটি (০.৫-৫.০ কিলোগ্রে ৫০০/- প্রতি সিএফটি ৫.১-১০ কিলোগ্রে ৫০০/- প্রতি সিএফটি ১০.১-২০ কিলোগ্রে ৭০০/- প্রতি সিএফটি ২০.১-২৫ কিলোগ্রে ৮০০/- প্রতি সিএফটি (২৫.১-৪০ কিলোগ্রে)	
৯০.	Spirulina	৫০/- প্রতি কেজি (০.১-৫.০ কিলোগ্রে) ৬০/- প্রতি কেজি (৫.১-১০ কিলোগ্রে)	
৯১.	Pet food	৪০/- প্রতি কেজি (০.১-৫.০ কিলোগ্রে) ৪৫/- প্রতি কেজি (৫.১-১০ কিলোগ্রে)	
৯২.	Betel leaf	১০/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে)	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
৯৩.	Betel nut, peanut	৪৫/- প্রতি কেজি (০.১-৫.০ কিলোগে) ৬০/- প্রতি কেজি (৫.১-১০ কিলোগ্রে)	
৯৪.	Rice and rice products	৩/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে) ৫/- প্রতি কেজি (৩.১-১০ কিলোগ্রে)	
৯৫.	Chanachur	১০/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে)	
৯৬.	Fresh fruits	৭/- প্রতি কেজি (০.০১-৩.০ কিলোগ্রে)	
৯৭.	Soya protein	৪০/- প্রতি কেজি (০.১-৬.০ কিলোগ্রে) ৫০/- প্রতি কেজি (৬.১-১০ কিলোগ্রে)	
৯৮.	Dry fruits	১৫/- প্রতি কেজি (০.০১-৬.০ কিলোগ্রে) ২৫/- প্রতি কেজি (৬.১-১০ কিলোগ্রে)	
৯৯.	Spices (powder or whole)	৪০/- প্রতি কেজি (০.০১-৬.০ কিলোগ্রে) ৪৫/- প্রতি কেজি (৬.১-১০.০ কিলোগ্রে)	
১০০.	Dry fish	৪০/- প্রতি কেজি (০.০১-৫.০ কিলোগ্রে) ৪৫/- প্রতি কেজি (৫.১-১০.০ কিলোগ্রে)	
১০১.	Potato, Onion, Ginger, Garlic	১/- প্রতি কেজি (০.০১-১.০ কিলোগ্রে) ৪/- প্রতি কেজি (১.১-৫.০ কিলোগ্রে)	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১০২.	Pulses/grains etc.	১০/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে) ২০/- প্রতি কেজি (৩.১-১০.০ কিলোগ্রে)	
১০৩.	Flour, Suji etc.	১০/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে) ২০/- প্রতি কেজি (৩.১-১০.০ কিলোগ্রে)	
১০৪.	Frozen fish/Shrimp	২৫/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে) ৪০/- প্রতি কেজি (৩.১-১০ কিলোগ্রে)	
১০৫.	Mushroom (Fresh)	৩০/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে) ৪০/- প্রতি কেজি (৩.১-১০ কিলোগ্রে)	
১০৬.	Mushroom (Dry)	৪৫/- প্রতি কেজি (০.১-৩.০ কিলোগ্রে) ৮০/- প্রতি কেজি (৩.১-১০ কিলোগ্রে)	
১০৭.	Peat soil	৭০/- প্রতি কেজি (১০.১-২৫ কিলোগ্রে) ৮০/- প্রতি কেজি (২৫.১-৪০ কিলোগ্রে)	
	General ultrasound		বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভাগীয়/ জেলা শহরে স্থাপিত বিভিন্ন ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন সায়েন্সেস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল স্থাপিত ন্যাশনাল
১০৮.	Hepatobiliary system (HBS)/Upper abdomen	৩০০/-	
১০৯.	Renal system (KUB)/Urinary system/Prostate	৩০০/-	
১১০.	USG of KUB+Prost+ MCC+ PVR	৪০০/-	
১১১.	Uterus adnexa/Lower abdomen	৩০০/-	
১১২.	Two system (HBS & KUB, HBS & LA, KUB & LA)	৪০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১১৩.	USG of whole Abdomen	৪৫০/-	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এলায়েড সায়েন্সেস (ল্যাব সুবিধা থাকা সাপেক্ষে)
১১৪.	USG of pregnancy Profile/Fetal Condition	৩০০/-	
১১৫.	USG of biophysical Profile	১,০০০/-	
১১৬.	Anomaly scan	১,০০০/-	
১১৭.	USG of twin pregnancy	৫০০/-	
১১৮.	HRUS of thyroid	৩০০/-	
১১৯.	HRUS of scrotum	৪০০/-	
১২০.	HRUS of breast	৪০০/-	
১২১.	HRUS of breast & axilla	৫০০/-	
১২২.	HRUS of muscle	৪০০/-	
১২৩.	HRUS of joint	৫০০/-	
১২৪.	HRUS of localpart (Chest, Neck, Superficial organ etc.)	৪০০/-	
১২৫.	HRUS of infant hypertrophic pyloric stenosis	৪০০/-	
১২৬.	HRUS of inflamed appendix/psoas abscess/parietal mass	৪০০/-	
১২৭.	HRUS of pediatric brain	৪০০/-	
১২৮.	HRUS of eye ball & orbit (one eye)	৩০০/-	
১২৯.	HRUS of eye ball & orbit (two eye)	৪০০/-	
১৩০.	Endocavitary studies (TVS/TRUS)	৭০০/-	
	Color Duplex		
১৩১.	Duplex evaluation of Carotid & vertebral arteries	১,০০০/-	
১৩২.	Duplex evaluation of all limbs (4 limbs)	২,০০০/-	
১৩৩.	Both lower limb vessels/Upper limb vessels (2 limbs)	১,২০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১৩৪.	Duplex evaluation of single limb vessel for dialysis fistula channel	৮০০/-	
১৩৫.	Duplex hemangioma/AVM evaluation	৮০০/-	
১৩৬.	Duplex evaluation of renal artery /transplant kidney	১,২০০/-	
১৩৭.	Duplex evaluation of cirrhosis & portal hypertension	১,০০০/-	
১৩৮.	Duplex evaluation of peripheral mass	১,০০০/-	
১৩৯.	Duplex evaluation of abdominal tumor	১,০০০/-	
১৪০.	Penile Duplex	১,৪০০/-	
১৪১.	Obstetric Duplex (Pregnancy, Fetal velocimetry/Fetal Echo	১,০০০/-	
১৪২.	Duplex evaluation of uterus & adnexa	৮০০/-	
১৪৩.	Duplex evaluation of ectopic pregnancy	৮০০/-	
১৪৪.	Endocavitary color Duplex (TVS/TRUS)	১,২০০/-	
১৪৫.	Duplex evaluation of abdominal aorta	৮০০/-	
১৪৬.	Scrotal Duplex/ Duplex varicocele evaluation	৮০০/-	
	3-D & 4-D Ultrasound		
১৪৭.	4-D evaluation of fetus in early pregnancy	১,০০০/-	
১৪৮.	3-D evaluation of fetal face	১,০০০/-	
১৪৯.	3-D multi-planner evaluation of adnexal mass	১,০০০/-	
১৫০.	3-D evaluation of fetal congenital anomaly	১,০০০/-	
১৫১.	3-D multi-planner evaluation of uterine mass/anomaly	৯০০/-	
১৫২.	3-D multi-planner evaluation of abdominal mass	৯০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
	Special Ultrasound		
১৫৩.	Elastoscan: Thyroid/breast/other	১,০০০/-	
	Interventional Ultrasound		
১৫৪.	USG guided aspiration	৮০০/-	
১৫৫.	USG guided ethanol injection	৬০০/-	
১৫৬.	Neonatal hypothyroid screening filter paper TSH	৩০০/-	
১৫৭.	Thyroid stimulating hormone (TSH)	৩৫০/-	
১৫৮.	Free T3 (FT3)/Triiodothyronine (T3)	৪৫০/-	
১৫৯.	Free T4 (FT4)/Triiodothyronine (T4)	৪৫০/-	
১৬০.	Follicle stimulating hormone FSH)	৫০০/-	
১৬১.	Luteinizing hormone (LH)	৫০০/-	
১৬২.	Prolactin (PRL)	৫০০/-	
১৬৩.	Progesterone	৫০০/-	
১৬৪.	Oestrogen/ Estradiol	৫০০/-	
১৬৫.	Cortisol	৫০০/-	
১৬৬.	Calcitonin	৫০০/-	
১৬৭.	Testosterone	৬০০/-	
১৬৮.	Tg (Thyroglobulin)	৬০০/-	
১৬৯.	Anti Tg Antibody (Tg Ab)	৬০০/-	
১৭০.	TMAb (Thyroid microsomal antibody) /AntiTPAb /Antithyroid Ab	৬০০/-	
১৭১.	PSA	৬০০/-	
১৭২.	Carcinoembryonic antigen	৬০০/-	
১৭৩.	B-HCG	৬০০/-	
১৭৪.	AFP (Alpha feto-protein)	৬০০/-	
১৭৫.	CA-125	৮০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১৭৬.	PTH (Parathyroid hormone)	৮০০/-	
১৭৭.	Free T3, T4 & TSH/Total T3, T4 & TSH	১,১০০/-	
১৭৮.	FT3+ TSH / T3 + TSH	৮০০/-	
১৭৯.	FT4+ TSH / T4+ TSH	৮০০/-	
১৮০.	LH+FSH+PRL	১,০০০/-	
১৮১.	LH+FSH	৭০০/-	
১৮২.	LH+PRL	৭০০/-	
১৮৩.	FSH+PRL	৭০০/-	
১৮৪.	FSH+LH+PRL+Progesterone+ Estrogen+Testosterone	১,৮০০/-	
১৮৫.	FSH+LH+PRL+Progesterone+Testosterone	১,৫০০/-	
১৮৬.	FSH+LH+PRL+Testosterone	১,২০০/-	
১৮৭.	FSH+LH+PRL+Estrogen+Testosterone	১,৫০০/-	
১৮৮.	FSH+LH+PRL+Progesterone+ Estrogen	১,৫০০/-	
১৮৯.	FSH+LH+PRL+Progesterone	১,২০০/-	
১৯০.	FSH+LH+PRL+Estrogen	১,২০০/-	
১৯১.	FSH/LH/PRL (any two)+ Progesterone +Estrogen+ Testosterone	১,৫০০/-	
১৯২.	FSH/LH/PRL (any two)+ Progesterone + Testosterone	১,২০০/-	
১৯৩.	FSH/LH/PRL (any two)+ Testosterone	১,০০০/-	
১৯৪.	FSH/LH/PRL (any two)+ Estrogen +Testosterone	১,২০০/-	
১৯৫.	FSH/LH/PRL (any two)+ Progesterone +Estrogen	১,২০০/-	
১৯৬.	FSH/LH/PRL (any two)+ Progesterone	১,০০০/-	
১৯৭.	FSH/LH/PRL (any two)+ Estrogen	১,০০০/-	
১৯৮.	FSH/LH/PRL (any one)+ Progesterone +Estrogen+ Testosterone	১,২০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
১৯৯.	Progesterone+Testosterone	১,০০০/-	
২০০.	FSH/LH/PRL one)+Testosterone	৭০০/-	
২০১.	FSH/LH/PRL (any one)+ Estrogen +Testosterone	১,০০০/-	
২০২.	FSH/LH/PRL (any one)+ Progesterone +Estrogen	১,০০০/-	
২০৩.	FSH/LH/PRL(any one)+ Progesterone	৭০০/-	
২০৪.	FSH/LH/PRL (any one)+ Estrogen	৭০০/-	
২০৫.	Estrogen+ Progesterone	৭০০/-	
২০৬.	Testosterone+ Estrogen	৭০০/-	
২০৭.	Testosterone+ Progesterone	৭০০/-	
২০৮.	Estrogen+ Progesterone+ Testosterone	১,০০০/-	
২০৯.	Anti-thyroid Ab+ Anti-thyroi microsomal Ab	১,০০০/-	
২১০.	Anti-thyroid Ab+ Anti-thyroi microsomal Ab + AntiTPAb	১,২০০/-	
Thyroid (Diagnostic)			
২১১.	Thyroid scan (Tc-99m)	৫০০/-	
২১২.	Thyroid uptake study	৪০০/-	
২১৩.	Thyroid scan + Thyroid uptal study	৮০০/-	
২১৪.	Thyroid scan + Serum FT3/T3/FT4/T4, TSH	১,৩০০/-	
২১৫.	Thyroid scan + HRUS of thyroid + Serum FT3/T3, FT4/ T4, TSH	১,৪০০/-	
২১৬.	Tyroid scan + Uptake + Serum FT3/T3, FT4/ T4, TSH	১,৪০০/-	
২১৭.	Thyroid scan + Uptake + HRUS + Serum FT3/T3, FT4/T4, TSH	১,৬০০/-	
২১৮.	HRUS of thyroid+FT3/T3+ FT4/ T4+TSH	১,৩০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
২১৯.	1-131 Thyroid scan	৫০০/-	
২২০.	Whole body I-131 Thyroid scan	১,২০০/-	
২২১.	Tg+TSH (Only for therapy follow up patients)	৫০০/-	
২২২.	FT4+ TSH (Only for therapy follow up patients)	৫০০/-	
২২৩.	FT3+TSH (Only for therapy follow up patients)	৫০০/-	
২২৪.	FT3/T3+FT4/T4+TSH+Tg (Only for therapy follow up patients)	৮০০/-	
	Pherapy		
২২৫.	Beta radiation of Pterygium (post operative)	৫০০/-	
২২৬.	Beta radiation of SCC (post operative)	৫০০/-	
২২৭.	Post-operative thyroid ablation with I-131 for differentiated thyroid cancer (30-50 mCi)	২,৫০০/-	
২২৮.	Post-operative thyroid ablation with I-131 for differentiated thyroid cancer (100 mCi)	৫,০০০/-	
২২৯.	Post-operative thyroid ablation with I-131 for differentiated thyroid cancer (Large dose>100 mCi)	৮,০০০/-	
২৩০.	Radioiodine treatment for Grave's disease, toxic thyroid nodule and multinodular toxic goiter	২,০০০/-	
	Computed Tomography (CT)		
২৩১.	Brain CT with reporting	২,০০০/-	
২৩২.	Brain CT without reporting	১,৫০০/-	
২৩৩.	Brain Perfusion CT with reporting	২,২০০/-	
২৩৪.	Brain Perfusion CT without reporting	১,৭০০/-	
২৩৫.	Cervical CT with reporting	২,০০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
২৩৬	Cervical CT without reporting	১,৫০০/-	
২৩৭.	Chest CT with reporting	২,৫০০/-	
২৩৮.	Chest CT without reporting	২,০০০/-	
২৩৯.	CT Reporting	৫০০/-	
২৪০.	Lower Abdomen CT with reporting	২,০০০/-	
২৪১.	Lower Abdomen CT without reporting	১,৫০০/-	
২৪২.	Lumber CT with reporting	২,০০০/-	
২৪৩.	Lumber CT without reporting	১,৫০০/-	
২৪৪.	Orbit/Sinus CT with reporting	২,০০০/-	
২৪৫.	Orbit/Sinus CT without reporting	১,৫০০/-	
২৪৬.	Other parts CT with reporting	২,৫০০/-	
২৪৭.	Other parts CT without reporting	২,০০০/-	
২৪৮.	Thoracic CT with reporting	২,০০০/-	
২৪৯.	Thoracic CT without reporting	১,৫০০/-	
২৫০.	Upper Abdomen CT with reporting	২,৫০০/-	
২৫১.	Upper Abdomen CT without reporting	১,৫০০/-	
২৫২.	Whole Abdomen CT with reporting	৪,০০০/-	
২৫৩.	Whole Abdomen CT without reporting	৩,৫০০/-	
২৫৪.	Whole Spine CT with reporting	৪,০০০/-	
২৫৫.	Whole Spine CT without reporting	৩,৫০০/-	
	General Scintigraphy		
২৫৬.	Bone scan	১,০০০/-	
২৫৭.	3-Phase bone scan	১,৫০০/-	
২৫৮.	Single spot bone scan (Tc-99m)	৮০০/-	
২৫৯.	Tc 99m Brain Scan	৬০০/-	
২৬০.	DTPA Renogram with camera GFR (Tc-99m)	১,০০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
২৬১.	DTPA Captopril renogram (Tc-99m)	১,৫০০/-	
২৬২.	DTPA Renogram and serum sample GFR (Tc-99m)	১,২০০/-	
২৬৩.	DMSA-Renal scan (Tc-99m)	৮০০/-	
২৬৪.	Vesicoureteric reflux study	৮০০/-	
২৬৫.	Liver Scan (Tc-99m)	৮০০/-	
২৬৬.	Liver Spleen Scan (Tc-99m)	১,০০০/-	
২৬৭.	Liver Perfusion/Flow	১,২০০/-	
২৬৮.	Hepatobiliary scan	১,২০০/-	
২৬৯.	Scan for gastrointestinal bleeding (RBC)	১,০০০/-	
২৭০.	RBC-Scan for Hemangioma	১,০০০/-	
২৭১.	Salivary Scan	৮০০/-	
২৭২.	Meckel's Diverticulum Scan	১,০০০/-	
২৭৩.	Testicular scan	৮০০/-	
২৭৪.	Cardiac MUGA	১,৫০০/-	
২৭৫.	Lung perfusion	১,২০০/-	
২৭৬.	Lymphoscintigraphy for lymphatic drainage evaluation	১,৫০০/-	
২৭৭.	Lymphoscintigraphy for sentinel LN	৮০০/-	
২৭৮.	V-P Shunt patency study	১,০০০/-	
	SPECT		
২৭৯.	SPECT Bone scan	২,৫০০/-	
২৮০.	SPECT HMPAO Cerebral perfusion imaging	৩,০০০/-	
২৮১.	SPECT Kidney scan	১,২০০/-	
২৮২.	SPECT Liver scan	১,২০০/-	
২৮৩.	SPECT Lung peffusion	১,৫০০/-	
২৮৪.	SPECT Lung VQ scan	২,৫০০/-	

ক্র. নং	সেবা/পরীক্ষার নাম	সেবার মূল্য (টাকা)	সেবা প্রদানের স্থান
২৮৫.	SPECT MIBI parathyroid imaging	৩,০০০/-	
২৮৬.	SPECT Myocardial perfusion (rest)	৩,৫০০/-	
২৮৭.	SPECT Myocardial perfusion (stress + rest)	৭,০০০/-	
	SPECT-CT		
২৮৮.	SPECT-CT Lung VQ Scan	৩,০০০/-	
২৮৯.	SPECT-CT Brain Scan	৩,০০০/-	
২৯০.	SPECT-CT Parathyroid	৪,০০০/-	
২৯১.	SPECT-CT Salivary Scan	১,৫০০/-	
২৯২.	SPECT-CT Liver Spleen Scan	১,৫০০/-	
২৯৩.	SPECT-CT other	৩,৫০০/-	
২৯৪.	SPECT-CT Brain tumor recurrce	৬,০০০/-	
২৯৫.	SPECT-CT Whole body bone Scan Associated Studies	৩,০০০/-	
২৯৬.	ETT	১,২০০/-	
২৯৭.	BMD (Bone mineral density) study PET-CT	১,৫০০/-	
২৯৮.	^{18}F FDG whole body PET-CT scan	৩০,০০০/-	
২৯৯.	^{18}F FDG whole body PET-CT scan with contrast	৩৫,৫০০/-	
৩০০.	^{18}F FDG cardiac PET-CT scan	৩০,০০০/-	
৩০১.	^{18}F whole body bone PET-CT scan	২০,০০০/-	
৩০২.	^{18}F FLT whole body bone PETCT scan	২০,০০০/-	
৩০৩.	^{13}NH3, PET-CT Sce in for Cardiac	৪০,০০০/-	
৩০৪.	^{11}C Acetate PET-CT Scan	৪০,০০০/-	
৩০৫.	^{11}C Methionine PET-CT scan	৪০,০০০/-	
৩০৬.	^{11}C Choline PET-CT Scan	৪০,০০০/-	
৩০৭.	^{15}O water study PET-CT scan	৪০,০০০/-	
৩০৮.	Sample analysis for MSc. MPhil. MD und PhD Students (not working with BAEC scientists)	50% less than the fixed amount Not applicable for PET-CT image analysis	

মাহবুবুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠনতন্ত্র

উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব

উপজেলা: জেলা:

গঠনতন্ত্র

ধারা নং-০১ : সংস্থার নাম

উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠনতন্ত্র

ধারা নং-০২ : সংস্থার ঠিকানা

(প্রাথমিকভাবে উপজেলা সদরের যে কোন সরকারি/বেসরকারি মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ে এ ক্লাবের কার্যালয় থাকবে। পরবর্তীতে ক্লাবের সঙ্গতি অনুযায়ী নিজস্ব জমিতে/ভবনে ক্লাবের কার্যালয় স্থাপন করা হবে)

ধারা নং-০৩ : সংস্থার কর্ম এলাকা

.... উপজেলার সম্পূর্ণ এলাকাই এ ক্লাবের কার্য এলাকা বিবেচিত হবে। তবে ক্লাব উপজেলার যে কোন স্থানে উহার শাখা স্থাপন করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে ক্লাব একটি কেন্দ্রীয় ক্লাব বা 'ক' শ্রেণির ক্লাব হিসেবে বিবেচিত হবে এবং শাখা ক্লাব 'খ' শ্রেণির ক্লাব হিসেবে বিবেচিত হবে।

ধারা নং-০৪ : সংস্থার উদ্দেশ্য

(১) উপজেলার জনসাধারণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(২) উপজেলার সকল পর্যায়ের নাগরিকগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বাস্তব ধারণা প্রদান এবং সর্বস্তরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলা;

(৩) জনসাধারণকে কৃষি, স্বাস্থ্যসহ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে ক্লাবের মাধ্যমে সমাধানে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৪) শিশু-কিশোর তরুণসহ উদ্যোগী সকলকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিধর্মী উদ্ভাবনীমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;

(৫) বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ নানাবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

(৬) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে কৃতি ব্যক্তিদের উৎসাহ ও পুরস্কৃত করা;

(৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশের সহায়তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

(৯) সৌরজগত তথা মহাকাশ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা;

(১০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(১১) উপজেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবকে শাখা ক্লাব হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ কিংবা শাখা ক্লাব স্থাপন এবং শাখা ক্লাবসমূহকে বিভিন্ন সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং সকল ক্লাবের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপজেলায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করা;

(১২) উপজেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক সরকারি নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করা;

(১৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা; এবং

(১৪) জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

ধারা নং-০৫ : সদস্য পদ

ক) **যোগ্যতা**

উপজেলায় কর্মরত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী, উপজেলাস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের শিক্ষক এবং নবম থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং উপজেলায় অবস্থানরত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ বা উৎসাহী অপেশাদার উদ্ভাবক ও প্রযুক্তিবিদগণ সংস্থার সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন।

(খ) **এই প্রতিষ্ঠানের ৪(চার) ধরনের সদস্য থাকবে—**

(১) পদাধিকার বলে সদস্য (২) সাধারণ সদস্য (৩) আজীবন সদস্য (৪) তালিকাভুক্ত শাখা বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য।

(১) পদাধিকার বলে সদস্য—

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলায় কর্মরত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দপ্তরসমূহের প্রধানগণ, পৌরসভার মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যানগণ, উপজেলার আওতাধীন সরকারি মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকগণ ।

(২) সাধারণ সদস্য—

সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আগ্রহী কর্মকর্তা/কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের শিক্ষকগণ, উপজেলায় বসবাসরত নবম থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অধ্যয়নরত বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, উপজেলায় বসবাসরত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উৎসাহী অপেশাদার উদ্ভাবক ও প্রযুক্তিবিদগণ ।

(৩) তালিকাভুক্ত শাখা বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধি সদস্য—

উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব যদি উপজেলার অন্য কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত কোন বিজ্ঞান ক্লাবকে তালিকাভুক্ত করে তবে উক্ত তালিকাভুক্ত ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা উক্ত ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের ২ জন মনোনীত সদস্য।

(৪) আজীবন সদস্য—

কোন ব্যক্তি আজীবন সদস্য চাঁদা প্রদান করে আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করলে উক্ত ব্যক্তি আজীবন সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। উল্লেখ্য পূর্বে তার সাধারণ সদস্যপদ থাকলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা নং-০৬ : সদস্যপদ লাভের পদ্ধতি

ক) সাধারণ সদস্য

সংস্থার সদস্যপদ লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সভাপতি বরাবরে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং আবেদনপত্রটি যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদ্যদের সমর্থনে অনুমোদিত হয় তবে তিনি সংস্থার নির্ধারিত ভর্তি ফি প্রদান করে সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

খ) আজীবন সদস্য কোন ব্যক্তি আজীবন সদস্য হবার জন্য সভাপতি বরাবরে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন। দাখিলকৃত আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে আবেদনকারী কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা এককালীন জমা দিয়ে আজীবন সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। ক্লাব প্রতিষ্ঠায় বা ক্লাবের কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি বিশেষ কোন ব্যক্তিকে আজীবন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

ধারা নং-০৭ : সদস্যপদ স্থগিত ও বাতিল

নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সদস্যের সদস্যপদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক স্থগিত/বাতিল করা যেতে পারে—

ক) গঠনতন্ত্র ও সংস্থার স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ করলে;

খ) বাৎসরিক চাঁদা এক বৎসরের বেশি বকেয়া থাকলে;ৎ

গ) পর পর ৩ (তিন) টি সভায় পূর্বানুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে;

ঘ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে;

ঙ) মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে বা মৃত্যুবরণ করলে এবং

চ) কোন উপযুক্ত ফৌজদারি আদালত কর্তৃক বিচারের মাধ্যমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে।

ধারা নং-০৮ : সদস্যপদ বাতিলের পদ্ধতি

কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ৭নং ধারায় বর্ণিত যে কোন বিষয়ে লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ অংশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সদস্যপদ স্থগিতের পূর্বে বিষয়টির সঠিকতা নির্ধারণ করতে হবে এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

ধারা নং-০৯ : সদস্যপদ পুনর্বহাল

সদস্যপদ পুনর্বহালের জন্য বাতিলকৃত সদস্য লিখিতভাবে সভাপতির নিকট আবেদন জানাবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশের সিদ্ধান্তে সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাবে। সদস্যপদ পুনর্বহাল হলে পুনরায় ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে ।

ধারা নং-১০ : উপদেষ্টা পরিষদ

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

প্রধান উপদেষ্টা :
স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য।

উপদেষ্টা :

১। জেলা প্রশাসক

২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

৩। সিভিল সার্জন

৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৫। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

৬। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১০। অধ্যক্ষ, স্থানীয় সরকারি মহাবিদ্যালয় (উপজেলায় সরকারি মহাবিদ্যালয় থাকলে)

১১। উপজেলার প্রথিতযশা বিজ্ঞানী/প্রযুক্তিবিদ

১২। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বা বিজ্ঞান শিক্ষক

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপদেষ্টা পরিষদের সাচিবিক সহায়তা দিবেন এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে উপজেলার প্রথিতযশা বিজ্ঞানী/ প্রযুক্তিবিদ/ অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপক শিক্ষকের নাম অন্তর্ভুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন।

ধারা নং-১১ : সাংগঠনিক কাঠামো

এ প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ২(দুই)টি পরিষদ থাকবে—

(ক) সাধারণ পরিষদ

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ।

(ক) **সাধারণ পরিষদ : গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা—**

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে। বৎসরে কমপক্ষে ১(এক) বার এ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এ পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হবেন।

দায়িত্ব ও ক্ষমতা: এ পরিষদ—

১। প্রতিষ্ঠানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে;

২। ইহা গঠনতন্ত্র অনুমোদন, ধারা-উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সংশোধন করবে;

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে;

৪। বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক কার্যবিবরণী এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করবে; এবং

৫। কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হলে সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) **কার্যনির্বাহী পরিষদ—**

(১) সভাপতি- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
পদাধিকার বলে সভাপতি হবেন - ১টি পদ (নির্ধারিত ১ জন)

(২) সহ-সভাপতি (স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক উপজেলায় কর্মরত বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরসমূহের প্রধানদের মধ্য থেকে ১ জন মনোনীত এবং ১জন নির্বাচিত নির্বাচিত সহ-সভাপতি ১নং সহ-সভাপতি হিসেবে গণ্য হবে)	- ২টি পদ
(৩) সাধারণ সম্পাদক	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(৪) যুগ্ম সম্পাদক	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(৫) কোষাধ্যক্ষ	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(৬) দপ্তর সম্পাদক	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(৭) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(৮) সম্পাদক (পদার্থ বিজ্ঞান)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(৯) সম্পাদক (গণিত)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১০) সম্পাদক (রসায়ন)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১১) সম্পাদক (জীব বিজ্ঞান)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১২) সম্পাদক (কৃষি বিজ্ঞান)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১৩) সম্পাদক (ভূগোল ও পরিবেশ)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১৪) সম্পাদক (স্বাস্থ্য সেবা)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১৫) সম্পাদক (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও কল্যাণ)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১৬) সম্পাদক (আইসিটি)	- ১টি পদ (নির্বাচিত)
(১৭) কার্যনির্বাহী সদস্য ৬ জন (৩জন স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত এবং ৩ জন নির্বাচিত	- ৬টি পদ (৩টি নির্বাচিত)
	মোট : ২৩ টি পদ

দায়িত্ব—

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ২ বছর।

এ পরিষদের দায়িত্ব নিম্নরূপ—

১। ক্লাবের নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালন করা;

২। বাৎসরিক বাজেট, বার্ষিক কার্যবিবরণী তৈরি করা এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করা;

৩। ঘোষিত বাজেটের অর্থ সংগ্রহে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৪। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তব রূপদানের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং

৫। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন।

ধারা নং-১২ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতি—

ক) তিনি ক্লাবের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

খ) তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

গ) তার স্বাক্ষরে সকল পরিষদের সভার সিদ্ধান্তাবলি প্রচারিত হবে;

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমতামূলক যে কোন বিষয়ে নির্ণায়ক ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে পারবেন;

ঙ) তিনি সংস্থার পক্ষে যাবতীয় চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবেন;

চ) তিনি সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন;

ছ) তিনি ক্লাবের পক্ষে বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগের কার্য সম্পাদন করবেন;

জ) তিনি ক্লাবের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদনের ব্যবস্থা নিবেন।

ঝ) সভাপতি তার এখতিয়ারাধীন কোন দায়িত্ব পালনের জন্য যে কোন কর্মকর্তার সহযোগিতা নিতে পারবেন।

সহ-সভাপতি—

ক) তিনি যাবতীয় কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন;

খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিগণ ক্রমানুসারে সভাপতির সব দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন না।

সাধারণ সম্পাদক—

ক) তিনি ক্লাবের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন;

খ) তিনি ক্লাবের কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

গ) যাবতীয় রেকর্ড পত্রাদি, দলিল সংরক্ষণ এবং সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

ঘ) বার্ষিক বাজেট ও কার্যবিবরণী তৈরি করবেন;

ঙ) তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল পরিষদের সভা আহ্বান করবেন;

চ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, পদত্যাগ, পুনর্বহাল, বরখাস্ত, চাকুরীর শর্তাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

ছ) তিনি ক্লাবের প্রধান সমন্বয়কারী হবেন;

জ) তিনি সভাপতির সঙ্গে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

যুগ্ম-সম্পাদক—

ক) তিনি সকল কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন;

খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করবেন;

গ) অন্য কোন সম্পাদকের পদ শূন্যতা জনিত কারণে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য উক্ত দায়িত্ব পালন করবে।

কোষাধ্যক্ষ—

ক) অর্থ সংক্রান্ত নথিপত্র ভাউচারালি সংরক্ষণ করবেন;

খ) সকল অর্থ রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন;

গ) বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী তৈরি করতে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন;

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অর্থ নগদ হিসাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন;

ঙ) তিনি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

দপ্তর সম্পাদক—

ক) তিনি দপ্তর পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন;

খ) তিনি দাপ্তরিক সকল খাতাপত্র, রেকর্ড ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন;

গ) দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক—

ক) তিনি ক্লাবের বিভিন্ন প্রকার প্রচার কার্যক্রম এবং প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন;

খ) বিভিন্ন প্রকাশনা কাজে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

সম্পাদক (পদার্থ বিজ্ঞান/গণিত/রসায়ন/জীব বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/ভূগোল ও পরিবেশ/আইসিটি/ স্বাস্থ্য সেবা/ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও কল্যাণ)—

ক) স্ব-স্ব ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন;

খ) তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক উৎসাহ সৃষ্টিতে কর্মসূচি প্রণয়ন ও উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করবেন;

গ) গঠনতন্ত্রের ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সাধারণ সম্পাদককে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহযোগিতা করবনে।

কার্যনির্বাহী সদস্য

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন;

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা নং-১৩ : সভা আহ্বান

ক) কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ পরিষদের সভা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করতে হবে;

খ) জরুরি সভা সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে ০৭(সাত) দিন এবং নির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করতে হবে;

গ) অতি জরুরি সভা সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে ০৩(তিন)দিন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা নং-১৪ : সভার কোরাম

এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ঐ পরিষদের সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা নং-১৫ : মুলতবি সভা

মুলতবি সভার ক্ষেত্রে সভাপতি সে সভাতেই অথবা পরবর্তীতে নোটিশের মাধ্যমে সভার তারিখ জানিয়ে দিবেন। মুলতবি সভায় পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে এবং কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা নং-১৬ : তলবি সভা

দীর্ঘদিন যাবৎ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ইচ্ছাকৃতভাবে সভা আহ্বান না করলে কিংবা সাধারণ সম্পাদকের কোন কাজে ক্লাবের ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে সংস্থার ১/৩ অংশ সাধারণ পরিষদের সদস্য লিখিতভাবে প্রথমে সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানাবেন। আবেদনের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে অনুরূপভাবে সভাপতি বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সভাপতি সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীগণ একজনকে আহ্বায়ক করে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা নং-১৭ : নির্বাচন বিধি

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৩ (তিন) মাস আগে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে হবে এবং ঐ সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য সদস্যগণের একজনকে প্রধান করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী এর সদস্য হতে পারবেন না। তবে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত আকারে গঠিত হবে। প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্র মোতাবেক সাধারণ পরিষদ গঠন করবেন।

ধারা নং-১৮ : নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

ক) নির্বাচনের তফসিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

খ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা;

গ) গোপন ভোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা;

ঘ) নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনের বিলুপ্তি ঘটবে।

ধারা নং-১৯ : নির্বাচনী আপিল

(১) ভোটার তালিকা প্রণয়ন, মনোনয়নপত্র বাছাই, নির্বাচন অনুষ্ঠান বা নির্বাচনী ফলাফল বিষয়ে কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিষ্পন্নের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আপিল করতে পারবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আপিল আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পক্ষদের শুনানি নিয়ে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্তে কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্তের প্রত্যায়িত নকলসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করা যাবে এবং জেলা প্রশাসক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে পক্ষদের শুনানি গ্রহণ করে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা নং-২০ : ভোটার

সকল সাধারণ, আজীবন ও তালিকাভুক্ত বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধি সদস্য ভোটার হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে সদস্য পদের মেয়াদ তফসিল ঘোষণার তারিখে ১ (এক) মাস পূর্ণ না হলে অথবা নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত সদস্য চাঁদা পরিশোধ না করলে ভোটার হিসেবে গণ্য হবে না।

ধারা নং-২১ : এডহক কমিটি

নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হলে বা অন্য কোন কারণে বিশেষ প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ সদস্যগণের মধ্য থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক এডহক কমিটি গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি যতদ্রুত সম্ভব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

ধারা নং-২২ : আর্থিক বছর গননা

০১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বছর গননা করা হবে।

ধারা নং-২৩ : সদস্য ভর্তি ও মাসিক চাঁদা ইত্যাদি নির্ধারণ

সদস্য ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, আজীবন সদস্য ফি ও অন্যান্য ফি ও চাঁদা ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনে উক্ত ফি-সমূহ পুনঃনির্ধারণের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা নং-২৪ : তহবিলের উৎস

ক) সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা ও অনুদান ইত্যাদি;

খ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও আর্থিক অনুদান।

ধারা নং-২৫ : তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

ক) প্রতিষ্ঠানের সমুদয় অর্থ স্থানীয় যে কোন সিডিউল ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলে জমা রাখতে হবে;

খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে;

গ) কোষাধ্যক্ষ চেকবই সংরক্ষণসহ ব্যাংক হিসাব তদারকি করবেন।

ধারা নং-২৬ : হিসাব নিরীক্ষা

প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরীক্ষা করাতে হবে।

ধারা নং-২৭ : কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ পূরণ

কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা যাবে।

ধারা নং-২৮ : কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ উপযুক্ততা যাচাই পূর্বক সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি নিয়োগাদেশ জারি করবেন এবং নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বেতন-ভাতা নির্ধারণ করবেন।

ধারা নং-২৯ : গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি

অত্র সংস্থার গঠনতন্ত্রের ধারা, উপধারা সংশোধন, পরিবর্তন, বাতিল ও সংযোজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদনের পর সাধারণ পরিষদের উপস্থিত সদস্যগণের ২/৩ অংশের সদস্যের সমর্থিত সিদ্ধান্তে এবং রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা কার্যকরী হবে।

ধারা নং-৩০ : প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ

এই সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই গঠনতন্ত্রে যে সকল বিষয় বিবৃত হয়নি সে সকল বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান প্রযোজ্য।

ধারা নং-৩১ : নিবন্ধন

উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর থেকে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন গ্রহণ করবে এবং উপজেলার অন্যান্য বিজ্ঞান ক্লাবকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

ধারা নং-৩২ : পরিদর্শন

জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাদের প্রতিনিধি উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মাধ্যমে প্রেরিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব বাস্তবায়ন করবে।

ধারা নং-৩৩ : বিলুপ্তি, হেফাত ও রহিতকরণ

কোন কারণে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব বিলুপ্ত হলে এর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

এ গঠনতন্ত্রটি ..../............./২০১৫ ইং তারিখে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর : ....
নাম :	নাম : ....
সাধারণ সম্পাদক	সভাপতি
উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব	উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব
.....................................উপজেলা	.....................................উপজেলা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধীকরণ ফরম

০১। ক) ক্লাবের নাম : ....

খ) ক্লাবের ডাক যোগাযোগের ঠিকানা : গ্রাম .... ডাকঘর ....

থানা/উপজেলা : .... জেলা : ....

০২। বিজ্ঞান ক্লাবটি কোন শ্রেণিভুক্ত :

ক - শ্রেণি : কেন্দ্রীয় ক্লাব (যার শাখা আছে)
খ - শ্রেণি ও শাখা ক্লাব (যা কোন কেন্দ্রীয় ক্লাবের শাখা)
গ - শ্রেণি ঃ একক ক্লাব (যার কোন শাখা নাই)
উল্লেখিত শ্রেণিসমূহের মধ্যে যেটি প্রাসঙ্গিক তা উল্লেখ করুন।

০৩। কেন্দ্রীয় ক্লাবের (শুধুমাত্র “খ” শ্রেণি ক্লাবের জন্য প্রযোজ্য)

ক) নাম : ....

খ) ক্লাবের ডাক যোগাযোগের ঠিকানা : গ্রাম .... ডাকঘর ....

থানা/উপজেলা : .... জেলা : ....

০৪। ক্লাবের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত প্রতিবেদন(প্রমাণাদিসহ):

০৫। প্রতিষ্ঠাকাল :

০৬। ক্লাব পরিচালনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলি
ক) ক্লাবের নাম : ....

খ) ক্লাবের ডাক যোগাযোগের ঠিকানা : গ্রাম .... ডাকঘর ....

থানা/উপজেলা : .... জেলা : ....:
(এক কপি গঠনতন্ত্র পাঠাতে হবে)।

০৭। ক্লাবের

ক) উপদেষ্টার নাম ও ঠিকানা
খ) সভাপতি/পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
গ) সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা।
ঘ) কোষাধ্যক্ষের নাম ও ঠিকানা

০৮। বর্তমান কার্যকরী সদস্যদের নাম ও ঠিকানা :
(সংযুক্তি আকারে দিতে হবে)

০৯। বর্তমান সদস্য সংখ্যা :

১০। শাখা সংখ্যা :
(শুধু "ক" শ্রেণির ক্লাবের জন্য প্রযোজ্য)
(প্রত্যেক শাখার জন্য নাম ও পূর্ণ ঠিকানা
পরিশিষ্ট হিসেবে যোগ করতে হবে)

১১। ক্লাবের ব্যাংক একাউন্টের নাম ও নম্বর : ....

তারিখ :

ব্যাংকের নাম ও শাখা ...

(ব্যাংক একাউন্ট ক্লাবের নাম অনুসারে হতে হবে)

১২। ক্লাবের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা
ক) গবেষণাগার (যন্ত্রপাতির তালিকাসহ) :
খ) পাঠাগার (বইয়ের সংখ্যাসহ)
গ) আসবাবপত্র
ঘ) প্রকাশনা
ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে)

১৩। কোন প্রতিযোগিতা বা বৃহত্তর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকলে তার বিবরণ :

১৪। বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর অনুকূলে প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের বিবরণ :

ক) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং।
খ) ব্যাংক ও শাখার নাম।
গ) টাকার পরিমাণ ১৫। অতিরিক্ত তথ্য (যদি থাকে)ঃ

১৬। এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর-এর নিয়মকানুন ও নির্দেশিকা মেনে চলব।

স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

তারিখ :

ঠিকানা : ফোন/মোবাইল ফোন নম্বর

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

বিঃ দ্রঃ বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য পালনীয় শর্তাবলির ৩নং শর্তানুযায়ী প্রত্যয়নপত্র এবং ৭নং শর্তানুযায়ী ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য পালনীয় শর্তাবলি (সংশোধিত)

১। নিবন্ধনের জন্য ক্লাবের নিজস্ব প্যাডে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ক্লাবের কার্যক্রমের উপর একটি তথ্য নির্ভর বার প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

২। বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য অফিসকক্ষে চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র থাকতে হবে।

৩। যে-জেলায়/উপজেলায়/পৌরসভায় ইউনিয়নে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হবে সে জেলার সরকারি/ বেসরকারি স্কুল ও কলেজের প্রধান/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর/ পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর নিকট থেকে ক্লাবের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে। প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই ক্লাব নিবন্ধনের সময় জমা দিতে হবে।

৪। বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।

৫। বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের সময় আবেদনপত্রের সাথে ক্লাবের সাংগঠনিক কাঠামো/সংবিধানের ফটোকপি এবং সংস্থার নিময়-কানুন ও নির্দেশিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মেনে চলার বিষয়ে একটি অঙ্গীকারনামা দিতে হবে।

৬। বিজ্ঞান ক্লাব যে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত/স্থাপিত হবে সে এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক/সরকারি/ বেসরকারি স্কুল ও কলেজের প্রধান/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন

৭। বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য ১০০/- (একশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার "মহাপরিচালক, আবেদন পত্রের সাথে পাঠাতে হবে।

৮। বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৯। মন্ত্রণালয় বা সংস্থার যেকোন কর্মকর্তা যেকোন সময় ক্লাব পরিদর্শনে যেতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (National Science and Technology-NST) ফেলোশিপ নীতিমালা-২০১৩

মে ১২, ২০১৩

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মে ১২, ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নং-৩৯.০১২.০২২.০১.০০.০০১.২০১০ তারিখ : ১২-০৫-২০১৩

১. **ফেলোশিপের নাম—**

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ।

২. **ফেলোশিপের উদ্দেশ্যাবলি—**

২.১. ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় এবং গবেষণায় উৎসাহ প্রদান;

২.২. যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী /গবেষকদের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.৩. যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনসমষ্টি তৈরি করা;

২.৪. বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণায় উৎসাহিত করা;

২.৫. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা;

২.৬. স্থানীয় ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা; এবং

২.৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. **ফেলোশিপ কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা—**

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণভার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ মন্ত্রণালয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের পরামর্শক্রমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফেলোশিপ প্রদান ও আর্থিক বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে । ফেলোশিপ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী /গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন । প্রেরিত প্রতিবেদন এবং গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনারের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে ফেলোশিপের নবায়ন অথবা অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা অসদাচরণের অভিযোগে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে। তাছাড়া ফেলোদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্ত করেছেন এরূপ ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে ।

৪. **ফেলোশিপ কর্মসূচিতে গবেষণার বিষয়সমূহ—**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফেলোশিপ দেয়া হবে—

৪.১. ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়সমূহ;

৪.২. জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান;

৪.৩. খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান;

উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখী ফলিত গবেষণার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। বিভিন্ন সংস্থা জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন এবং সেসব ক্ষেত্রে ফেলোশিপ গ্রহণের জন্য প্রার্থীকে উৎসাহিত করবেন। ফেলোশিপ প্রদানের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ যৌক্তিকভাবে বণ্টন করতে হবে।

৫. ফেলোশিপের শ্রেণি ও মাসিক ভাতার হার—

৫.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ, মাসিক-৪,৫০০/-টাকা

৫.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস) : মাসিক ৪,৫০০/- টাকা।

৫.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এম,ফিল)—

৫.৩.১. ১ম বছর মাসিক ৫,৭০০/- টাকা।

৫.৩.২. ২য় বছর মাসিক- ৮,২৫০/- টাকা।

৫.৪. উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি)—

৫.৪.১. ১ম বছর মাসিক -২৫,০০০/- টাকা।

৫.৪.২. ২য় বছর মাসিক- ২৫,০০০/- টাকা।

৫.৪.৩. ৩য় বছর মাসিক- ২৫,০০০/- টাকা।

৫.৫. পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ : মাসিক- ৩০,০০০/-টাকা।

৬. ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ফেলোশিপের জন্য সাধারণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলি :

অন্য কোন সরকারি /স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ / অনুদান গ্রহণ করেন না এরূপ বাংলাদেশের নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০-এ উল্লেখিত কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির সাধারণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ—

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ইনস্টিটিউটের অধীনে লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বৃত্তিমূলক ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা টেকনিক্যাল

ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অথবা লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বিশেষ স্বোপার্জিত কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

বয়স : অনূর্ধ্ব ৩০ বছর ।

৬.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস)—

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। সাধারণ ফেলোশিপ-১ এর জন্য এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি উভয় পরীক্ষায় GPA -4.5/প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে-CGPA 3.2 (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA 4.0 (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/ সমমান হতে হবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২-০৬-২০০৯, তারিখের নংশিম/শা-১১/৫-২(অংশ)/৫৮২ নং প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সনের এস,এস,সি বা সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে GPA -4.0 বা তদূর্ধ্বকে বিবেচনা করা হবে।

বয়স : অনূর্ধ্ব ৩০ বছর।

৬.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এম,ফিল)—

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম,ফিল সমমান শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। সার্বক্ষণিক সাধারণ ফেলোশিপ-২ এর জন্য এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি উভয় পরীক্ষায় GPA -4.5/ প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে-CGPA 3.2 (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-4.0 (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/ সমমান হতে হবে।

বয়স : অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

৬.৪. উধ্বর্তন ফেলোশিপ (পিএইচডি)—

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। ফেলোশিপের জন্য এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি উভয় পরীক্ষায় GPA -4.5 । প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে-CGPA 3.2 (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-4.0 (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/ সমমান হতে হবে।

বয়স : অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর।

৬.৫. পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণারত থাকলে তিনি এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

বয়স : অনূর্ধ্ব ৫২ ছর।

৬.৬. ইতোপূর্বে ফেলেশিপপ্রাপ্ত হন নাই বা আবেদন করেন নাই এমন এম, ফিল কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী /গবেষকগণ আবেদন করলে অনুচ্ছেদ-৬.৩ এবং ৯.২ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে ।

৬.৭. ইতোপূর্বে ফেলেশিপপ্রাপ্ত হন নাই বা আবেদন করেন নাই এমন পিএইচডি কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী /গবেষকগণ আবেদন করলে অনুচ্ছেদ-৬.৪ এবং ৯.৩ ও ৯.৪ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ২য় / ৩য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে। তবে কোন ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষককে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হলে অনুচ্ছেদ-৬.৪ এবং ৯.৪ এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ৩য় বছরের জন্য তার ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৭. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবী প্রার্থীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলি—

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম,ফিল/ পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত সরকারি/ আধা- সরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরীজীবীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র সাধারণ ফেলোশিপ-২/ উর্ধ্বতন ফেলোশিপ/ পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। চাকুরীজীবী প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও সাধারণ ফেলোশিপ-২ এবং উর্ধ্বতন ফেলোশিপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তাছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধ্যয়নের অনুমতি/ ছুটি /প্রেষণ ময়র সংক্রান্ত অনুমোদন থাকতে হবে। বয়স : সাধারণ ফেলোশিপ-২ ও উর্ধ্বতন ফেলোশিপের জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৪৮ বছর এবং পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপের জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর।

৮. ফেলোশিপের মেয়াদ—

৮.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর হবে।

৮.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর হবে।

৮.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এম,ফিল) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বছর হবে।

৮.৪. উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর হবে।

৮.৫. পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ মাস হবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে তা ১ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮.৬. উক্ত ফেলোশিপসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।

৯. ফেলোশিপ নবায়ন—

৯.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস) নবায়ন করা যাবে না।

৯.২. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাধারণ ফেলোশিপ-২ নবায়ন করা যাবে। দুই বছর মেয়াদি এম, ফিল/সমমান শ্রেণিতে গবেষণা (থিসিস গ্রুপে) ১ম বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকদের ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের

প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা ১ম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৩. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। পিএইচডি ১ম বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী/ গবেষকদের ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা ১ম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে ।

৯.৪. পিএইচডি ২য় বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকদের ১ম দুই বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশি/বিদেশি পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ৩য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। যে সকল ফেলো/ গবেষক এম,ফিল লিডিং টু পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত তাঁদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তানুসারে ৩য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৫. পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজক অগ্রগতির সপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

৯.৬. ফেলোশিপ প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী তার ফেলোশিপ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ প্রাপ্য সময় সীমা পর্যন্ত না পেয়ে থাকলে যদি তার গবেষণা কার্যক্রম চলতে থাকে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ ফেলোশিপ হিসাবে দেয় সর্বোচ্চ সীমা যেটি কম হয়, সে পর্যন্ত তাকে ফেলোশিপ দিতে পারবে ।

১০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি—

১০.১. আবেদন আহ্বান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ফেলোশিপ প্রদানের জন্য যে অর্থ বছরে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে তার পূর্বের অর্থ বছরেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ০২ (দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহ্বান করবে।

১০.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে, ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম ও সংযুক্তির নমুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে অথবা সরাসরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহ করা যাবে।

১০.৩. **আবেদনপত্র গ্রহণ—**

বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে আবেদন ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১১. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে—

১১.১. সাম্প্রতিক তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১১.২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত অনুলিপি (সনদ ও মার্কশীট) আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১১.৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রসিদ সংযুক্ত করতে হবে।

১১.৪. "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/ গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের পুরো নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ইমেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

১১.৫. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল করতে হবে । অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের নাম,প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

১১.৬. সরকারি/বেসরকারি সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারি / স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/ গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০(তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হবে।

১১.৭. সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা/ গবেষণার অনুমতিপত্র/শিক্ষা ছুটি/ প্রেষণ মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

১১.৮. পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণপত্র (Invitation Letter) আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে ।

১২. ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে—

১২.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এম,ফিল- পিএইচডিতে অধ্যয়নরত গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকগণের ২য় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি (ii) ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে ।

১২.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ ৩য় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি (ii) ১ম দুই বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা (v) দেশি/বিদেশি পিয়ার রিভিউ (Peer Review) জার্নালে (অনলাইন জার্নাল ব্যতীত) এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২.৩ পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজক অগ্রগতির সপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

১৩. ফেলো নির্বাচন পদ্ধতি—

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখিতার গুরুত্ব এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করা হবে। এ লক্ষ্যে গঠিত নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে নির্বাচন করবেন। নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ফেলোশিপ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৪. ফেলোশিপ কমিটি—

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের আবেদন যাচাই/বাছাই করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

(১)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক	আহ্বায়ক
(২)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক	সদস্য
(৩)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক	সদস্য
(৪)	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, শাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১৫. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা—

১৫.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রতি ০৬ (ছয়)মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি কিস্তির বিলের সাথে সংযুক্ত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

১৫.২. সমাপনী প্রতিবেদন

ফলোগণ গবেষণা সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ (Soft Copy) থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis / Dissertation) এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন । সফট কপিসহ (Soft Copy) চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis / Dissertation) কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১৫.৩. সেমিনার / কর্মশালা / মূল্যায়ন সভা

ফলোগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা /মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে । উক্ত

সেমিনার/কর্মশালা / মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

১৬. ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি—

শুধুমাত্র চেকের মাধ্যমে নির্বাচিত ফেলোগণকে ভাতা প্রদান করা হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ফেলোগণ নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ষান্মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন । প্রতি অর্থ বছরে ০২(দুই) কিস্তিতে বিল দাখিলের ভিত্তিতে ফেলোদের ফেলোশিপ ভাতা চেক মারফত পরিশোধ করা হবে।

১৭. বিবিধ—

১৭.১. অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে যাওয়ায় ফেলোগণ কাজের গতি হারিয়ে ফেলেন বা কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থায় একই প্রতিষ্ঠানকে নতুন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা ফেলোগণ এ ক্ষেত্রে গবেষণার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করতে পারবেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হবে।

১৭.২. কোন কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হতে পারে। এ অবস্থায় ফেলোর প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবে।

১৭.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে (কোন প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন।

(মো. রফিকুল ইসলাম, পিএইচডি)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

নং-৩৯.০১২.০০২.০৩.০২.০০৫২০১২ তারিখ : ১১-০৬-২০১২

বিষয় : বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত)

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম—**

সরকার বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান /বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের কর্মতৎপরতা আরো গতিশীল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ নীতিমালা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানকারী বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে বার্ষিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা নামে অভিহিত হবে।

২. **অনুদান প্রদানের শর্তাবলি—**

আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিজ্ঞান বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্ত) /বিজ্ঞান ই ক্লাবকে যে সকল শর্ত পালন করতে হবে :—

২.১ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বোর্ডসমূহের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (বিজ্ঞান বিভাগের) বিধিবদ্ধ সংস্থার রেজিস্ট্রেশন, অথবা সংশ্লিষ্ট এ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, থাকতে হবে;

২.১ ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যালয় থাকতে হবে;

২.৩ প্রত্যেক ক্লাব/প্রতিষ্ঠানকে প্রতি অর্থ বছর নিয়মিত প্রকাশনা, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা বা প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করতে হবে;

২.৪ ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে;

২.৫ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ক্লাব/ প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের প্রমাণাদি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;

২.৬ ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আয়ের উৎস থাকতে হবে;

২.৭ আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব থাকতে হবে এবং মাসভিত্তিক গচ্ছিত অর্থের ব্যাংক সার্টিফিকেট দাখিলের নিশ্চয়তা প্রদানসহ এ মর্মে একটি সনদপত্র/ অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

২.৮ অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্টসহ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

২.৮.১ অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের বিবরণ দাখিল করতে হবে;

২.৯ বিগত অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয়-বিবরণীও দাখিল করতে হবে।

৩. প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহারের শর্তাবলি—

৩.১ অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাব অনুদানের অর্থে কোন অবস্থাতেই সে প্রতিষ্ঠানের কোনো ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবে না বা অবকাঠামো নির্মাণে কোন সামগ্রী সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে পারবে না;

৩.২ অনুদানের অর্থ কোন অবস্থাতেই সে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি/সম্মানী প্রদান এবং অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় করতে পারবে না;

৩.৩ প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বিজ্ঞানাগারে ব্যবহার্য কেমিক্যালস/যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য কোন সরঞ্জামাদি ক্রয় করা যাবে না;

৩.৪ একজন অনুদান প্রস্তাবক নিজ নামে বা যুগ্মভাবে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে একটি আবেদনের বেশি প্রস্তাব দাবি করতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে সকল আবেদন প্রস্তাবই বাতিল করা হবে। কোনো ব্যক্তি এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় আবেদন করে থাকলে এ প্রকল্পে আবেদনের যোগ্য হবেন না;

৩.৫ এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুদানপ্রাপ্ত কোনো আবেদনকারী চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল না করলে নতুন কোনো আবেদনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না;

৩.৬ প্রস্তাবিত অনুদানের জন্য এ ছক অনুসারে আবেদনপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে;

৩.৭ এ অর্থ ৩০ জুনের মধ্যে যথাযথভাবে খরচ করতে অসমর্থ হলে মঞ্জুরিকৃত অর্থ অথবা আংশিক অব্যয়িত অর্থ ট্রেজারি, মত চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক চালানের কপি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪. আবেদন বাছাই ও অনুদান বরাদ্দ কমিটি—

৪.১। আবেদন বাছাই ও অনুদান বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে—

১।	যুগ্ম-সচিব/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	সদস্য
৩।	মহাপরিচালক, ব্যান্সডক	সদস্য
৪।	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৭।	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৮।	সিনিয়র সহকারী সচিব,শাখা-১২,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৫. **অনুদান প্রদানের পদ্ধতি**

৫.১ প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ১ (এক)টি জাতীয় বাংলা দৈনিক এবং ১ (এক)টি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অন্তত ১ (এক) মাসের সময় দিয়ে আবেদন পত্র আহ্বান করা হবে;

৫.২ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির জবাবে আগ্রহী বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-ক) আবেদন করবে;

৫.৩ অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুদানের জন্য বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ বিজ্ঞান ক্লাব মনোনয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

৫.৪ বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাসমূহকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান সম্প্রসারণের স্বার্থ বিশেষভাবে বিবেচনা করে অনুদান প্রদান করা হবে। একই বিষয়ে একাধিক বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ বিজ্ঞান ক্লাব আবেদন করলে অনুদান প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে—

* যে সকল বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাব ইতিপূর্বে কোনো সরকারি অনুদান পায়নি সেই সকল বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ক্লাবকে;

* যে সকল বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবের কাজের পরিধি অধিক ও কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক;

* যে সকল বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য সংখ্যা/ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা অধিক;

৫.৫ কোন বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ক্লাবের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে;

৫.৬ কোন প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্ত অর্থের সন্তোষজনক ব্যবহার প্রদর্শন করতে না পারলে, পরবর্তীতে সেই প্রতিষ্ঠান অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না;

৫.৭ প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী সম্পাদন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে;

৬. **অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন—**

৬.১ অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে;

৬.২ পরিদর্শনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করবেন;

৬.৩ মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে পরিদর্শনে প্রেরণ করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে;

৬.৪ পরিদর্শন কর্মকর্তা অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

৬.৫ পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অনুদান বরাদ্দ কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(ড. মো. আবদুর রব হাওলাদার)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত)

জুন ১১, ২০১২

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জুন ১১, ২০১২ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নং-৩৯.০১২.০০২.০৪,০৩.০০৬:২০১২ তারিখ : ১১-০৬-২০১২

ভূমিকা—

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু আর্থিক অস্যচ্ছলতার দরুন সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সরকার এ সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা আরো গতিশীল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম—**

এ নীতিমালা "বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২" নামে অভিহিত হবে।

২। **সজ্ঞা—**

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়—

২.১ 'বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠান' বলতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায়। অবস্থিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যাবলি পরিচালনা উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম /কর্মশালা /প্রদর্শনী আয়োজনকারী বিশ্ববিদ্যালয়/ বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশাজীবীসংগঠন এবং বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে বুঝাবে। এ ব্যাপারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে ;

২.২ 'সিম্পোজিয়াম' বলতে একাধিক বক্তা কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা সভাকে বুঝাবে;

২.৩ 'সেমিনার' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভাকে সেমিনার বুঝাবে;

২.৪ 'কর্মশালা' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা বুঝাবে;

২.৫ 'জার্নাল' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকাশনাকে বুঝাবে;

২.৬ 'প্রদর্শনী' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কোনো প্রদর্শনীকে বুঝাবে;

২.৭ 'মাস' বলতে খ্রিস্টাব্দ মাস বুঝাবে;

২.৮ 'বছর' বলতে আর্থিক বছর বুঝাবে;

২.৯ ১৬ 'বিভাগ' বলতে বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগকে বুঝাবে।

৩.০। **আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে যে সকল শর্ত পালন করতে হবে—**

৩.১ অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ব্যতীত অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর /বিধিবদ্ধ সংস্থার রেজিস্ট্রেশন অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন থাকতে হবে;

৩.২ বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যালয় থাকতে হবে;

৩.৩ প্রত্যেক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রতি অর্থ বছরে নিয়মিত প্রকাশনা, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা বা প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করতে হবে;

৩.৪ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে;

৩.৫ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের প্রমাণাদি আবেদনপত্রের সহিত জমা দিতে হবে;

৩.৬ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আয়ের উৎস থাকতে হবে;

৩.৭ আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের যেকোন তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব থাকতে হবে এবং বিগত এক বছরের গচ্ছিত, অর্থের ব্যাংক সার্টিফিকেট দাখিলের নিশ্চয়তা প্রদানসহ এ মর্মে একটি সনদপত্র/ অঙ্গীকারনামা/আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

৩.৮ আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের হিসাব কোন স্বীকৃত অডিট ফার্ম/সংস্থার মাধ্যমে অডিট করাতে হবে

৩.৮.১ অডিট রিপোর্টে অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের হিসাবও লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৩.৯ বিগত অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে ।

৪। **প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা—**

৪.১। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থে কোনো অবস্থাতেই উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ও কোনো প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কোনো প্রকার যন্ত্রপাতি বা অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে পারবে না;

৪.২। কোনো অবস্থাতেই উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সম্মানী প্রদান এবং অফিস পরিচালনার জন্য অনুদানের অর্থ ব্যয় করা যাবে না;

৪.৩। প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী/ প্রকাশনা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হতে হবে;

৪.৪। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্দিষ্ট অর্থ বছরের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হলে মঞ্জুরিকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যয়িত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ দিতে হবে।

৫। **আবেদন বাছাই ও অনুদান বরাদ্দ কমিটি—**

আর্থিক অনুদান বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে—

১।	যুগ্ম-সচিব/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	সদস্য
৩।	মহাপরিচালক, ব্যান্সডক	সদস্য
৪।	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৭।	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৮।	সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৬। **অনুদান প্রদানের পদ্ধতি—**

৬.১। প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ১(এক)টি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং ১ (এক)টি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দিতে হবে। বিজ্ঞাপনে অন্তত ১ (এক)মাসের সময় দিয়ে আবেদন আহ্বান করা হবে;

৬.২। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির জবাবে আগ্রহী বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-ক) আবেদন করতে হবে;

৬.৩। প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে;

৬.৪। অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভা অনুদানের জন্য বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

৬.৫। একই বিষয়ে একাধিক বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে।

৬.৫.১। যে সকল বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর কাজের পরিধি অধিক ও কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক;

৬:৫.২। যে সকল বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা অধিক;

৬.৫.৩। যে সকল বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে কোনো সরকারি অনুদান পায়নি সে সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান;

৬.৬। কোন বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হবে;

৬.৭। বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাসমূহকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান সম্প্রসারণের স্বার্থ বিশেষভাবে বিবেচনা করে অনুদান প্রদান করা হবে;

৬.৮। কোনো প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্ত অর্থের সন্তোষজনক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারলে সে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে অনুদান প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হবে। অনুদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং অনুদান প্রদানের মঞ্জুরি আদেশ (সরকারি জি,ও) এ সকল প্রক্রিয়া প্রতি অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে;

৬.৯। প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/ প্রদর্শনী সম্পাদন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে;

৭। **অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন—**

৭.১। অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে;

৭.২। পরিদর্শনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন;

৭.৩। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে;

৭.৪। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ বছরান্তে অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় মূল্যায়ন করা হবে;

৭.৫। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অনুদান বরাদ্দ কমিটি অনুদানের অর্থ বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে পারবে।

(ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা-২০১২

অক্টোবর ১১, ২০১২

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অক্টোবর ১১, ২০১২ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ন-৩৯.০১২.০০২.০২.০১.০১৫.২০১২ তারিখ : ১১-১০-২০১২

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম—**

এই নীতিমালা প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান নীতিমালা নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহ—**

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায় :

(১) প্রকল্প, বলতে গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক একটি সাময়িক প্রকল্পকে বুঝায়, যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

(২) প্রকল্প পরিচালক বলতে এমন একজন বিজ্ঞানীকে বুঝাবে যিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধানে বা অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ এবং যিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্প প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক পরিপোষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবাকারে পেশ করবেন।

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বলতে উপ-ধারা ২(২)-এ উল্লেখিত প্রকল্প পরিচালক যে প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি/বেসরকারি/ আধাসরকারি গবেষণাগারে) কর্মরত থাকেন এবং যেখানে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পটির গবেষণা কার্যাদি সম্পন্ন করার অনুকূলে ভৌত সুবিধাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিদ্যমান-এ রূপ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

৪) বিশেষজ্ঞ কমিটি বলতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মন্ত্রণালয়/বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত নিম্নলিখিত ৪ টি কমিটিকে বুঝাবে :—

(ক) জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা কমিটি;

(খ) এপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটি;

(গ) ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটি;

(ঘ) এগ্রিকালচার এবং এনভায়রনমেন্ট কমিটি;

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আর এন্ড ডি প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের সম্ভাবনা যাচাইয়ের মাধ্যমে সেগুলোকে মেধানুক্রমে সজ্জিতকরণ পূর্বক অর্থায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ সেবা প্রদান করা এ কমিটির কর্মপরিধি। উপযুক্ত চারটি ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থ যৌক্তিকভাবে বণ্টন করা হবে।

(৫) অর্থ বরাদ্দ কমিটি, বলতে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ অনুদান প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে :

(ক)	সচিব	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত সচিব	ঐ	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	ঐ	সদস্য

(ঘ)	যুগ্ম-সচিব/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা	ঐ	সদস্য
(ঙ)	বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক-৪ (চার)জন	ঐ	সদস্য
(চ)	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা	ঐ	সদস্য
(ছ)	সিনিয়র সহকারী সচিব	ঐ	সদস্য-সচিব

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক উদ্ভাবন এবং গবেষণার মানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত প্রকল্পে অনুদান হিসেবে কিছুটা পরিপোষণা প্রদান করে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জোরদার করা। তবে কোন বিশেষ প্রকল্পে এ অনুদানের পরিমাণ **১**(এক) লক্ষ টাকার অধিক হবে না।

৪। **অনুদান প্রদানের পদ্ধতি—**

(১) প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে অনুদান প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে **১**(এক) মাসের সময় দিয়ে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হবে।

(২) উক্ত আহ্বানের প্রেক্ষিতে আগ্রহী দরখাস্তকারীগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প ছকে আবেদন করবেন।

(৩) বিশেষজ্ঞ কমিটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনগুলো এক মাসের মধ্যে বাছাই করে অর্থায়নের জন্য সুপারিশ করবেন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রকল্প পরিচালকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন। এ ছাড়াও কোন প্রকল্পের বাছাই কমিটিতে বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ না থাকলে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কমিটি উক্ত উপর বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থ বরাদ্দ কমিটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৫) বরাদ্দকৃত অর্থ দুই কিস্তিতে ছাড় করা হবে। প্রথম কিস্তির অর্থ চূড়ান্তভাবে প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর ছাড় করা হবে।

(৬) প্রকল্পে গবেষণা উপলক্ষে প্রদত্ত অর্থে কোন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৫। **প্রকল্প পরিচালকগণকে যে সকল বিষয় নিশ্চিত করতে হবে—**

(১) প্রথম কিস্তির অর্থ বরাদ্দ গ্রহণের পূর্বে প্রাপ্তব্য অর্থের নিরিখে প্রকল্প কাজের অঙ্গসমূহের বিশদ আর্থিক বিবরণ দাখিল করতে হবে।

(২) প্রকল্প পরিচালককে বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি / বেসরকারি /আধা-সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে এবং ৩০০/-টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষরসহ অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুকূলে ভৌত সুবিধাদি কিরূপে অর্জিত হবে সে বিষয়ে অঙ্গীকারনামায় স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

(৩) সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপন নিশ্চিত করতে হবে । কোন কারণে প্রকল্প চালাতে অপারগ

হলে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের বিপরীতে মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা কোন প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো যাবে না।

(৪) প্রকল্পটি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্প এলাকা/অবস্থান সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(৫) গবেষণালব্ধ ফল/প্রতিবেদন যথাসম্ভব স্বীকৃত জানালে প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপনের যোগ্য করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রতিবেদন প্রকাশনার অনুলিপি ব্যান্সডক, সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতে হবে। তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের স্বত্বাধিকার সংশ্লিষ্ট গবেষকের থাকবে। সংশ্লিষ্ট গবেষক তার গবেষণালব্ধ ফলাফল অবশ্যই মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করবেন।

৬। **প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ**—

(১) প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরীক্ষা ও কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে টিম গঠনের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) যে সকল গবেষণা প্রতিবেদন স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হবে সে সবের গবেষক/লেখকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বছরে একবার কেন্দ্রীয়ভাবে সেমিনারের আয়োজন করবে।

৭। **প্রকল্প গ্রহণের সীমাবদ্ধতা**—

(১) বাছাই কমিটির কোন সদস্যের প্রকল্প বিবেচিত হবে না।

(২) একজন প্রকল্প পরিচালক শুধুমাত্র একটি প্রকল্প প্রস্তাব দিতে পারবেন।

(৩) নবায়নের আবেদনকারী কোন নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে পারবেন না।

(৪) পূর্বের বছরে পরিচালিত প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল না করলে নতুন কোন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

৮। **প্রকল্পের সময়সীমা**—

সাধারণত এক অর্থ বছর। তবে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রকল্পের প্রথম বছরের কাজ মূল্যায়ন করে যদি কোন প্রকল্পকে সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত করেন কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পকে দ্বিতীয় এবং অনুরূপভাবে তৃতীয় বছরও অর্থায়ন কর যাবে।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএইচডি)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি-২০১২, কর্মপরিকল্পনা

বৃহস্পতিবার, মে ১৫, ২০১৪

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃহস্পতিবার, মে ১৫, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ/১৪ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

নং ৯.০১৫.০০৬.০২.০০.০০৩.২০০৫.২ "জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১-এর কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত "জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ এর কর্মপরিকল্পনা" জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে গেজেটে প্রকাশ করা হল।

“জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২
কর্মপরিকল্পনা

মুখবন্ধ—

জীবপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে এই প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী ও অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে “জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২” প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এই নীতির ৬.৪ ধারা মোতাবেক জীবপ্রযুক্তি নীতিতে অনুসৃত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা “জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ এর কর্মপরিকল্পনা” নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির কার্যক্রম জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও বাংলাদেশের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-এর সভায় উপস্থাপিত হবে। এর মাধ্যমে দেশে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-সচিব

প্রস্তাবনা—

বিগত কয়েক দশকে জীবপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সৃজনশীল জীবপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেমন খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সহায়তাসহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মকৌশল প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার জীবপ্রযুক্তির ফলপ্রসূ ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, গবেষক, নীতি নির্ধারক, ভোক্তাশ্রেণির সাথে আলোচনা করে ২০১২ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২-এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা বিশেষ করে উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি, প্রাণি জীবপ্রযুক্তি, মৎস্য, চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি, শিল্প জীবপ্রযুক্তি, পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি, জীবনিরাপত্তা, জীবনৈতিকতা, মেধা সম্পদ সংরক্ষণ অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়কে সামনে রেখে জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন ভেষজ উদ্ভিদ, প্রাণিখাদ্য, রোগ নির্ণয় এবং কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য শস্য প্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তির উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য কর্মপন্থাগুলোকে স্বল্প (২ বছর), মধ্য (৫ বছর) এবং দীর্ঘ (১০ বছর) মেয়াদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

১. **কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ—**

- কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প এবং পরিবেশ জীবপ্রযুক্তির ফলাফল উন্নয়ন ও হস্তান্তর ।
- জীবপ্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।
- জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন।
- জীবপ্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত সম্পদ সংরক্ষণ।
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ ও অবকাঠামো উন্নয়ন।
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে সাম্প্রতিক অর্জন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শক্তিশালী কার্যক্রম প্রণয়ন।

২. **সহায়ক নীতিসমূহ—**

দেশে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে, জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি, জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, জাতীয় চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি নির্দেশিকা, জাতীয় মৎস্য ও প্রাণি জীবপ্রযুক্তি নির্দেশিকা, জাতীয় শস্য ও বন জীবপ্রযুক্তি নীতি নির্দেশিকা, জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো এবং জীবনিরাপত্তা আইন খসড়া ।

৩. **বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তির সামর্থ্য, দুবর্লতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি নিরূপণ—**

এই অংশে বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নে সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি সংক্রান্ত

তথ্য একদিকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য ও দুর্বলতাসমূহ অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের বাইরের সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ—

সামর্থ্যসমূহ	◆ উদ্ভিদ, প্রাণি, অণুজীব এবং মৎস্য প্রজাতি সমৃদ্ধ জীবজসম্পদ। ◆ জীবপ্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন। ◆ জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নে নীতিগত সহায়তা। ◆ যথেষ্ট সংখ্যক নবীন পেশাজীবী ও বিজ্ঞানী। ◆ দেশে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করতে ইচ্ছুক পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ প্রবাসী বিজ্ঞানী। ◆ জীবপ্রযুক্তি ভিত্তিক গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সন্তোষজনক গবেষণাগারের সুবিধা। ◆ আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ও উপাত্তভাণ্ডারে প্রবেশ।
দুর্বলতাসমূহ	◆ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপ্রতুল অর্থ সম্পদ। ◆ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ গবেষক এবং টেকনিশিয়ান। ◆ বিজ্ঞানী এবং টেকনিশিয়ানদের অপ্রতুল বেতন এবং ভাতাদি। ◆ জীবপ্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা। ◆ উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য অপর্যাপ্ত ফেলোশিপ কার্যক্রম। ◆ বিজ্ঞানী, জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের সাম্প্রতিক তথ্যের অপর্যাপ্ততা। ◆ জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক পণ্যের ক্রয় কৌশল ও কাস্টম ছাড়করণ পদ্ধতির জটিলতা। ◆ জীবপ্রযুক্তি নমুনার দ্রুত এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। ◆ জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও এর ব্যবসায়িক বিনিয়োগ অপর্যাপ্ততা।
সুযোগসমূহ	◆ জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নীতি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। ◆ খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষা খাতে গবেষণার সুযোগ। ◆ জীবপ্রযুক্তি ভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ।
ঝুঁকিসমূহ	◆ অপর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো এবং পরিবহন ব্যবস্থার কারণে প্রযুক্তি হস্তান্তর বিলম্বিত হওয়া। ◆ জীবপ্রযুক্তি পণ্য উন্নয়ন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষে হওয়া।

৪. **মানবসম্পদ উন্নয়ন—**

সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি বিষয়ক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে, বর্তমানের চাহিদা মেটাতে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক মানের ডিগ্রীধারী জনবল পর্যাপ্ত, কিন্তু জীবপ্রযুক্তি কার্যক্রমের উন্নয়নে নেতৃত্ব। প্রদানের জন্য দক্ষ জনশক্তির অভাব প্রধান অন্তরায়। জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ

জনবল, গবেষক, কারিগরি ব্যবস্থাপক এবং নেতার অভাবে কার্যক্রমের অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়নকে সীমিত করে দিচ্ছে। সেজন্য, আমাদের দক্ষ বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী বৃদ্ধি করার জন্য দেশে প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স এবং পিএইচডি কোর্স প্রবর্তনের দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, কাঙ্ক্ষিতগোষ্ঠী, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং সে অনুযায়ী মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

কৌশলগত কার্যক্রম :—

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন। কার্যক্রম প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নের জন্য জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন।	√	–	–	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান
২	জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নে মাঠপর্যায়ে জরিপ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়ন।	√	√	√	
৩	জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবপ্রযুক্তি বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ।	√	√	√	
৪	জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক বিদ্যমান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নির্দিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/বিভাগগুলোতে নতুন পাঠ্যসূচি/কার্যক্রম সংযোজনের মাধ্যমে মানোন্নয়ন।	√	√	√	
৫	নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবপ্রযুক্তির সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা।	√	√	√	
৬	উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে পাঠ্যসূচি তৈরি।	√	√	–	
৭	জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট গবেষকদের জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ফেলোশিপ কার্যক্রম গ্রহণ।	√	√	√	
৮	জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।	√	√	–	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৯	গবেষক/টেকনিশিয়ান/ভোক্তাশ্রেণি ও নীতিনির্ধারকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন।	√	√	√	
১০	আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকদের শিক্ষা সফরের জন্য অর্থায়ন।	√	√	√	
১১	যৌথ উদ্যোগে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।	√	√	√	

৫. গবেষণা ও উদ্ভাবন—

সম্ভাবনাময় জীবপ্রযুক্তি সমাজে ও অর্থনীতিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণার মানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করে এবং জীবপ্রযুক্তি গবেষণাকে ব্যবহারযোগ্য, লাভজনক প্রযুক্তি উৎপাদন ও পদ্ধতিতে রূপান্তরকরণ সক্ষমতার দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

নীতিগত অবকাঠামোগত ও আর্থিক সহায়তা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে দেশে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে পারে ।

কৌশলগত কার্যক্রম—

দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত বিজ্ঞানীগণের সাথে আলোচনা ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে কৌশলগত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলগত কার্যক্রমের লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন, জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সক্ষমতা উন্নীতকরণ এবং গ্রহণযোগ্য অগ্রগতি অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১ উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি—

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং এর অর্থনীতি কৃষিখাতের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক আধুনিক শস্যজাতের উদ্ভাবন ও উৎপাদন কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের কৃষিখাতে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ সাফল্য সত্ত্বেও এদেশের কৃষি উৎপাদন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত জনসংখ্যার আধিক্য, কৃষিজমি হ্রাস, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের বা বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, বন্যা, খরা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। গতানুগতিক প্রযুক্তি ভবিষ্যত কৃষিখাতের উৎপাদন সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ও কৌশল প্রবর্তন ও পরিগ্রহণের মাধ্যমে এ

সমস্যার মোকাবেলা করা যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে শস্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধি এবং জীবজ ও অজীবজ (biotic & abiotic) দুর্যোগ সহনশীল, কীটপতঙ্গ ও রোগসহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। এ জন্য জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের সুবিধার্থে এ প্রযুক্তির সম্ভাব্য সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কৌশলগত কার্যক্রম :—

৫.১.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপসমূহ—

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	√	√	–	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।
২	শস্যের স্থানীয় জাত রক্ষা ও কৃষক অধিকার আইন; জীববৈচিত্র্য এবং গোষ্ঠীজ্ঞান সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।	√	√	√	
৩	দেশজ সেনিটারি ও ফাইটোসেনিটারি কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা।	√	√	√	
৪	কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস অনুযায়ী খাদ্যের মান নিরূপণে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	√	√	–	
৫	দেশজ মানোন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধন করা।	√	√	–	

৫.১.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ :—

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	আধুনিক জীবপ্রযুক্তি গবেষণার জন্য বিদ্যমান জীবপ্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র/শাখার আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালীকরণ।	√	√	√	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান।
২	প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা গড়ে তোলা।	√	√	√	
৩	ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি, রাসায়নিক ও কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষার জন্য সুবিধাদি গড়ে তোলা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৪	ঝুঁকি নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষণাগারের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ এবং তার নীতিগত সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।	√	√	√	
৫	সকল জীবপ্রযুক্তি গবেষণাগারে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং পচনশীল। (এনজাইম, হরমোন, মলিকুলার বায়োলজি কিট, ইত্যাদি) দ্রব্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার স্থাপন করা।	√	√	–	
৬	কৃষিখাতে গুরুত্বপূর্ণ অণুজীব ও উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ এবং মলিকুলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য সুবিধাদি তৈরি করা।	√	√	–	

৫.১.৩ **অগ্রাধিকার গবেষণা কার্যক্রম**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	শস্য, বাঁশ ও কাঠ উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের উচ্চমানসম্পন্ন, রোগমুক্ত বীজ/চারা দ্রুত তৈরির উদ্দেশ্যে টিস্যু কালচার/ মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতির মান উন্নয়ন।	√	√	√	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান।
২	সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের লক্ষ্যে মার্কার দ্বারা অতি গুরুত্বপূর্ণ শস্যের (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি) নির্বাচন/প্রজনন করা।	√	√	√	
৩	শস্যের পুষ্টিমান উন্নয়ন; কীট ও রোগ প্রতিরোধী, অজীবজ পীড়ন সহনশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন করা।	√	√	√	
৪	জিন স্থানান্তরকরণের মাধ্যমে উদ্ভিদের জাত উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় জিন চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ ও তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫	উদ্ভিদের (ভেষজ উদ্ভিদসহ) কৌলিসম্পদ ও কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অণুজীবের মলিকুলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও সংরক্ষণ করা।	√	√	√	
৬	নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শস্য ও বনজ উদ্ভিদের জীবনরহস্য উদঘাটন করা।	√	√	√	
৭	ট্রান্সজেনিক শস্য প্রবর্তন, মূল্যায়ন এবং পরীক্ষণ।	√	√	√	
৮	মলিকুলার পর্যায়ে উদ্ভিদরোগসমূহ নির্ণয় করা।	√	√	√	

৫.২ প্রাণী জীবপ্রযুক্তি

প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল উন্নত দেশে কৃষি অর্জনের অর্ধেকের চেয়ে বেশি আসে প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে। এমনকি বাংলাদেশের মত শস্যপ্রধান অঞ্চলেও প্রাণিসম্পদ এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, দুধ, মাংস ও ডিমের সরবরাহের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল রাখতে পারছে না। মাথাপিছু দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতার লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১৪.১, ২২.৬ এবং ২৬.৯ ভাগ।

প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি উৎপাদনে সম্প্রতি প্রচলিত প্রযুক্তি পর্যাপ্ত নয়, যা কোনোমতেই বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়। বিশেষায়িত ও আধুনিক জীবপ্রযুক্তি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও খামারের প্রাণিদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার উদ্ভিদ উৎপাদনের তুলনায় দ্রুত গতিসম্পন্ন। পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য ড্রাগস, ডায়াগোনস্টিক প্রবস, ভ্যাক্সিন প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, যা মানুষের দ্বারা অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কারণে দেশের প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রবর্তন এবং ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। এ জন্য জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের সুবিধার্থে এ প্রযুক্তির সম্ভাব্য সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রাণী জীবপ্রযুক্তির ব্যবস্থা চারটি দিক পূরণ করে (১) প্রাণিস্বাস্থ্য (২) বংশবৃদ্ধি নির্বাচন ব্রিডিং (৩) খাদ্য ও পুষ্টি (৪) বৃদ্ধি ও উৎপাদন। উপরের দিকগুলোতে গবেষণায় অগ্রাধিকার পেতে পারে।

কৌশলগত কার্যক্রম

৫.২.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ ক্রমিক

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	নিয়ন্ত্রণকারী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	√	√	–	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।
২	জীবনিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ।	√	√	–	

৫.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	প্রাণি জীবপ্রযুক্তি শাখা স্থাপন করা।	√	√	√	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	প্রাণি জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা শক্তিশালীকরণের জন্য জনবল নিয়োগ ও নতুন পদ সৃষ্টি করা ।	√	√	√	
৩	প্রাণি জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণার জন্য BLRI, NIB, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং প্রাণিসম্পদ গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণাগার সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ, শক্তিশালীকরণ।	√	√	√	
৪	মানসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রিয়েজেন্টস, কিটস ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	√	√	√	

৫.২.৩ অগ্রাধিকার গবেষণা কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	ভ্যাক্সিন এবং অঙ্গাণু উন্নয়নের জন্য সুবিধাজনক প্রজাতি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রির গুরুত্বপূর্ণ প্যাথোজেনের মলিকুলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।	√	√	√	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রির গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয় ও প্রতিষেধকের জন্য ভ্যাক্সিন তৈরি করা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩	প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি খামারের গুরুত্বপূর্ণ রোগ সঠিক উপায়ে ও দ্রুততার সাথে শনাক্তকরণের জন্য বংশগতিক প্রকৌশলীয় অঙ্গাণুর উন্নয়ন করা।	√	√	√	
৪	উপযোগী ও শনাক্তকরণ পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য মনোকোলানাল ও পলিক্লোনাল এন্টিবডির উৎপাদন জিন পৃথকীকরণ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৫	খামারের প্রাণিদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণের জন্য জেনেটিক্যালি মডিফাইড খাদ্যের নির্বাচন ও নিরাপদ মূল্যায়ন করা।	√	√	√	
৬	লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও দুর্যোগ সহনশীল ফডার (ঘাস জাতীয়) প্রজাতির উন্নয়ন, সংরক্ষণের জন্য লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহনশীল জিন শনাক্তকরণ।	√	√	√	
৭	এনসিরড ফডার বৃদ্ধিকরণের জন্য ল্যাকটিকএসিড উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া এর পৃথকীকরণ, শনাক্তকরণ এবং এর ব্যবহার করা।	√	√	√	
৮	এনজাইম ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে শস্যের অবশিষ্টাংশের পুষ্টিমান বৃদ্ধিকরণ।	√	√	√	
৯	পাকস্থলীর অভ্যন্তরের অণুজীবের ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে মাংস ও দুধের উৎপাদন করা।	√	√	√	
১০	খাদ্য ও গবাদি পশুর খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য উপযোগী অনুজীবের ব্যবহার করা।	√	√	√	
১১	খামার প্রাণি ও পোলট্রির ব্যবহারের জন্য ফাইটোবায়োটিকস, প্রিবায়োটিকস, প্রোবায়োটিকস ইত্যাদির উন্নয়ন ও বৈধকরণ করা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১২	দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণের জন্য স্ট্রাটার কালচারের উন্নয়ন করা।	√	√	√	
১৩	সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ গৃহপালিত গবাদি পশু ও পোলট্রির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এদের কৌলিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।	√	√	√	
১৪	শুক্র/ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন করা।				
১৫	মালটিপল ডিম্বস্ফুরণ এবং ইন ভিট্রো ভ্রূণ পরিপুষ্টি পদ্ধতির উন্নয়ন ও ভ্রূণ স্থানান্তর পদ্ধতির বাস্তবায়ন করা।	√	√	√	
১৬	কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুক্রাণু এবং ভ্রূণ সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করা।	√	√	√	
১৭	প্রাণি উন্নয়ন ও নির্বাচনের জন্য মাংস, দুধ এবং রোগ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জিন মার্কার শনাক্তকরণ করা।	√	√	√	
১৮	খামার প্রাণিদের গর্ভাবস্থা অতি দ্রুততার সাথে শনাক্তকরণের পদ্ধতির উন্নয়ন করা।	√	√	√	
১৯	ইন ভিভো ও ইন ভিট্রো উর্বরতা পরীক্ষার পদ্ধতির উন্নয়ন করা।	√	√	√	
২০	অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ প্রজাতির মার্কারের মাধ্যমে নির্বাচন করা।	√	√	√	

৫.৩ মৎস্য জীবপ্রযুক্তি

বাংলাদেশে পুষ্টি, আয়, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ে মৎস্য চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৎস্য চাষ প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬৩ ভাগ ও পুষ্টি উপাদানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পাশাপাশি জিডিপির শতকরা ৫ ভাগ এবং রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫ ভাগ অবদান রাখে। মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০০২-০৩ এ শতকরা ২.৩৩ ভাগ ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ এ শতকরা ৪.১১ ভাগে উন্নীত হয়। মিঠা, লবণাক্ত ও সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানে বসবাসরত প্রায় ৮০৭ টি প্রজাতি নিয়ে চীন ও ভারতের পরে বাংলাদেশ এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তর জলজ জীববৈচিত্র্যের অধিকারী।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলাভূমি (বাংলা বা-দ্বীপ) এবং হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরে বহমান তিনটি প্রধান নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র মেঘনা) ব্যবস্থাকে এই বিশাল প্রজাতির বৈচিত্র্যে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভূমিভিত্তিক সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে, সুবিস্তৃত ও প্রাচুর্যপূর্ণ প্রাণিসম্পদই হতে পারে খাদ্য নিরাপত্তা এবং দেশের কয়েক লক্ষ মানুষের উপার্জনের সম্ভাব্য উপায়। মিঠা ও লবণাক্ত পানির মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত চাষ ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণ মাছ উৎপাদনের সামর্থ্য রয়েছে।

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য চাষ সংস্কারে সরকার আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার প্রযুক্তি নির্ভর বদ্ধপানির মৎস্য চাষ এবং উন্মুক্ত প্রাণিসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দেশের জন্য এক বিরাট সুযোগ। ফসল ও প্রাণিসম্পদের ন্যায় জলজ প্রজাতিসমূহকে সমভাবে গৃহপালিত করা সম্ভব হয়নি, ফলে মৎস্য প্রজাতির কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়ন এবং বন্য মৎস্য শ্রেণিতে প্রাপ্ত কৌলিসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে জীবপ্রযুক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, জীপ্রযুক্তি একগুচ্ছ উন্নত ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় যা মৎস্য খাতের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে দ্রুতবর্ধনশীল উন্নত মৎস্য জাত উদ্ভাবন, মৎস্যখাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধি, মৎস্য স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, টেকসই ব্যবহারে সহায়তা, মৎস্যসম্পদ ও অন্যান্য জলজসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলির বিবেচনায়, মাছের উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি করতে প্রধানত মৎস্যচাষ ও অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত পানির মাৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রে প্রসারিত :

(১) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের কৌলিতাত্ত্বিক মজুদ উন্নয়ন;

(২) মাছের কৌলিসম্পদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও সংরক্ষণ;

(৩) মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা;

(৪) মাছের পুষ্টির উন্নয়ন;

(৫) উৎপাদন পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ, মাননির্ণয় এবং পণ্য উন্নয়ন।

পূর্বে প্রণয়নকৃত “জাতীয় মৎস্য ও প্রাণি জীবপ্রযুক্তি নির্দেশিকা” অনুযায়ী মৎস্য জীবপ্রযুক্তি খাতে অগ্রাধিকারযোগ্য গবেষণা ক্ষেত্র এবং সহায়ক নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ নিচে বর্ণনা করা হল:

কৌশলগত কার্যক্রম :

৫.৩.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।	√	√	–	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।
২	জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ও নিয়ন্ত্রণ আইনে। রূপান্তর ও বাস্তবায়ন করা।	√	√	√	

৫.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	স্ব-স্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ গবেষণাগার স্থাপন করা।	√	√	–	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা।
২	মৎস্য জীবপ্রযুক্তি গবেষণা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ করা।	√	√	√	
৩	বিদ্যমান ও ভবিষ্যত গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক, বিকারক, কিট ইত্যাদির নিয়মিত সরবরাহ করা।	√	√	√	

৫.৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা।	√	√	√	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা।
২	লিঙ্গ পরিবর্তন এবং ক্রোমোজম বিন্যাস ব্যবহার, উভয় কৌশল প্রয়োগ করে একলিঙ্গ মৎস্য শ্রেণি সৃষ্টি করা।	√	√	√	
৩	বন্ধ্যা ট্রান্সজেনিক মৎস্য উৎপাদন করা।	√	√	√	
৪	কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেইট লোসি (QTLs) ভিত্তিক মলিকুলার নির্দেশক উদ্ভাবন এবং নির্দেশকের সাহায্যে চাষকৃত উল্লেখযোগ্য সকল মাছের নির্বাচন করা।	√	√	√	
৫	মাঝ থেকে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন। বৈশিষ্ট্যের জিন ক্লোনিং এবং দ্রুত বর্ধনশীল ও রোগ প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক মৎস্য উৎপাদন করা।	√	√	√	
৬	উপযুক্ত মলিকুলার নির্দেশক দ্বারা সকল উল্লেখযোগ্য মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং ক্যারিওটাইপিং করা।	√	√	√	
৭	মাইক্রোস্যাটেলাইট নির্দেশক দ্বারা অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্য প্রজাতির জীন ম্যাপিং করা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৮	উন্নতজাত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক সৃষ্টি করা।	√	√	√	
৯	সংক্রামক রোগ দ্রুত ও কার্যকরী উপায়ে নির্ণয়ের লক্ষ্যে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR) ভিত্তিক মলিকুলার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
১০	জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ক্ষতিকর রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার করা।	√	√	√	
১১	মৎস্য খাদ্যের সম্পূরক হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রোবায়োটিক ও মেটাবোলাইটস উৎপাদন করা।	√	√	√	
১২	মৎস্য খাদ্যের সম্পূরক হিসেবে ব্যবহারের জন্য এককোষী প্রোটিন (SCP) উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
১৩	চিংড়ি ও মাছের উৎপাদন পরবর্তী মান নির্ণয়ের জন্য মলিকুলার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
১৪	মানসম্মত চিংড়ি/মৎস্য পণ্য উৎপাদনের জন্য জীবপ্রযুক্তির উপকরণ উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
১৫	চিংড়ি/মৎস্য এবং এদের থেকে উদ্ভুত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উন্নত কৌশল উদ্ভাবন করা।	√	√	√	

৫.৪ চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি

চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি সম্ভাবনা প্রচুর থাকা সত্ত্বেও এটি বিশ্ববাজারে বিভিন্ন রকম সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে ভেষজ ঔষুধ, ডায়াগনস্টিক কিট, ভ্যাক্সিন, যেমন, উপকারী উদ্ভিদ ভ্যাক্সিন এবং অন্যান্য চিকিৎসা উৎপাদন ও গবেষণার যন্ত্রপাতি, শিল্প ও চিকিৎসা শিক্ষা। দেশ অতি সত্ত্বর জেনেটিক ডায়াগনোসিস, থেরাপি এবং স্টেমসেল সংক্রান্ত গবেষণা এবং এর প্রয়োগ নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে। নতুন আন্তর্জাতিক বাজার আমাদেরকে উচ্চমান সম্পন্ন জীবপ্রযুক্তি কর্মী, শিক্ষক ও গবেষক মণ্ডলীকে বিদেশে পাঠানোর দুয়ার খুলে দিয়েছে।

চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিভাগ মানবস্বাস্থ্য ও পুষ্টির সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এই বিভাগের আশাব্যঞ্জক ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত রয়েছে। ইহা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, চিকিৎসা বিষয়ক জৈবসম্পদ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে ঔষুধ প্রস্তুতসংক্রান্ত খাতে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় দেশজ চিকিৎসা বিষয়ক জৈবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঐসব পণ্য আমদানি বন্ধের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা যায়।

দেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার ভবিষ্যত সামগ্রিক চিত্র অনুধাবনের জন্য আমাদের জনগণের জেনোম সিকুয়েন্সিং সম্পাদন করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের এই সীমিত সম্পদ থেকেই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত সাফল্য পেতে পারি। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ যেখানে দেশীয় চিকিৎসা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ জৈবসম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

কৌশলগত কার্যক্রম:

৫.৪.১ **নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	কার্যক্রম চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন কমিটি ও কর্তৃত্ব দেওয়া।	√	√	√	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।
২	চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	√	√	√	
৩	ভোক্তাশ্রেণির সহায়তা নিয়ে উদ্ভিদ, শিল্প ও চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণাগার স্থাপন করা।	√	√	√	
৪	চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির গুণাগুণের প্রয়োগ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য। নিয়ন্ত্রিত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	√	
৫	চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতি নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এনটিসিএমবি এবং কোর গ্রুপকে সময় মত প্রয়োজনীয় নীতি সমর্থন, আর্থিক সহায়তা এবং অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা এবং দ্রুততার সাথে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা।	√	√	√	

৫.৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	√	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	দেশের চিকিৎসা বিষয়ক পাঠাগার গুলোতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ করা।	√	√	√	
৩	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে মলিকুলার/ জেনেটিক ডিটেকশন, ডায়াগনসিস, কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা সুবিধা গড়ে তোলা।	√	√	√	
৪	চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির গবেষণা প্রকল্পে সহায়তা প্রদানের জন্য তহবিল সৃষ্টি করা।	√	√	√	
৫	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিভাগ খোলা।	√	√	√	
৬	ভোক্তা ও পেশাগত কারণে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির সংস্পর্শে আসা মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা ইপিডেমিওলজিক্যাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম চালু করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।	√	√	√	
৭	চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির বিষয়ে সেন্টার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	√	
৮	দেশে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক উদ্যোগ ও অবকাঠামোসমূহের মান বিশ্ব অঙ্গনে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করা।				
৯	দেশে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত শিল্প, গবেষণাগার ও সেবাসমূহকে সমসাময়িক বিশ্বের গতিধারায় শামিল ও প্রতিযোগিতায় সক্ষম করা।				

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১০	দেশের স্থানীয় বাজার ও বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।				
১১	দেশ এবং বিদেশের দ্রুত অগ্রসরমান। চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির চাহিদা পূরণকল্পে দেশে বিশ্বমানের চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা অবকাঠামো এবং গবেষণা ভিত্তি স্থাপন করা।				

৫.৪.৩ **অগ্রাধিকার গবেষণা কার্যক্রম**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করা।	√	√	√	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	দেশের স্থানীয় বাজার ও বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য যেমন, ভ্যাক্সিনস, ড্রাগস, থেরাপিউটিকস দ্রব্যাদি, ভেষজ ঔষুধ, গবেষণাগার কিটস এবং উপাদানসমূহ তৈরি করা।				
৩	মলিকুলার ঔষুধের কার্যকারিতা, উৎপাদন মূল্যের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	√	√	√	
৪	ড্রাগস বা ঔষুধের মান উন্নয়নের জন্য প্যাথোজেনের মলিকুলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।	√	√	√	
৫	জেনেটিক এবং সংক্রামক রোগ শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ নির্ভর ডায়াগনসিস ব্যবহার করা।	√	√	√	
৬	জেনেটিক রোগ দ্বারা আক্রান্ত সম্ভাব্য রোগীদের কাউন্সেলিং এবং সম্ভাব্য সমস্যাযুক্ত সন্তানদের হবু মা-বাবাদের কাউন্সেলিং করা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭	রোগের জীবাণু ও ভাইরাসের জেনোম। সিকুয়েন্সিং যা বাংলাদেশে সব সময় দেখা যায় এবং এই সকল রোগের উন্নত চিকিৎসা যথাযথ ঔষুধ ও ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে সম্ভব।	√	√	√	
৮	ঔষুধ নীতি কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশের মানব জেনোম বৈচিত্র্যের উপর ফার্মাকোজেনোমিকস প্রোগ্রাম করা।	√	√	√	
৯	ঔষুধ নীতি কার্যকর করার জন্য সিঙ্গেল নিউক্লিটাইড পলিমরফিজমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মাধ্যমে ফার্মাকোজেনোমিকস শিক্ষা করা।				

৫.৫ শিল্প জীবপ্রযুক্তি

শিল্পক্ষেত্রের কর্মদক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে বাংলাদেশের শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠা। বাংলাদেশে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্পে গতানুগতিক জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন তুলনামূলকভাবে প্রসারিত হয়েছে। তবুও আধুনিক জীবপ্রযুক্তি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষায়িত ক্ষেত্র হিসেবে অশাব্যঞ্জক কিন্তু বাংলাদেশ খুব বেশি দিনের নয়। সে জন্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন আণবিক ও কোষবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থ প্রকৌশল, জীব তথ্য প্রযুক্তি, ঔষুধ, কৃষি, অণুজীববিদ্যা প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বাণিজ্যিকীকরণ, জীবউদ্যোক্তা এবং জীব অর্থায়ন এবং মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

জীবসম্পদকে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করা এবং কর্মক্ষেত্র সুযোগ তৈরিতে জীবপ্রযুক্তি সম্ভাবনাময়। অধিক জীবভিত্তিক অর্থব্যবস্থা অর্জনে উদ্ভাবনী জীবপ্রযুক্তি পণ্য এবং সেবা উন্নয়ন সাহায্য করবে। বিগত বিশ শতকের শেষের দিকে জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। শিল্প জীবপ্রযুক্তিক্ষেত্রে এ ধরনের অগ্রগতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন শতকে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। অধিক পরিমাণে দেশের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য শিল্প জীবপ্রযুক্তি কর্মকৌশল প্রণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা অর্জনের জন্য গতানুগতিক এবং আধুনিক শিল্প জীবপ্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে জাতীয় সামর্থ্য উন্নীত হবে।

কৌশলগত কার্যক্রম

৫.৫.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক. **নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি**				শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১	নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা তৈরি করে সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।	√	√	
২	শিল্পজীবপ্রযুক্তি আইন কানুন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।	√	√	
৩	মানদণ্ড নির্ণয়, মানদণ্ড প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	
৪	প্রস্তুতকৃত খাদ্য মানদণ্ড প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়ন করা।	√	√	
৫	কার্যক্রম শিল্প পণ্য সমন্বয় এবং সহায়তার জন্য স্থানীয় মানদণ্ড ও অন্যান্য মানদণ্ডের সমন্বয় এবং আর্থিক সহায়তাসহ উপযুক্তি কারিগরি জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	√	√	
৬	গবেষণা ব্যয়ের জন্য বড় ধরনের কর হ্রাস করে জীবপ্রযুক্তি ফার্মগুলোর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা।	√	√	
৭	বিদেশি ঝুঁকি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে আঞ্চলিক/দেশজ কাঠামো উন্নীত করা।	√	√	
৮	নতুন এন্টারপ্রাইজ স্থাপনের জন্য ইগভর্নেসের মাধ্যমে প্রশাসনিক স্তর অথবা কার্যক্রম হ্রাস এবং সহজীকরণ।	√	√	
খ. **উৎসাহিতকরণ কার্যাবলি :**				
১	বিশেষজ্ঞদের যথাযথভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে শিল্প জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানীদের তথ্য তৈরি করা।	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২	শিল্প জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করা।	√	√	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৩	দেশে শিল্প জীবপ্রযুক্তি উন্নয়নে উৎসাহিত এবং সহায়তার জন্য কোর গ্রুপ গঠন করা।	√	√	
৪	দেশে শিল্প জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন। যাতে গড়ে উঠতে পরে সেজন্য চাহিদা নিরূপণ, বর্তমান সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাবনা (জনবল, প্রতিষ্ঠান, শিল্প, সুযোগ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) জরিপ করা।	√	√	
৫	শিল্প জীবপ্রযুক্তি নীতি এবং কর্মপন্থা উন্নয়ন যা এর পথকে সহজ করবে।	√	√	
৬	জীবপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়ন এবং বিস্তৃতি ত্বরান্বিত করার জন্য আইনের প্রয়োগ এবং পদ্ধতি সহজীকরণ।	√	√	

৫.৫.২ **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি ও শক্তিশালীকরণ**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	আধুনিক শিল্প জীবপ্রযুক্তি গবেষণার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতে বিদ্যমান গবেষণাগারের মান উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ করা।	√	√	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	শিল্প এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে কোর্স কারিকুলাম পরিমার্জন ও উন্নীতকরণ এবং ই-শিক্ষা মডিউল উন্নয়ন করা।	√	√	
৩	সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান এবং জীবপ্রযুক্তি পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ।	√	√	
৪	যথাযথ যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সজ্জিতকরণ করা।	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫	কার্যকর ঝুঁকি নিরূপণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষণাগার সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা শক্তিশালীকরণ।	√	√	
৬	জৈব তথ্য যোগাযোগ সুবিধা গঠন করা।	√	√	
৭	শিল্প জীবপ্রযুক্তি গবেষণাগারের জন্য রাসায়নিক এবং ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন এনজাইম, হরমোন, আণবিক জীববিজ্ঞান সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার স্থাপন করা।	√	√	
৮	শিল্প গুরুত্বসম্পন্ন অণুজীবের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং আণবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা তৈরি করা।	√	√	
৯	ট্রান্সজেনিক শিল্প জীবপ্রযুক্তি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা প্রবর্তন করা।	√	√	
১০	গবেষণা ফলাফল বাস্তবায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য গবেষকদের প্রশিক্ষণ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা।	√	√	
১১	নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনে কার্যকর পরিবর্তন সম্পর্কে বোঝাপড়ার জন্য জীবপ্রযুক্তি শিল্পগুলোর গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিকীকরণ স্থাপনায় প্রবেশাধিকার এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।	√	√	
১২	শিল্প জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।	√	√	
১৩	জীবপ্রযুক্তি পণ্য ও পদ্ধতি এবং শিল্প স্থাপনের জন্য পাইলট প্লান্ট সুবিধা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ অর্থ তহবিল গঠন করা।	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১৪	শিল্প জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নে প্রয়োজন মেটানোর জন্য উচ্চমান সম্পন্ন এনালাইটিক্যাল, পরীক্ষা এবং প্রত্যয়ন গবেষণাগার গড়ে তোলা।	√	√	
১৫	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করাসহ গবেষণা ও উন্নয়নে সার্ভিস ব্যবহারের জন্য জীবপ্রযুক্তি পার্ক স্থাপন গড়ে তোলা।	√	√	
১৬	সরকারি সংস্থার সাথে দ্রুত নিয়ন্ত্রণমূলক সহায়তা, কাস্টম ছাড়করণ, যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য একটি সেল গঠন করা।	√	√	
১৭	জীবপ্রযুক্তি পণ্যের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক। কৌশল উন্নয়ন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুবিধা প্রস্তুতকরণ।	√	√	
১৮	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা।	√	√	

৫.৫.৩ **অগ্রাধিকার গবেষণা কার্যক্রম**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	থেরাপিউটিক, রোগ নির্ণয় ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য হরমোন, ভিটামিন এবং উচ্চমানের এনজাইম উৎপাদন করা।	√	√	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে জৈবসার বিষয়ে গবেষণা করা।	√	√	
৩	জৈব জ্বালানি এবং শক্তির বিকল্প উৎস বিষয়ে গবেষণা করা।	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৪	এককোষী প্রেটিন উৎপাদনের কৌশল উন্নয়ন করা।	√	√	
৫	মানুষের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য প্রাণি, পোল্ট্রি এবং মাছের খাবার উন্নয়ন করা।	√	√	
৬	বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য ফুড এডিটিভ এবং ফুড সাপ্লিমেট-এর উন্নয়ন করা।	√	√	
৭	শিল্প গুরুত্বসম্পন্ন জৈব রাসায়নিক (এসেটিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, এমাইনো এসিড, ইত্যাদি) দ্রব্যাদি উৎপাদন করা।	√	√	
৮	উন্নতমান, দীর্ঘস্থায়ী এবং পচনশীল রাবার উৎপাদন করা।	√	√	
৯	প্রচলিত প্লাস্টিকের বিকল্প পচনশীল প্লাস্টিক উদ্ভাবন করা।	√	√	
১০	কৃষি-খাদ্য এবং ঔষুধ শিল্পে গুরুত্বসম্পন্ন বায়োএকটিভ কম্পাউন্ড উন্নয়ন ও উৎপাদন করা।	√	√	
১১	সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য তৈরি করা।	√	√	
১২	জৈব কীটনাশক এবং জৈব নিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি উন্নয়ন এবং উৎপাদন করা।	√	√	
১৩	গাঁজন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন। ধরনের অণুজীবের উন্নয়ন করা।	√	√	
১৪	রোগ মুক্ত উদ্ভিদ অঙ্গাণু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্লান্ট টিস্যু কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন/হ্যাপলয়েড প্রযুক্তির উন্নয়ন করা।	√	√	
১৫	শিল্প গুরুত্বসম্পন্ন অণুজীব এবং উদ্ভিদ। প্রজাতির সংরক্ষণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।	√	√	
১৬	অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন পণ্য তৈরির জন্য কৃষিজ উৎপাদন এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ।	√	√	

৫.৬ পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি

যখন জৈবপ্রযুক্তিকে প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ অধ্যয়ন করা হয় তখন তাকে পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি বলে। পরিবেশ-বান্ধব জৈবিক প্রক্রিয়ার বাণিজ্যিক ব্যবহার ও কাজে লাগানোকেও পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি বলা হয়। বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় "জৈবিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূষিত পরিবেশের (ভূমি, বায়ু, পানি) প্রতিকার এবং পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন (পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ও সহনশীল উন্নয়ন)।"

দেশে দ্রুতহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগর ও শিল্প কারখানার সম্প্রসারণ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও গাঁজন ও জৈবিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে জীবপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিজ ও শিল্প কারখানার বর্জ্যসমূহকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যায় যা পচনশীল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৈরি করে। জৈবিক দূষণকারী উপাদানকে শনাক্ত করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কৌশলগত কার্যক্রম :

৫.৬.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করা।	√	–	–	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
২	অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ, বিদ্যমান সম্পদ ও সম্ভাবনা (মানুষ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সুযোগ, অগ্রাধিকার ইত্যাদি) শনাক্তকরণ ও নিরূপণ করা।	√	√	√	
৩	পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে নীতি নির্দেশনা ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা।	√	√	–	

৫.৬.২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র/শাখা শক্তিশালীকরণ।	√	√	√	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, সার, বিষাক্ত দ্রব্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য সুযোগ গড়ে তোলা।	√	√		

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩	ঝুঁকি নিরূপণ এবং পর্যক্ষেণের জন্য গবেষণাগারের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ এবং এদের নীতিগত সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।	√	√	–	
৪	পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি গবেষণার জন্য পর্যায়ক্রমে গবেষণা তহবিল বৃদ্ধিকরণ।	√	√	√	
৫	দেশের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ভিত্তি তৈরি এবং একই সঙ্গে যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবেশ জীবপ্রযুক্তিবিদ সরবরাহ নিশ্চিত করা।	√	√	√	
৬	মানসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রি-এজেন্ট এবং কিটের ক্রমাগত সরবরাহ করা।	√	√	√	
৭	গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	√	
৮	পরিবেশ জীবপ্রযুক্তিতে যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স সেন্টারসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।	√	√	√	

৫.৬.৩ **অগ্রাধিকার গবেষণা কার্যক্রম**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	ভূনিম্নস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানি ও অন্যান্য তরল দূষণের জৈব বিশোধন।	√	√	√	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ করা।	√	√	√	
৩	সহনশীল কৃষি ব্যবস্থাপনার জন্য জৈবসার উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৪	সচরাচর ব্যবহৃত কীটনাশক, আগাছানাশক, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও হাইড্রোকার্বনসমূহের জৈব পচন।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫	পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ট্রান্সজেনিক জীবের প্রভাব মূল্যায়ন করা।	√	√	√	
৬	ইক্ষু কারখানার চিটাগুড় থেকে জৈবসার উদ্ভাবন ও উৎপাদন করা।	√	√	√	
৭	সীসা, আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষণ পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বায়োসেন্সর উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৮	কৃষিক্ষেত্রে ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের পরিবেশ-বান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা।	√	√	√	

৫.৬.৪ **জীবনিরাপত্তা এবং জীবনৈতিকতা কৌশলগত কার্যক্রম :**

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক. **নীতি নির্ধারণী পদ্ধতি, প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তৈরি**					পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
১	ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক ও বায়োসেফটি নির্দেশনার প্রয়োগ করা।	√	–	–	
২	জীবনিরাপত্তা আইনের খসড়া প্রণয়ন, প্রকাশ এবং বলবৎ করা।	√	–	–	
৩	প্রয়োজনীয় বা প্রস্তাবিত ফরম্যাট ও ম্যানুয়াল তৈরি।	√	–	–	
খ. **জীবনিরাপত্তা বিষয়াবলি পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ**					
১	জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্ণ কার্যক্রম NCB, BCC, IBCs Ges FBC সহ সচিবালয়ে সেল গঠন করা।	√	√	–	
২	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে NB প্রবর্তন বা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ও ম্যানুয়ালের জন্য সক্ষমতা তৈরি করা।	√	√	–	
৩	আধুনিক যন্ত্রপাতি ও GMO ব্যবহার এবং এদের ঝুঁকি নিরূপণের সুবিধা সমন্বিত অবকাঠামোগত উন্নয়নের	√	√	–	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	মাধ্যমে বিদ্যমান। জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ/ গবেষণাগারসমূহ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (DoE, BSTI, IFST ইত্যাদি) শক্তিশালীকরণ।	√	√	–	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদালয়/ প্রতিষ্ঠান
৪	জীবাণুমুক্তকরণ এবং পরিদর্শন সুবিধাদি এবং তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ সুবিধাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেমন সীমানা নিয়ন্ত্রণ (শুল্ক বিভাগ) শক্তিশালী করণ।	√	√	–	
৫	বৃহৎ পরিসরে নিরাপত্তা বিশ্লেষণ যেমন GMO-এর কার্যকারিতা এবং গুণগত মান পরীক্ষা, GMO থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য বিশ্লেষণ এবং বিষাক্ততা পরীক্ষণের জন্য রেফরন্সে বা এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	–	
৬	নিরাপত্তা বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রদান, যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপন করা।	√	√	–	
৭	স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রম জোরদারকরণ।	√	–	–	
গ.	**বিজ্ঞানী/গবেষক/NCB সদস্য/অন্যান্য বায়োসেফটি কমিটি ও প্রয়োগকারী সংস্থার কারিগরি সদস্য/কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ**				
১	জীবনিরাপত্তা ও জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত। বিষয়সমূহে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (যেমন জীবনিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির নিরাপদ ব্যবহার (জীন পৃথকীকরণ, জীনের গাঠনিক উন্নয়ন, জীন সিকুয়েন্সিং ও ইনসারসন) করা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২	ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রটোকল উন্নয়ন (যেমন জিনের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও প্রভাব, তাৎপর্যপূর্ণ। সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি); পরিবীক্ষণ ও প্রয়োগ; গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির নিরাপদ ব্যবহার, গবেষণাগারে আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ, GMO ব্যবহার ও এর নিরাপদ অপসারণ, মানসম্পন্ন তথ্যসহ পদ্ধতি এবং নিরীক্ষা ও এক্রিডিয়েশন পদ্ধতি ইত্যাদি।	√	√	–	
৩	MO/LMO-এর নির্ণয়, পরীক্ষা এবং গুণগত বিশ্লেষণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্লেষণ এবং লেবেলিং সংক্রান্ত কাজে যোগ্যতা সম্পন্ন বিজ্ঞানী/কারিগর তৈরি করা।	√	√	–	
ঘ.	**নীতি নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রকদের জন্য প্রশিক্ষণ**				
১	জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সম্পৃক্ততা নির্ণয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাপারে আলোচনার দক্ষতা তৈরি করা।	√	√	–	
২	জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত আংশিক আইন/নীতির সাথে একাত্মতা, তথ্য বিনিময়ের জন্য মানসম্পন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া।	√	√	–	
৩	জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (বৈধ নীতি, প্রয়োগ, পরীক্ষণ ইত্যাদি), পুনঃ পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা।	√	√	–	
৪	বহুমাত্রিক কর্ম পরিকল্পনা, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি বিবেচনা করা।	√	√	–	
৫	প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপযোগী নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন করা।	√	√	–	
৬	অর্থায়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মূলধন বৃদ্ধির দক্ষতা, প্রস্তাব তৈরি, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রশিক্ষণ।	√	√	–	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭	জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্থক সমন্বয় ও প্রয়োগের জন্য জীব নিরাপত্তা নির্দেশিকা, জাতীয় জীব নিরাপত্তা কাঠামো ও অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা।	√	–	–	
ঙ. তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি					
১	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অর্থায়ন, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য বাংলাদেশ বায়োসেফটি ক্লিয়ারিং হাউজ তৈরি করা।	√	–	–	
চ. সাধারণের জন্য তথ্যাদি ও শিক্ষাব্যবস্থা					
১	সচেতনতা ও শিক্ষা উপকরণ (বাংলায়) প্রকাশনা, জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর ও অংশগ্রহণের দক্ষতা তৈরি করা।	√	√	√	

৫.৭ সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি

বঙ্গোপসাগরে রয়েছে প্লাংটন, সামুদ্রিক শৈবাল, মাছ, খোলসযুক্ত মাছ, প্রবাল, কচ্ছপ, স্তন্যপায়ী এবং উপকারী অণুজীবসহ সামুদ্রিক জলজ জীবের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বর্তমানে, সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান মৎস্য ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক মজুদ থেকে আহরণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই, নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্রে অনুসন্ধানের জন্য মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। একইভাবে, তেল নিঃসরণ ও অন্যান্য দূষণ থেকে আমাদের সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি ঔষুধ আবিষ্কার, অভিনব খাদ্য ও খাদ্য উপাদান, জৈব বিশোধন, জৈবপদার্থ, মৎস্য ও কৃষি পণ্য, রোগ নির্ণয়, উৎপাদন প্রক্রিয়া, জৈবশক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে নবতর প্রয়োগ উপহার দিতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাস্তুসংস্থান খোঁজার জন্য সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত ও আরো জোরদার করতে হবে।

সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র রয়েছে :

ক) খাদ্য উৎপাদন;

খ) টেকসই নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন;

গ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা;

ঘ) পরিবেশবান্ধব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা;

ঙ) শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও জৈবপ্রক্রিয়াকরণ

সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার গবেষণা ক্ষেত্র এবং সহায়ক নীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হল :

কৌশলগত কার্যক্রম :

৫.৭.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	নিয়ন্ত্রণকারী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	√	√	–	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	জীবনিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	√	√	√	

৫.৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গবেষণাগার স্থাপন করা।	√	√	–	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি গবেষণা শক্তিশালীকরণের জন্য জনবল নিয়োগ করা।	√	√	√	
৩	বিদ্যমান ও ভবিষ্যত গবেষণাগারে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রিয়েজেন্টস, কিটস ইত্যাদির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ করা ।	√	√	√	

৫.৭.৩ অগ্রাধিকার গবেষণা কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	চাষকৃত ও চাষযোগ্য জলজ প্রজাতি যেমন : সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, শুক্তি ইত্যাদির স্বাস্থ্য, প্রজনন, উন্নয়ন, বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক কল্যাণে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির কলাকৌশল ব্যবহার করা।	√	√	√	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২	পণ্যের মান ও মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে উপাদান চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন করা।	√	√	√	
৩	জৈব-জ্বালানি ও শিল্পে প্রয়োগের জন্য অণুশৈবাল ও অন্যান্য জীবের পরিসংখ্যানপত্র তৈরি করা।	√	√	√	
৪	অণুশৈবাল ও সামুদ্রিক আগাছার জন্য অনুসন্ধান কৌশল, দক্ষ কালচার ব্যবস্থা সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, উৎপাদন ও পরিশোধন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৫	বায়োএকটিভ যৌগ চিহ্নিতকরণ এবং তাদের কর্মপদ্ধতি ও প্রাকৃতিক কাজ নিরূপণ করা।	√	√	√	
৬	ক্ষতিকর algal bloom ও মানব স্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি নিরূপণ ও এ সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদানসহ উপকূলবর্তী পানির গুণমান মোকাবেলা স্বয়ংক্রিয় বায়োসেন্সিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৭	বাণিজ্যিক সরঞ্জাম ও গতানুগতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি তৈরি ও সহায়তার লক্ষ্যে জীব এবং জনসংখ্যা চিহ্নিতকরণের জন্য ডিএনএ ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা।	√	√	√	
৮	সামুদ্রিক প্রোটিন বিকাশের লক্ষ্যে এনজাইম স্ক্রিনিং করা।	√	√	√	
৯	খাদ্য, প্রসাধনী এবং স্বাস্থ্যের জন্য অভিনব প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে সামুদ্রিক জৈবপলিমার উৎপাদন করা।	√	√	√	
১০	অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক জীবের জীবন রহস্য বিশ্লেষণ করা।	√	√	√	

৫.৮ ন্যানো জীবপ্রযুক্তি :

ন্যানো-কণার বিকাশের কারণে এনক্যাপসুলেশন ড্রাগ, প্রোটিন ও অন্যান্য মলিকিউলের মাধ্যমে বর্তমানে অধিকতর উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হচ্ছে যেখানে সর্বনিম্ন পর্যায়ের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে। নতুন ও উদীয়মান এই ন্যানো-জীবপ্রযুক্তি শাখায় সক্ষমতা তৈরিকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা-উন্নয়ন এবং সেবা বিষয়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্ন লিখিত কৌশলগত কার্যক্রমগুলো সম্পাদিত হবে।

কৌশলগত কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	দেশে ন্যানো-জীবপ্রযুক্তি ত্বরান্বিত ও অগ্রায়মান করার লক্ষ্যে কোন গ্রুপ গঠন করা।	√	–	–	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	কিছু চিহ্নিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যানো জীবপ্রযুক্তি এবং জীব প্রকৌশল গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	√	√	√	
৩	ন্যানো-জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।	√	√	√	
৪	ড্রাগ এনক্যাপসুলেশন কাজে এলিট ন্যানো বস্তুর উন্নয়ন করা।	√	√	√	
৫	কার্যকর ও সুবিধাজনক ঔষুধের জন্য জৈব সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নন-ইমিউনোজেনিক সারফেস কোটিং তৈরি করা।	√	√	√	
৬	ড্রাগ বিতরণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ড্রাগ বিতরণ করার যানবাহন উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৭	মেটাবোলাইট চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ এবং জেনেটিক মার্কার শনাক্তকরণের জন্য বায়োসেন্সর টেস্ট চিপ উদ্ভাবন করা।	√	√	√	
৮	হৃদযন্ত্রের ত্রুটি সংক্রান্ত চিকিৎসা করা।	√	√	√	

৫.৯ বায়োইনফরমেটিক্স বা জীব তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জীবপ্রযুক্তি

অত্যাধুনিক জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীব তথ্যপ্রযুক্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রমাণিত। নতুন নতুন ঔষুধ, টিকা, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ, নতুন নতুন প্রোটিন মলিকিউল ও জৈবিক উপাদান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে জীব তথ্যপ্রযুক্তি খরচ ও সময় সাশ্রয়ে সক্ষম হবে।

কৌশলগত কার্যক্রম :

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	দেশে জীব তথ্য প্রযুক্তি ত্বরান্বিত ও অগ্রায়মান করার লক্ষ্যে কোর গ্রুপ গঠন করা।	√	–	–	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	জীব তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি তৈরি করা।	√	√	√	
৩	জীব তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে মানসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন করা।	√	√	√	
৪	সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক জীব তথ্য প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা।	√	√	√	
৫	জীব তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ভর্তুকি দিয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা।	√	√	√	
৬	প্রোটিন ফোল্ডিং ও ডাগ ডিজাইন। কার্যক্রমসমূহের উন্নয়নের জন্য উন্নত ও কার্যকর কম্পিউটার সুবিধাদি তৈরি করা।	√	√	√	
৭	প্রতি বছর জীব তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে মান ও সার্বক্ষণিকভাবে মেধা সম্পন্ন পিএইচডি, এমএসসি ও এডভান্সড ডিপ্লোমাধারী জনশক্তি পাওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।	√	√	√	

৬. জীবপ্রযুক্তি শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসা

সমাজের আর্থ-সামাজিক মঙ্গলের জন্য জীবপ্রযুক্তি অবদানের লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তি হস্তান্তরের সুবিধা ও প্রক্রিয়া প্রদানের মাধ্যমে, ব্যবসায়িক নির্দেশনা ও সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে দেশে শিল্পোদ্যোক্তাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত।

কৌশলগত কার্যক্রম :

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য পরিকল্পনা : নির্দিষ্ট ভৌত অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী মূল্যায়ন হাতে নেয়া এবং খাত ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অংশীদারিত্ব নির্দেশনা, মডেল বাস্তবায়ন, স্থান ইত্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করা।	√	√	–	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	জীবপ্রযুক্তির ব্যবসাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো উন্নয়ন করা।	√	–	–	
৩	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যাদি পরীক্ষণের জন্য সক্ষমতা তৈরি করা।	√	√	√	
৪	নতুন প্রযুক্তির তথ্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং স্থাপন করা।	√	–	–	
৫	জীব তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক স্থাপন করা।	√	√	√	
৬	প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈধকরণকে সুবিধা দেয়ার জন্য ইনকিউবেশন সুবিধাদি তৈরি করা।	√	√	√	
৭	বেসরকারি পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা।	√	√	√	

৭. জনসচেতনতা, জনসংযোগ এবং অংশগ্রহণ

জীবপ্রযুক্তি উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা প্রয়োজন। একই সাথে সহজবোধ্য ও স্বচ্ছভাবে সঠিক তথ্যাদি প্রচারের মাধ্যমে ভোক্তাশ্রেণি ও সুশীল সমাজে জীবপ্রযুক্তির উৎপাদিত দ্রব্যাদির নিরাপত্তা, সক্ষমতাসহ সামাজিক ও নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে জনসাধারণের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা জরুরি। জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ ও সঠিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

কৌশলগত কার্যক্রম :

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	বিভিন্ন ভোক্তাশ্রেণির শিক্ষা ও শিক্ষার উপকরণ তৈরির লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় জীবপ্রযুক্তি সচেতনতা তহবিল তৈরি করা।	√	√	√	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কাজের স্থানে প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার সুবিধাদি স্থাপন এবং বিশেষায়িত ওয়েবসাইট তৈরি করা।	√	√	√	
৩	জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সর্বাধুনিক/সর্বশেষ তথ্য ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে তথ্য-সহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।	√	√	√	
৪	কৃষি, মৎস্য, প্রাণি এবং স্বাস্থ্য জীবপ্রযুক্তি শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা তৈরি করা।	√	√	√	
৫	জিএমও/এলএমও-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও উপকারিতা বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি। যদিও তারা জীব বৈচিত্র্যের স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনায়, উপকার ভাগাভাগির প্রবেশাধিকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।	√	√	√	
৬	দেশে জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনা ও কার্যকারিতা প্রচারের লক্ষ্যে সেমিনার/কর্মশালা/র‍্যালির আয়োজন করা।	√	√	√	
৭	পোস্টার, প্রদর্শনী ও গণমাধ্যমের সহায়তায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ব্যাপক প্রচারের আয়োজন করা।	√	√	√	
৮	গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সহায়তায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে প্রচারণা।	√	√	√	

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৯	জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমূহের আন্ডার গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা।	√	√	√	
১০	জীবপ্রযুক্তি ও জীবনিরাপত্তা বিষয়ক আইন-কানুন, জীবনিরাপত্তার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা ও অনুধাবন উন্নতিকল্পে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা।	√	√	√	
১১	ক্রমউন্নতিশীল জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক শিল্প কারখানা ও জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি দ্রব্যাদির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।	√	√	√	
১২	বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের ফলাফলকে গুরুত্ব প্রদান করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংযোগ পরিচালনা করা।	√	√	√	
১৩	গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	√	√	√	

৮. সমন্বয় ও সহযোগিতা

জ্ঞানের একীকরণ, দেশীয় শক্তির উন্নয়ন, বিজ্ঞানের বিশ্বাসকে প্রেরণা যোগান ইত্যাদির উপর বিজ্ঞানের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। সোয়াট বিশ্লেষণ পরিস্কগ্রুপারভাবে নির্দেশ করে যে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার অভাব দেশের জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ। তাই, এ বাধা অতিক্রম করতে হলে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া দরকার। অতএব, আশাব্যঞ্জক সুবিধা পেতে হলে বিদ্যমান শক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

কৌশলগত কার্যক্রম :

ক্রমিক	কার্যক্রম	স্বল্প	মধ্য	দীর্ঘ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	দেশের জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট তৈরি করা।	√	–	–	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান
২	**দেশি ও বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতাঃ** আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা । অনাবাসিক বাংলাদেশি। জীবপ্রযুক্তিবিদগণকে দেশে আসতে আহ্বান করা এবং তাদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সমঝোতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণায় সহযোগিতা গড়ে তোলা।	√	√	√	
৩	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা।	√	√	√	

৯. পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কৌশল

৯.১ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স (NTBB)

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ উৎপাদন ও বিতরণ এবং সরকারের পক্ষ হতে ও সম্ভাব্য বিদেশি সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও গ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা এ কমিটির দায়িত্ব। এই টাস্কফোর্স সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক যারা দেশে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের গঠনপ্রণালী :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	পদ মর্যাদা
১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
২	প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য

ক্রমিক	নাম ও পদবি	পদ মর্যাদা
৮	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
১২	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
১৫	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
২৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
২৫	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
২৬	জীবপ্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ সদস্য	সদস্য
২৭	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৯.২ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নির্বাহী কমিটি (NECB) :

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রযুক্তির দ্রুত ও ঝুঁকিমুক্ত উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতির বাস্তবায়ন এই কমিটির দায়িত্ব। জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার পরিকল্পনা ও জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতির আলোকে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদন করবে। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার উন্নয়নে স্পষ্ট ও সাবধান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ফলপ্রসূ কৌশল তৈরি করবে। জনসাধারণ, গণমাধ্যম ও রাজনীতিবিদসহ সকল স্তরের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে এই কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও এই জাতীয় নির্বাহী কমিটি কাজ করবে।

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটির গঠনপ্রণালী :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	পদ মর্যাদা
১	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	নির্বাহী সভাপতি
২	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	সদস্য, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
৪	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৫	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২-১৩	জীবপ্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ সদস্য	সদস্য
১৪	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য

৯.৩ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCB) :

সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ১৮ (আঠার) সদস্য বিশিষ্ট একটি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে থাকবেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির মহাপরিচালক। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এই কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কমিটি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করবে এবং দেশের জীবপ্রযুক্তি গবেষণার উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা, অর্থ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে ১ (এক) জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখা যেমন-উদ্ভিদ, পশু, মৎস্য, চিকিৎসা, পরিবেশ, শিল্প ইত্যাদি হতে একজন করে বিজ্ঞানী উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাংলাদেশের একজন পেশাদার জীবপ্রযুক্তিবিদও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

১। জাতীয় জীবপ্রযুক্তি অগ্রাধিকারসমূহ শনাক্তকরণ;

২। প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুরোধ প্রেরণ;

৩। জীবপ্রযুক্তি গবেষণার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং শিল্পে অংশীদার খোঁজা;

৪। জীবপ্রযুক্তিতে সম্পদের প্রবহমানতা অনুসন্ধান (দক্ষতা, তহবিল ও সুবিধাদি);

৫। আধুনিক ও সমৃদ্ধ জীবপ্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা;

৬। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়;

৭। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কমিটি প্রতি ছয় মাসের মধ্যে সভায় মিলিত হবে।

তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ জীবপ্রযুক্তিবিদ নীতি নির্ধারক এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় কারিগরি কমিটি গঠিত হবে।

ক্রমিক	কমিটি	সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়	কার্যপরিধি
১	কৃষি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCAgB)		
২	প্রাণি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCAgB)		
৩	মৎস্য জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCAgB)		
৪	পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCAgB)		
৫	চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCAgB)		
৬	শিল্প জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCAgB)		
৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCHRDB)		
৮	জীব নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় কমিটি (NCB)		

১০. কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ :

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শ করে জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি বাস্তবায়নের কর্ম পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করবে (প্রতি তিন বছর অন্তর) এবং জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ দাখিল করবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২

নভেম্বর ২২, ২০১২

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

প্রজ্ঞাপন

নং ৩৯.০১৫.০০৬.০১.০০.০০৩.২০০৫-১৭২০৪.৩১১.০০৬.০৫.০০.০৪০.২০১২-৮৫৩(২) তারিখ: ০১ নভেম্বর ২০১২ খ্রিঃ "জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২" মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে গেজেটে প্রকাশ করা হল।

শাহিদ হাসান
উপ-সচিব

১. **ভূমিকা—**

মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্যে জীবপ্রযুক্তি অন্যতম। এক অর্থে, বহু শতক ধরে জীবপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে রুটি তৈরিতে ঈষ্টের ব্যবহার বা দই তৈরিতে ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ যেমন- উদ্ভিদ টিস্যু কালচার, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ, সেল ফিউশন, ভ্রুণ ম্যানিপুলেশন ইত্যাদি সবই জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। জীবিত বস্তু বা জীবিত বস্তুর অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কিছু উৎপন্ন করা বা উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করাই জীবপ্রযুক্তি।

পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও সহনশীল রাখতে জৈব কীটনাশক, জীবাণুসার, জৈব জ্বালানি, জৈব বিশোধন ইত্যাদি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি অবদান। তথ্য-প্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির সেতুবন্ধন বায়োইনফরমেটিক্স নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। জীবপ্রযুক্তি শুধু একটি প্রযুক্তিনির্ভর বিষয় নয়। বিজ্ঞান, দেশের রাজনৈতিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সূচক, ভেতর ও বাইরের সমঝোতা এবং সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাকেও স্পর্শ করে। বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। আমাদের ভূমি এবং সম্পদ সীমিত, কিন্তু এই সীমিত সম্পদ থেকেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি সমস্যা মোকাবেলায় পীড়ন সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জৈব এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য রক্ষা পদ্ধতি, পরিবেশ ও বনজ ক্ষেত্রও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরোক্ত বিষয়াদি সমাধানে জীবপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মানবসম্পদ কাঠামো শক্তিশালীকরণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, জাতীয় সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানের সংযোজন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গবেষণার উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী

সহায়তা প্রদানের জন্য জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত একটি জাতীয় নীতি প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ক্ষেত্র, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জীবপ্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, উৎপাদন পদ্ধতির স্থিরতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার নিরাপত্তার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জীবপ্রযুক্তি গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য এবং দেশে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বেশকিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও দেশে জীবপ্রযুক্তি গবেষণার সাথে জড়িত। ২০০৬ সালে জীবপ্রযুক্তি নীতির খসড়া তৈরি করা হয়। জীবপ্রযুক্তির বিভিন্নক্ষেত্রে উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সরকার উক্ত খসড়া নীতি হালনাগাদ ও চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অত্র চূড়ান্ত খসড়া নীতিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জীবপ্রযুক্তি জনসাধারণের বোধগম্য করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, জীবপ্রযুক্তির নতুন পণ্য বা সেবাসমূহ পরিবেশ বা মানবজীবনের উপর কোনরূপ হুমকি তৈরি করবে না বা মানবাধিকার ও নৈতিকতার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা তৈরি করবে না। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এই নীতিতে বেশকিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ সমাধানে জীবপ্রযুক্তি নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১.১ জীবপ্রযুক্তি-বৈশ্বিক পরিস্থিতি—

বিগত ৩৫ বছরে আধুনিক জীবপ্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বল্পসময়ের মধ্যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি যা একসময় অবোধ্য ছিল আজ তা মানব কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। ভিটামিন এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস রাতকানা রোগ প্রতিরোধে কার্যকর। ইনসুলিন, হেপাটাইটিস-বি এর প্রতিষেধক, ইন্টারফেরন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের ঔষুধ আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে। বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বেশকিছু ট্রান্সজেনিক শস্য যেমন সয়াবিন, তুলা, সুগারবিট, ধান, গম এবং ভুট্টা চাষাবাদ হচ্ছে। ভারত, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামসহ এশিয়ার দেশসমূহে পরিবেশের জন্য সহায়ক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিটি খুবই উপযুক্ত। গত দুই দশকে এই দেশগুলো জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত শস্য ব্যবস্থাপনা, বনজ, জৈব কীটনাশক ও জীবাণুসার ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিটির সুবিধা গ্রহণ করছে। আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে কেনিয়া রোগ ও পীড়ন প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এবং প্রাণিসম্পদের জন্য প্রতিষেধক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

১.২ জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কিত দলিলাদি—

বিগত বছরগুলোতে জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বেশকিছু পলিসি ডকুমেন্ট তৈরি হয়েছে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হয়। ১৯৯২ সালে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনে জীববৈচিত্র্য ও জীবপ্রযুক্তি বিষয়টি স্থান পায়। জীবনিরাপত্তার উপর Cartegena প্রোটোকল ২০০০ সালে গৃহীত হয় যা আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ফসল জীবিত

পরিবর্তিত জীব (LMOs) এর নিরাপদ স্থানান্তর, পরিচালনা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং জীববৈচিত্র্য এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর এর প্রতিকূল প্রভাব এড়ানোর ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দেয়। আলোচ্যসূচি ২১ (জীবপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার উপর অধ্যায় ১৬) এর উপসংহার; ২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs); সহনশীল উন্নয়নের উপর বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (WSSD), ২০০২ এ গৃহীত জোহানেসবার্গ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা; পানি, শক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি ও জীববৈচিত্র্য (WEHAB) বিষয়ে ২০০২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগ এবং অনুরূপ অন্যান্য উন্নয়ন মানবকল্যাণে জীবপ্রযুক্তির সুচিন্তিত ব্যবহার বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সহায়ক হয়েছে।

১.৩ বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তির পরিস্থিতি—

বাংলাদেশে উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তির উপর কাজ শুরু হয় ১৯৭০ সালের শেষ দিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে। ১০-১২ বছরের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে বেশকিছু সংখ্যক ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিদ টিস্যু কালচারের কাজ হয়। বিভিন্ন শস্য, বনজ গাছপালা, অর্নামেন্টাল এবং ফলদ গাছ এবং সবজির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ পুনরুৎপত্তি ও মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ধান, পাট, তেলবীজ, আলু, ছোলা, পেঁপের ক্ষেত্রে পোকা, ছত্রাক এবং ভাইরাস প্রতিরোধী, ডালের ক্ষেত্রে ছত্রাক, লবণাক্ততা এবং খরা প্রতিরোধী এবং পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য *Agrobacterium* দ্বারা জেনেটিক ট্রান্সফর্মেশনের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদ, মাছ ও পশুর প্রজাতিতে মার্কারের সাহায্যে নির্বাচন এবং RAPD, RFLP, microsatellite এবং isoenZzme গবেষণা মলিকুলার বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণের কাজ চলছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য ডিএনএ প্রোব ব্যবহার, রিকম্বিট্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য, আঁশ এবং জ্বালানির উন্নয়ন এবং চাল, পাট এবং অন্যান্য শস্যের ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিংয়ের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BLRI), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (NIB), স্থানীয় প্রাণির মলিকুলার চরিত্র নির্ণয়, ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি, একাধিক ডিম্বস্ফোটন, কৃত্রিম প্রজনন, রোগজীবাণু চিহ্নিতকরণ, PCR ভিত্তিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং গবাদিপশুর মধ্যে পা এবং মুখের রোগ নির্ণয়সহ প্রাণি জীবপ্রযুক্তির কাজ করছে। ছাগলের প্লেগ রোগের জন্য প্রতিষেধক কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। রুই, পাবদা, মাগুর, কৈ এবং অন্যান্য মাছের প্রণোদিত প্রজনন কৌশলসহ মৎস্য জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন; নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে দেশীয় ও বিদেশি রুই মাছের জেনেটিক স্টক উন্নয়ন; সেক্স রিভার্সাল এবং ক্রোমোজোম ম্যানিপুলেশন কৌশল দ্বারা তেলাপিয়া এবং সিলভার কার্প মাছের monosex প্রজাতি উৎপাদন; microsatellite ডিএনএ মার্কারের সাহায্যে হ্যাচারিতে introgressed হাইব্রিড-এর শনাক্তকরণ: alloZzme এবং DNA-RFLP মার্কারের সাহায্যে ইলিশ মাছের স্টক বৈষম্য নির্ণয়। শিল্প জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও তেমন সাফল্য অর্জন করেনি। পশুর মলমূত্র (গোবর) থেকে জৈবগ্যাস উৎপাদন এবং

কৃষি অবশিষ্টাংশের জৈব পরিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য, গবাদিপশুর খাদ্য ও সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু অর্জন রয়েছে। পরিবেশ জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ সময় প্রথাগত কৌশলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আধুনিক জীবপ্রযুক্তি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে না। সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা প্রধানত উচ্চ ফলন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জীবপ্রকৌশলজাত ধান, পাট, ডাল, তেলবীজ এবং সবজির প্রজাতি তৈরির চেষ্টা করছেন। সবজি, বনজ গাছ, অর্নামেন্টাল এবং ফলের গাছ ও ভেষজ উদ্ভিদের টিস্যু কালচারকৃত চারা বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। বেশকিছু বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং এনজিও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ভাইরাসমুক্ত আলু বীজ উৎপাদন করছে ফলে আমদানিকৃত আলু বীজের উপর আমাদের নির্ভরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকির মুখে পড়েছে এবং ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং খরার মুখোমুখি হচ্ছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের কৃষক নতুন প্রযুক্তি এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত পণ্য ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে। দেশে প্রধান কিছু শস্যের (ধান, পাট, ডাল, আলু, বেগুন ইত্যাদি) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) বিভিন্ন এলাকায় ফল এবং কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী BT-বেগুনের মাঠপর্যায়ে কনফাইন্ড দুটি চক্র সম্পন্ন করেছে। BT-বেগুন কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সমস্যা ও উৎপাদন ক্ষতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) এ বর্তমানে গ্রিন হাউজে আমদানিকৃত গোল্ডেন রাইসের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২. **ভিশন—**

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশ অর্জন করা।

৩. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—**

৩.১. লক্ষ্য জীবপ্রযুক্তি নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক এই প্রযুক্তির নীতিগত ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি-খাদ্য এবং অন্যান্য শস্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং মানুষের জীবনযাত্রা, জীবনিরাপত্তা এবং জীবনৈতিকতার টেকসই উন্নয়ন এবং জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি, জীবনিরাপত্তা ও বায়োএথিক্স এর ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই আধুনিক প্রযুক্তির সুচিন্তিত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হালনাগাদ করা হয়েছে ।

৩.২. **উদ্দেশ্য—**

৩.২.১. জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

৩.২.২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দেশের জীবসম্পদের তালিকা প্রস্তুতকরণ।

৩.২.৩. অবকাঠামো উন্নয়ন ও উপযুক্ত প্রণোদনা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাঠামোর মাধ্যমে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য অনুকূলে পরিবেশ তৈরি করা।

৩.২.৪. জীবসম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে জীবপ্রযুক্তি পার্ক স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা।

৩.২.৫. জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা।

৩.২.৬. জীবপ্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের জন্য বায়োইনফরমেটিক্স এবং এই সম্পর্কিত তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা তৈরি করা।

৩.২.৭. জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত শিল্পের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

৩.২.৮. স্থানীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মূলধন তহবিল এবং ব্যাংক ঋণের প্রবাহ সহজকরণ।

৩.২.৯. স্থানীয় জনগণের জ্ঞান, উদ্ভাবন, প্রথাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, জীবনৈতিকতা, জীববৈচিত্র্য, জীবনিরাপত্তার মতো বিষয় উপস্থাপন করা।

৩.২.১০. জীবপ্রযুক্তি এবং এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত পণ্যসমূহের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল ভোক্তাশ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৪. বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তির অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ—

জীবপ্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যা কৃষি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বনায়ন, পশুপালন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পরিবেশ সংরক্ষণ, পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমাজকে টেকসই সুবিধা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম। বৈচিত্র্যতা ও বাজার মূল্য বিবেচনায় জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে সম্ভাবনা প্রাচুর্যময় ও বহুমুখী। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য-কৃষি ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বন ও পরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবপ্রযুক্তি উদ্ভূত অন্যান্য পণ্য ও পদ্ধতি ইত্যাদি জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৪.১. কৃষিঃ খাদ্য ও অন্যান্য শস্য—

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং চিকিৎসা ও জীবিকার নিরাপত্তা প্রদান জীবপ্রযুক্তি নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা মোকাবেলা করা না গেলেও জীবপ্রযুক্তি সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু সমস্যা সমাধানে সক্ষম, যেমন- শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যময়তা সৃষ্টি খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধি, জীবজ ও অজীবজ পীড়ন প্রতিরোধী শস্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশের কৃষি উৎপাদনের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস এবং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরিতে সহায়তা।

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষি-খাদ্য ও অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি, ফলমূল, ঔষধি উদ্ভিদ, ফুল ও অলংকরণ উদ্ভিদ ইত্যাদির উন্নতি সাধনে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাবনাময় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ভেষজ উদ্ভিদ, পশুখাদ্য, রোগ নির্ণয় এবং ফসল কাটা/উত্তোলন পরবর্তী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস প্রভৃতি।

৪.২. **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ—**

মাৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জাত নির্বাচন, উন্নয়ন ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি, কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ এবং মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বর্তমান উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। নতুন ও উন্নত ঔষুধ তৈরি করে পশুপালনের উৎপাদন খরচ কমানো এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী ঘটিত রোগ দমনের মাধ্যমে পশুস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অধিকন্তু, জীনভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুখাদ্য ও আন্ত্রিক অণুজীবের মানোন্নয়ন এবং হজমশক্তি ও পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যায়।

৪.৩. **পরিবেশ ও বন—**

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল প্রাচুর্যময় জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল। বনায়নে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের মধ্যে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অর্থকরী ফসল উদ্ভাবন, কৃষি বনায়ন, বনজ সম্পদের স্থানিক (ইন সিটু) ও অস্থানিক (এক্স সিটু) সংরক্ষণ এবং অর্থকরী বনজ উদ্ভিদের উন্নয়ন ইত্যাদি অন্যতম। পরিবেশ খাতে জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে- বর্জ্য পরিশোধনে সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অণুজীবের প্রকরণ উন্নয়ন, জৈববিশোধন, বর্জ্য পানি ও তরল পরিশোধন, বর্জ্য থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য (শক্তি ও কম্পোস্ট) উৎপাদন ইত্যাদি। এছাড়াও, জীবাণুসার, জৈব কীটনাশক এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাসকল্পে জৈব পচনশীল (বায়োডিগ্রেডেবল), পণ্য উৎপাদন প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৪.৪. **স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিকতন—**

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি খাতে যেসব ক্ষেত্রসমূহে সম্ভাবনা আছে সেগুলো হচ্ছেঃ ঔষুধ, ভেষজ ঔষুধ, রোগ নির্ণয় কিট, টিকা ও ভক্ষণযোগ্য উদ্ভিজ্জ প্রতিষেধক, অন্যান্য চিকিৎসা পণ্য এবং গবেষণা, শিল্প ও চিকিৎসা শিক্ষার উপকরণ উৎপাদন; রোগ নির্ণয়ে জেনেটিক পদ্ধতি প্রবর্তন, স্টেম সেল গবেষণা ও ব্যবহারসহ অন্যান্য গবেষণা ও চিকিৎসা। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়। আমাদের দেশে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.৫. **জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত পণ্য ও প্রক্রিয়া—**

জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য ও পণ্য উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহার্য এনজাইম (প্রোটিয়েজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, ডেক্সাট্রিনেজ ও এনজাইম

মিশ্রণ), জৈপলিমার, সংযোজন দ্রব্য, অণুজীব পণ্য যেমন- জৈব এসিড (সাইট্রিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, এমিনো এসিড ইত্যাদি), অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন, ইত্যাদি রপ্তানির সুযোগের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশে মলিকুলার জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য দরকারী এনজাইম (রেস্ট্রিকশন এনজাইম, পলিমারেজ), প্রাইমার ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪.৬. **সামুদ্রিক জীবসম্পদ—**

বঙ্গোপসাগর বিশ্বের ৬৪টি বৃহৎ সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান (marine ecosystem) এর মধ্যে অন্যতম যা বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড এই ৮টি দেশ দ্বারা বেষ্টিত। এই সমুদ্রে রয়েছে, প্লাংকটন, সামুদ্রিক শৈবাল, মাছ, খোলসযুক্ত মাছ, প্রবাল, কচ্ছপ, কুমীর, স্তন্যপায়ী এবং উপকারী অণুজীবসহ অফুরন্ত সামুদ্রিক জলজ জীবের ভাণ্ডার।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের জোরালো প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক সীমানার বাইরে আরো ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অধিকার অর্জিত হয়েছে। মায়ানমারের সঙ্গে এই ২০০ নটিক্যাল মাইল ব্যতীত মহীসোপানের তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্বও অর্জিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের সম্ভাব্য সকল সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য সরকার কর্তৃক সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ, গ্যাস এবং তেলসহ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য উভয় ধরনের সম্পদ অনুসন্ধান করা অতীব প্রয়োজনীয়। দেশজ সামুদ্রিক মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। প্রজাতির জেনেটিক স্টক উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির উন্নয়নে আধুনিক জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

টেকসই শিল্প প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য বঙ্গোপসাগরের জৈব সম্পদের উপর ভিত্তি করে সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি গবেষণায় নতুন ও উন্নত খাদ্য, গবাদি পশুর খাদ্য, খাদ্য উপাদান, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, এনজাইম, বায়োমলিকুলার উপাদান, বায়োমনিটর, বায়োপেস্টিসাইড, জৈব বিশোধন এজেন্ট এবং বায়োপ্রসেসিং কৌশল বিকশিত হতে পারে।

৪.৭. **ন্যানো-জীবপ্রযুক্তি—**

ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য চিত্রগ্রাহী পদার্থ প্রেরণ ও ক্যান্সারের ঔষুধ তৈরিতে ইতোমধ্যে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে ন্যানো-কুলার ব্যবহার শুরু হয়েছে। জীবপ্রযুক্তির সাথে ন্যানোপ্রযুক্তির যৌথ ব্যবহারে জীবপ্রকৌশলে অধিকতর কর্মক্ষম ও আরো উন্নত জীবপদার্থের সম্পূর্ণ নতুন একটি ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে । টিস্যু প্রকৌশলের সাথে মিলিত হলে এটি সত্যিকারের সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মত আগামী দশকের প্রযুক্তি উপহার দিতে সক্ষম।

আমাদের দেশে আরো শক্তিশালী, কার্যকর ও অধিকতর নিরাপদ ঔষুধ; প্রতিস্থাপনের কাজে ব্যবহৃত কৃত্রিম চামড়া ও পুনরুৎপাদনমূলক চিকিৎসার জন্য টিস্যু/অঙ্গ এবং সহজে ও কম খরচে রোগ নির্ণয়ের উপকরণ/পন্থা উৎপাদনে ন্যানোপ্রযুক্তির উন্নতি ও প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪.৮. **বায়োইনফরমেটিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি—**

আমাদের দেশে জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিস্তার, জৈবআহরণ, জীবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির উপকরণ প্রয়োগ করে সমাধান করার উপযোগী জীববিজ্ঞানের সমস্যার কম্পিউটারভিত্তিক কাঠামো নির্মাণ হচ্ছে জীববিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে বায়োইনফরমেটিক্সের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং সরকারি/বেসরকারি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে সুবিস্তৃত বায়োইনফরমেটিক্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক সুযোগ গ্রহণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসার এবং সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার ও সফটওয়্যার তৈরির জন্য প্রয়োজন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার ব্যবস্থা ও ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি কেন্দ্র গড়ে তোলা, দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবল, আন্তর্জাতিক বায়োইনফরমেটিক্স কেন্দ্রসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৪.৯. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ—**

বাংলাদেশ বিশ্বের জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশগুলির একটি। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, অতীব জরুরি। জাতীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনায়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিদ্যমান ও নতুন সম্পদের সৃজনশীল ব্যবহার প্রয়োজন।

৫. **নীতির বিবরণ—**

জীবপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশমান ক্ষেত্রের সাথে তাল মেলানো, এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকমানের দক্ষতা অর্জন, আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা, উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং জাতীয় প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট জীবপ্রযুক্তির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবকাঠামো নির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও খ্যাতিসম্পন্ন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই প্রযুক্তির নিরাপদ ও আইনসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন, দেশজ গোষ্ঠীজ্ঞান, জীবনিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

৫.১. **মানব সম্পদ উন্নয়ন—**

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে অগ্রগতি অর্জনে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা অতি প্রয়োজনীয় হওয়ায় জীবপ্রযুক্তি ও বায়োইনফরমেটিক্স বিষয়ে সকল শিক্ষামূলক এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে অগ্রগামী গবেষণা পরিচালনার জন্য মলিকুলার বায়োলজির মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি বায়োইনফরমেটিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল, পরিসংখ্যান, কৌলিতাত্ত্বিক রোগতত্ত্ব, বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, পণ্য উৎপাদন, জীবনিরাপত্তা, মেধাসম্পদ সংরক্ষণ আইন এবং আইনগত বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল আকৃষ্ট করতে এবং তাদের ধরে রাখতে যথাযোগ্য বেতনে যথেষ্ট

পরিমাণ চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি। এছাড়াও, গবেষকদের শিল্পোদ্যোগ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানেরও প্রয়োজন হবে।

৫.১.১. **শিক্ষামূলক কার্যক্রম—**

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জীবপ্রযুক্তি বিষয় প্রবর্তন ও শক্তিশালী করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের পাঠ্যসূচিতে বায়োইনফরমেটিক্স, জীবনিরাপত্তা, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাণিজ্যিকীকরণ বিষয়ে পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা আরো শক্তিশালী করা হবে। একই সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞানের বর্তমান পাঠ্যসূচি সংশোধন করে জীবপ্রযুক্তি পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। তরুণ স্নাতকদের দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিদেশের গবেষণাগারের সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে, যাতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা প্রাধান্য পেতে পারে।

৫.১.২. **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম—**

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষকদের দেশি-বিদেশি খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বিষয়ে (কৌশল) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যেন তারা একই বিষয়ে কাজ করতে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণায় মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন ও জীবনিরাপত্তার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন। বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা তৈরি করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জীবপ্রযুক্তি খাতে কর্মরত মানবসম্পদ (বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষার্থী, প্রকর্মী, নীতিনির্ধারক, ভোক্তাশ্রেণি) উন্নয়নের জন্য নিয়মিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের দায়িত্ব দেশের জীব-প্রযুক্তির ফোকাল পয়েন্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিকে অর্পণ করা যেতে পারে।

৫.২ **অবকাঠামো উন্নয়ন—**

৫.২.১ **জীবপ্রযুক্তি সেল—**

চালে দেশে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন সমন্বয় ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তিতে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয়কারী হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জীবপ্রযুক্তি সেল গঠন করা হবে।

৫.২.২ জীবপ্রযুক্তির সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার—

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু গবেষণা কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে যারা জীবপ্রযুক্তি, বিশেষত, কৃষি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় লিপ্ত। বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে এইসব গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫.২.৩. জীবপ্রযুক্তি গবেষণাগার শক্তিশালীকরণ—

৫.২.৩.১ আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে অগ্রগামী গবেষণা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু গবেষণাগারে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংযুক্ত করে বিদ্যমান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা হবে।

৫.২.৩.২ দেশে জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণারত গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ক্ষয়িষ্ণু রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পণ্য শুল্ক বিভাগ কর্তৃক ছাড়করণের পর গ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-কে প্রদান করা হবে। এনআইবির নামে আমদানিকৃত ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্যাদি নিয়মতান্ত্রিক সকল প্রযোজ্য শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন শেষে গ্রহণ করার অনুমতি সরকারের নির্বাহী আদেশবলে এনআইবিকে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র, এনআইবি'র ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

৫.২.৪ দেশের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম। কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে (কৃষি, বনায়ন, মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিল্প, প্রাণিসম্পদ, পরিবেশ) অত্যাধুনিক গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওকে সরকারি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি সমজাতীয় সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫.৩ জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ—

জীবপ্রযুক্তি একটি গতিশীল ও বহুমুখী বিষয় যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান মানব কল্যাণে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন অনেক কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো আমাদের দেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর মধ্য থেকে যে কয়েকটি অগ্রাধিকারযোগ্য ক্ষেত্র ও কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হল :

৫.৩.১ উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি—

৫.৩.১.১ জীবজ ও অজীবজ পীড়ন সহিষ্ণু ট্রান্সজেনিক শস্য/বনজ উদ্ভিদ উদ্ভাবন করা।

৫.৩.১.২ জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ব্যবহার করা।

৫.৩.১.৩ (১) প্রয়োজনীয় জীন চিহ্নিতকরণ ও

(২) নির্দেশকের সাহায্যে প্রজনন ত্বরান্বিত করতে মলিকুলার নির্দেশক ব্যবহার করা।

৫.৩.১.৪ জাত, প্রকরণ ও সংগৃহীত কৌলিসম্পদের মলিকুলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৫.৩.১.৫ ফসলের রোগ জীবাণু ও ক্ষতিকর কীট পর্যবেক্ষণ/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা/নিশ্চিহ্ন করতে ডিএনএ ভিত্তিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৫.৩.১.৬ উদ্ভিদ টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বৃহৎ পরিসরে উন্নত জাতের/রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করা।

৫.৩.১.৭ জিনোমিক্স/জীন আবিষ্কার, মাইক্রোঅ্যারে প্রযুক্তি বায়োসেন্সর প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.৩.১.৮ জিএম শস্য ও জিএম খাদ্য/পণ্য পরীক্ষণ করা।

৫.৩.২ **প্রাণি জীবপ্রযুক্তি—**

৫.৩.২.১ প্রাণিসম্পদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, নির্বাচন, সংরক্ষণ ও কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়নে আধুনিক জীবভিত্তিক প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম পরিনিষেক, একাধিক ডিম্বস্ফোটন, ভ্রূণ ও শূক্রের লিঙ্গ নির্ণয়, ভ্রূণ স্থানান্তর ইত্যাদির মত জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৫.৩.২.২ প্রাণীদের রোগ নির্ণয় ও রোগ জীবাণুর মলিকুলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৫.৩.২.৩ উন্নত পশুপালনের লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত ঔষুধ/ রোগ নির্ণয় কিট, অ্যান্টিবায়োটিক, মনোক্লোনাল এন্টিবডি, এন্টিবডি প্রকৌশল, টিকা, স্টেম সেল গবেষণা করা।

৫.৩.২.৪ শস্যের অবশিষ্টাংশ, প্রক্রিয়াজাত পশুখাদ্য, খড় এবং খৈলের কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে পশুখাদ্য জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণীদের পুষ্টি উন্নয়ন করা।

৫.৩.২.৫ খামারের পুষ্টি পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ খামার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।

৫.৩.২.৬ প্রাণিজ পণ্য ও উপজাতের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির কৌশল প্রয়োগ করা।

৫.৩.২.৭ ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করা।

৫.৩.২.৮ অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে এবং প্রাণির দৈহিক বৃদ্ধির হার ও পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পশুখাদ্য জীবপ্রযুক্তিতে প্রাকৃতিক মৃন্ময় খনিজ, ভেষজ উদ্ভিদ ও প্রোবায়োটিক খাদ্যের সংযোজক হিসেবে ব্যবহার করা।

৫.৩.৩. **মৎস্য জীবপ্রযুক্ত—**

৫.৩.৩.১ নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা।

৫.৩.৩.২ লিঙ্গ পরিবর্তন এবং ক্রোমোজম বিন্যাস ব্যবহার, উভয় কৌশল প্রয়োগ করে এক, লিঙ্গ (শুধুমাত্র পুরুষ অথবা শুধুমাত্র স্ত্রী) মৎস্য শ্রেণি সৃষ্টি করা।

৫.৩.৩.৩ তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং বন্ধ্যা ট্রান্সজেনিক মৎস্য উৎপাদন করা।

৫.৩.৩.৪ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেইট লোসি (QTLs) ভিত্তিক মলিকুলার নির্দেশক উদ্ভাবন এবং নির্দেশকের সাহায্যে চাষকৃত উল্লেখযোগ্য সকল মাছের নির্বাচন করা।

৫.৩:৩.৫ রোগ প্রতিরোধী ও দ্রুত বর্ধনশীল ট্রান্সজেনিক মৎস্য উৎপাদন করা।

৫.৩.৩.৬ মাইক্রোস্যাটেলাইট মার্কারসহ উপযুক্ত মলিকুলার নির্দেশক দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সকল মৎস্য ও খোলসযুক্ত মৎস্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৫.৩.৩.৭ উন্নতজাত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষরণের উদ্দেশ্যে ক্রায়োজেনিক জীন ব্যাংক সৃষ্টি করা।

৫.৩.৩.৮ সংক্রামক রোগ দ্রুত ও কার্যকরী উপায়ে নির্ণয়ের লক্ষ্যে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR) ভিত্তিক মলিকুলার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

৫.৩.৩.৯ জীন প্রকৌশলের মাধ্যমে মৎস্য/চিংড়ির ক্ষতিকর রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার করা।

৫.৩.৩.১০ মৎস্য খাদ্যের সম্পূরক হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রোবায়োটিক ও মেটাবোলাইটস উৎপাদন করা।

৫.৩.৪ **চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি—**

৫.৩.৪.১ স্থানীয়ভাবে ব্যবহার এবং রপ্তানির জন্য চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি পণ্য যেমন- ভ্যাক্সিন, ড্রাগ, ল্যাবরেটরি কিট এবং বস্তু উৎপাদন করা।

৫.৩.৪.২ মলিকুলার মেডিসিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, পণ্যের মূল্য বিষয়ে গবেষণা করা।

৫.৩.৪.৩ যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে স্টেম সেল গবেষণা এবং ব্যবহার করা।

৫.৩.৪.৪ ডিএনএ পদ্ধতির মাধ্যমে বংশগত এবং সংক্রামক রোগ নির্ণয় করা।

৫.৩.৪.৫ ভ্যাক্সিন থেরাপির জন্য রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব এবং ভাইরাসের জিনোম সিকুয়েন্স করা।

৫.৩.৪.৬ ড্রাগের কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের জীনগত পার্থক্য বিষয়ে ফার্মাকোজেনোমিক্স কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.৩.৪.৭ ফার্মাকোজেনোমিক্স প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশের জনগণের বংশগত ভিন্নতার আলোকে ঔষুধের গতি নির্ণয় করা।

৫.৩.৫ **শিল্প জীবপ্রযুক্তি—**

৫.৩.৫.১ শিল্প গুরুত্বসম্পন্ন এনজাইম এবং অন্যান্য কেমিক্যাল উৎপাদন করা।

৫.৩.৫.২ পচনশীল প্লাস্টিকের মাধ্যমে প্রচলিত প্লাস্টিকের প্রতিস্থাপন করা।

৫.৩.৫.৩ উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণি এবং অণুজীব হতে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন পণ্য উন্নয়ন করা।

৫.৩.৫.৪. জীবপ্রযুক্তি পণ্য ও পদ্ধতিগুলোর জন্য পাইলট প্লান্ট স্থাপন ও উন্নয়ন করা।

৫.৩.৫.৫. এককোষী প্রোটিন উৎপাদনের কৌশল উন্নয়ন করা।

৫.৩.৫.৬. স্বল্প লিগনিন পাট তন্তু উন্নয়ন করা।

৫.৩.৬. **পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি—**

৫.৩.৬.১. ভূমধ্যস্থ দূষিত পানি ও অন্যান্য তরলের জৈব বিশোধন করা।

৫.৩.৬.২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অণুজীবের উন্নয়ন করা।

৫.৩.৬.৩. জৈব বিশোধন, জৈব বালাইনাশক এবং জীবাণুসার উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ করা।

৫.৩.৬.৪. সীসা, আর্সেনিক ও অন্যান্য দুষক পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বায়োসেন্সর উদ্ভাবন করা।

৫.৩.৬.৫. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ, প্রাণী, মৎস্য ইত্যাদির জীবগত এবং পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ করা।

৫.৩.৭. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ—**

৫.৩.৭.১. মলিকুলার পর্যায়ে সকল উদ্ভিদ, মৎস্য এবং প্রাণি প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৫.৩.৭.২. উদ্ভিদ, মৎস্য এবং প্রাণী প্রজাতির উৎপাদন সক্ষমতা এবং তাদের রোগ ও পরিবেশগত প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ণয় করা।

৫.৩.৭.৩. জীবসম্পদের উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ করা।

৫.৩.৭.৪. দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনমান উন্নয়নে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় উৎসাহিত করা।—

৫.৩.৮. **মানুষের বংশগতি ও বংশগতিধারা—**

৫.৩.৮.১. বাংলাদেশের জনগণের ডিএনএ পর্যায়ে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য জিনোম সিকুয়েন্সিং করা এবং জনগণের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা।

৫.৩.৮.২. ড্রাগের কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে ফার্মাকোজেনোমিক পরীক্ষার জন্য সিঙ্গল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম (এস এন পি) এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৫.৩.৯. **সামুদ্রিক জীবপ্রযুক্তি—**

৫.৩.৯.১. চাষকৃত ও চাষযোগ্য জলজ প্রজাতি যেমন সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, শুক্তি ইত্যাদির স্বাস্থ্য, প্রজনন, উন্নয়ন, বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক কল্যাণে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির কলাকৌশল ব্যবহার করা।

৫.৩.৯.২. পণ্যের মান ও মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন এবং পরিবেশবান্ধব খাদ্য উপাদান সংযোজন করা।

৫.৩.৯.৩. জৈব-জ্বালানি ও শিল্পে প্রয়োগের জন্য অণু-শৈবাল ও অন্যান্য জীবের তালিকা তৈরি করা।

৫.৩.৯.৪. অণু-শৈবাল ও সামুদ্রিক আগাছার জন্য অনুসন্ধান কৌশল, দক্ষ ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা, সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, উৎপাদন ও পরিশোধন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।

৫.৩.৯.৫. ঔষুধ ও কেমিক্যাল শিল্পে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বায়ো-একটিভ (Bioactive) যৌগসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৫.৩.৯.৬. ক্ষতিকর algal bloom ও মানব স্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি নিরূপণ ও এ সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদানসহ উপকূলবর্তী পানির গুণমান নিশ্চিতকরণে স্বয়ংক্রিয় বায়োসেন্সিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

৫.৩.৯.৭. বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক জৈবসম্পদ আবিষ্কার ও পরিবীক্ষণের জন্য দূরবর্তী সংবেদনশীল (Remote sensing) এবং জিয়োগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

৫.৩.৯.৮. উৎসর্গকৃত পোষকের মাধ্যমে সামুদ্রিক প্রোটিন প্রকাশের লক্ষ্যে এনজাইম স্ক্রিনিংয়ের জন্য সক্ষম প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

৫.৩.৯.৯. খাদ্য, প্রসাধনী এবং স্বাস্থ্যের জন্য নতুন প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে সামুদ্রিক জৈবপলিমার উৎপাদন করা।

৫.৩.৯.১০. বিভিন্ন অণুজীব, শৈবাল ও অমেরুদণ্ডী ট্যাক্সাসহ সামুদ্রিক জীবের জীবন রহস্য বিশ্লেষণ করা।

৫.৩.১০. ন্যানো জীবপ্রযুক্তি—

৫.৩.১০.১. কিছু চিহ্নিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যানো জীবপ্রযুক্তি এবং জীব-প্রকৌশল গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.৩.১০.২. ড্রাগ এনক্যাপসুলেশন কাজে এলিট ন্যানো বস্তু উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা।

৫.৩.১০.৩. মেটাবোলাইট চিহ্নিতকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং শনাক্তকরণের জন্য জেনেটিক মার্কার ও বায়োসেন্সর টেস্ট চিপ উদ্ভাবন করা।

৫.৩.১১. বায়োইনফরমেটিক্স—

৫.৩.১১.১. বায়োইনফরমেটিক্স বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সম্পদ শক্তিশালী করা।

৫.৩.১১.২. বায়োইনফরমেটিক্স বিষয়ে মানসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন করা।

৫.৩.১১.৩. কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন কাজে বায়োইনফরমেটিক্স প্রয়োগ করা।

৫.৩.১২. জীবনিরাপত্তা এবং জীবনৈতিকতা—

৫.৩.১২.১. ২০০৮ সালে সরকার বাংলাদেশের জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা গেজেট প্রকাশ করেছে। মানুষের অধিকারসহ দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং আর্থিক বিষয় নিশ্চিত করার জন্য এই নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন অনুসরণ করতে হবে।

৫.৩.১২.২. জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অর্গানিজমের নিরাপদ ব্যবহার, সংরক্ষণ, বিচরণ ও প্রবর্তন এবং সর্বোপরি জীবপ্রযুক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি।

৫.৩.১৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ সংরক্ষণ অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেধাসম্পদের স্বত্ব সংরক্ষণ, উদ্ভাবকের সম্মানী, স্বত্বাধিকার প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং দেশীয় নিজস্ব মেধাসম্পদ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/বিভাগকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫.৪ **অর্থায়ন—**

৫.৪.১ জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন, সক্ষমতা তৈরি/মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান। একই সাথে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বিশেষজ্ঞ সহায়তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের সম্ভাবনা কাজে লাগানো।

৫.৪.২ জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত পণ্য ও পদ্ধতির বিনিময়ে অর্জিত আয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান।

৫.৪.৩ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন জীবপ্রযুক্তিগত দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং পন্থা উদ্ভাবনের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনার সুযোগ তৈরি করা হবে।

৫.৪.৪ জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে স্বীকৃতি দেয়া।

৫.৪.৫ গবেষণাগার হতে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক অবস্থান এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ, গবেষক, বেসরকারি খাত ও সরকারের সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদান করা। জীবপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়ন।

৫.৫ **জীবপ্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি—**

৫.৫.১ জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য উন্নয়নের জন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগ এলাকা (বায়ো ভ্যালি) স্থাপন করা।

৫.৫.২ জীবপ্রযুক্তি পণ্য বাণিজ্যিকীকরণ ও ভোক্তাশ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক সংগঠন গড়ে তোলা।

৫.৫.৩ কৃষি-খাদ্য, অর্থকরী ফসল, ভেষজ ঔষুধসহ চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি এবং দেশে ও বিদেশের বাজারে চাহিদাসম্পন্ন শিল্পপণ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় জীবপ্রযুক্তি ইনকিউবেটর পার্ক স্থাপন করা।

৫.৬. **প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাণিজ্যিকীকরণ—**

৫.৬.১ গবেষণায় প্রাপ্ত প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য জীবপ্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাণিজ্যিকীকরণ শাখা তৈরি করা।

৫.৬.২ বাণিজ্যিকীকরণের জন্য যে কোন নতুন জীবপ্রযুক্তি দ্রব্য এবং পদ্ধতি অনুমোদন ও ছাড়করণের পদ্ধতিসমূহ সহজীকরণ করা।

৫.৬.৩ গবেষণায় প্রাপ্ত প্রযুক্তি বাণিজ্যকীকরণের জন্য ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ, ভাতা এবং প্রণোদনা প্রদান করা।

৫.৬.৪ গবেষণা এবং জীবপ্রযুক্তি পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের সময় বস্তু আদান-প্রদান চুক্তির সকল ধারা ও শর্তাবলি অনুসরণ করা।

৫.৭. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ সংরক্ষণ অধিকার ব্যবস্থাপনা—**

আইনগত এবং নীতিগত প্রশ্নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তি গবেষণায় উদ্ভাবনীর মেধাসম্পদের স্বত্ব সংরক্ষণ সমস্যা তৈরি হয়। জীবিত জীবজগতের বিশেষ মান বিবেচনায়, উদ্ভাবক এবং জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করার জন্য স্বত্বসুযোগ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। জনগণের স্বার্থ ছাড়া উদ্ভাবকের স্বার্থের ভারসাম্য পদ্ধতি রক্ষা করার জন্য যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও, মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষ পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়সহ কার্যক্ষমতা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও, আইন অনুষদের জন্য পেটেন্ট আইন এবং আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদের স্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার বিষয়ক আইন বিষয়সমূহ পরিমার্জন এবং নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে।

৫.৮. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**—

জাতীয় প্রয়োজনে এ ধরনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে যুগোপযোগী গবেষণালব্ধ অর্জন এবং প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে বিশ্বের উন্নত গবেষণাগারের সহিত স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৫.৯. **জনসচেতনামূলক কার্যক্রম**—

৫.৯.১ জীবপ্রযুক্তি ও জীন প্রকৌশল বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আয়োজন করা হবে।

৫.৯.২ জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে নিয়মিত সেমিনার, সংলাপ ও কনফারেন্স আয়োজন করা হবে ।

৫.৯.৩ এই প্রযুক্তি প্রয়োগের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এর সুবিধা ও ঝুঁকি সম্পর্কে উন্মুক্ত গণবিতর্ক আয়োজন করা হবে। জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে সাধারণ তথ্যের পাশাপাশি দেশে জীবপ্রযুক্তির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা ও এর প্রয়োগ বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।

৫.৯.৪ দেশে জীবপ্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব বিষয়ে সাধারণ জনগণ, পরিবেশবাদী, সংবাদকর্মী নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় জীবপ্রযুক্তি দিবস পালন করা হবে।

৫.৯.৫ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার ও ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবন (দ্রব্য, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং রোগ নির্ণয় ইত্যাদি) ও বিজ্ঞানীদের তথ্যসম্বলিত তথ্যকোষ এবং ওয়েবসাইট উন্মোচন এবং সংরক্ষণ করবে।

৬. **পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি**—

৬.১. **বাংলাদেশের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স**—

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নীতি কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা

হয়েছে। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী; প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদ; নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং একজন জীবপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ কমিটির সদস্য-সচিব। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বিতরণ এবং সরকারের পক্ষ হতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও গ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং সম্ভব হলে বিদেশি সহায়তা নেয়া এ কমিটির দায়িত্ব। এই টাস্কফোর্স সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক যারা দেশে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৬.২. **জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নির্বাহী কমিটি—**

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ, জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ; বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সচিব এবং জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে দু'জন বিশেষজ্ঞ। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ কমিটির সদস্য-সচিব। জাতীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি বাস্তবায়নসহ প্রযুক্তির দ্রুত ঝুঁকিমুক্ত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটি জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতির আলোকে এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমাকৃত প্রকল্প অনুমোদন প্রদান করবে। সকল মহলে যেমন জনগণ, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদগণের আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে এই কমিটি দায়িত্ব নেবে।

৬.৩. **জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি—**

দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক কর্মপরিকল্পনা নিরূপণ করা হবে যা অর্থ, জনবল, ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদির মত জরুরি চাহিদা ও প্রয়োজন প্রতিফলিত করবে।

সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ১৮ (আঠার) সদস্যবিশিষ্ট একটি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে থাকবেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে ১ (এক) জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখা যেমন-উদ্ভিদ, প্রাণি, মৎস্য, চিকিৎসা, পরিবেশ শিল্প ইত্যাদি হতে একজন করে বিজ্ঞানী উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাংলাদেশের একজন পেশাদার জীবপ্রযুক্তিবিদও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ :—

১। জাতীয় জীবপ্রযুক্তি অগ্রাধিকারসমূহ শনাক্তকরণ

২। প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুরোধ প্রেরণ

৩। জীবপ্রযুক্তি গবেষণার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং শিল্পে অংশীদার খোঁজা

৪। জীবপ্রযুক্তিতে সম্পদের প্রবহমানতা অনুসন্ধান (দক্ষতা, তহবিল ও সুবিধাদি)

৫। আধুনিক ও সমৃদ্ধ জীবপ্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিষয়সমূহ নির্ধারণ

৬। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়

৭। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কমিটি ন্যূনপক্ষে প্রতি ছয় মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ জীবপ্রযুক্তিবিদ, নীতি নির্ধারক এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জীবপ্রযুক্তির সংশ্লিষ্ট শাখার কারিগরি কমিটি গঠিত হবে।

৬.৪. কৌশলগত পরিকল্পনা—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতির কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই মন্ত্রণালয় জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার কার্যক্রম, অবকাঠামোগত ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রেসমূহ চিহ্নিত করবে।

৭. নীতি হালনাগাদকরণ—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর একবার জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতিটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে যে কোন সময় তা হালনাগাদ করার জন্য জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ করবে।

৮. শব্দপঞ্জী

অনুজীব : ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব।

আইসোএনজাইম/আইসোজাইম : একই এনজাইমের বিভিন্ন প্রকরণ যা জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে।

আরএপিডি (RAPD) : পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে ডিএনএ-এর পলিমরফিজম নির্ণয়ের কৌশলকে রেন্ডম এমপ্লিফাইড পলিমরফিক ডিএনএ বলে ।

আরএফএলপি (RFLP) : একটি নির্দিষ্ট টাইপ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দ্বারা কোন ডিএনএ কর্তন করলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ডিএনএ খণ্ড পাওয়া যায়। পাশাপাশি ভিন্ন প্রকরণের ডিএনএ কর্তন করলে ডিএনএ খণ্ডের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈচিত্র্যতাকে রেস্ট্রিকশন ফ্রাগমেন্ট লেন্থ পলিমরফিজম বলে।

ইন সিটু : মূল অবস্থানে উপস্থিত একাধিক ডিম্বস্ফোটন ভ্রূণ স্থানান্তর : ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি যাতে একের অধিক ভ্রূণ কাজে লাগানো হয়।

এক্স-সিটু সংরক্ষণ : মূল বাসস্থান থেকে অন্যত্র যেমন, গাছ-গাছালীর বাগান এবং ব্যাংকে জিন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ।

এনজাইম : একটি প্রোটিন যে নিজের ধ্বংস ব্যতিরেকে একটি নির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করে।

এলোজাইম (AlloZzme) : বিভিন্ন ধরনের অ্যালিল দ্বারা আবৃত একই লোকাসে অবস্থিত বিকল্প। এনজাইম (একটি নির্দিষ্ট জিন-এর পরিবর্তিত রূপ)।

কার্টাজেনা (Cartegena) প্রোটোকল : ২০০০ সালে গৃহীত জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রোটোকল যা আধুনিক জীবপ্রযুক্তি থেকে উৎপন্ন **GMOS/LMOs** এর ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব দূর করে।

কৃত্রিম প্রজনন : যৌন ক্রিয়া ব্যতীত পুরুষ থেকে সংগৃহীত শুক্রাণু দ্বারা গঠিত কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি।

ক্রোমোজোম : কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডিএনএ ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত সূত্রাকৃতির উপাদান।

ক্ষয়িষ্ণু রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পণ্য : জীবপ্রযুক্তি গবেষণায় ব্যবহৃত যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিত (-২০°, -৪০° ও -৮০° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় সংরক্ষণীয় ও কার্যক্ষমতা সীমিত সময় কার্যকর থাকে। যেমন: এনজাইম, হরমোন, বায়োটেকনোলজি কিট, নিউক্লিয়িক এসিড, ইত্যাদি।

গোল্ডেন রাইস : জেনেটিক প্রকৌমলের মাধ্যমে ড্যাফোডিল উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত বিটা-ক্যারোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিন সংযোজনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ধান। এই ধান থেকে প্রাপ্ত চালের। ভাত ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি পূরণ করবে ফলে রাতকানা রোগ দূর হবে।

জার্মপ্লাজম : নির্দিষ্ট জীবজ সংখ্যায় জীবাণু কোষ বা বীজ যা বংশগতিক বিভিন্নতার প্রতিনিধিত্ব করে।

জিন : ডিএনএ অণুর একটি অংশ যা বংশগতির কার্যগত ও গঠনগত একক।

জিন প্রকৌশল : একটি জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে অন্য জীবে সংযোজনের পদ্ধতি।

জিএম/এলএমও : জিএমও জেনেটিকালি পরিবর্তিত জীব/এলএমও জীবন্ত পরিবর্তিত জীবকে বুঝায়। এই সকল জীবন্ত অঙ্গাণুসমূহের জীনগত উপাদানগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার মাধ্যমে নতুন পদার্থ উৎপাদন করতে সক্ষম। জিনোম একটি জীবের পুরো জিনের একটি সেট।

জীব : একটি জীবন্ত সত্তা (জীবনের সক্রিয় অথবা সুপ্ত স্তর) একটি গাছ, একটি প্রাণি বা জীবাণু।

জীবনিরাপত্তা : আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপত্তা প্রয়োগ, উদ্ভাবন, উৎপাদন, স্থানান্তর এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অনুসৃত নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো সন্নিবেশ করে।

জীববৈচিত্র্য : পৃথিবী পৃষ্ঠের বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, পশু এবং অণুজীবের অবস্থান।

জেনেটিক কোড : বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিড এবং তিনটি টার্মিনেশন কোডনকে কোড করে এমন ৬৪টি কোডের একটি পুরো সেট।

জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন : যে পদ্ধতির সাহায্যে একটি কোষ পরিবেষ্টিত মিডিয়াম থেকে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ গ্রহণ করে পরিবর্তিত জেনোটাইপ উৎপন্ন করে যা এক বংশ থেকে অন্য বংশে বাহিত হয়।

জেনেটিক সংরক্ষণ : জিনগত প্রজাতির-উদ্ভিদ বা প্রাণি যা পৃথিবী পৃষ্ঠে বিচরণ করে তাদের মূল অবস্থানে (ইন সিটু) সংরক্ষণ করা।

জৈব পলিমার : জীবদেহে সংশ্লেষিত বৃহৎ অনুসমূহ যেমন- নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি।

জৈব বিশোধন : অনুজীব ব্যবহার করে দুষিত পরিবেশ বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থাসমূহ।

ট্রান্সজেনিক ফসল : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত শস্য যাতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জিন (পিতামাত germplasm ব্যতীত অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ খণ্ড) প্রবেশ করানো হয়েছে।

টিস্যু কালচার : যে বিশেষ পদ্ধতিতে সজীব বিভাজনশীল কোষ, কলা বা অঙ্গ কৃত্রিম পুষ্টি মিডিয়ামে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কালচার বা বৃদ্ধি করা হয় তাকে টিস্যু কালচার বলে।

ডায়াগরস্টিক কিট : রোগ নির্ণয় ও সনাক্তকরণের জন্য একটি অথবা অধিক প্যাকেজ যেখানে সকল ধরনের প্রয়োজনীয় বিকারিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ডিএনএ প্রোব : একটি লেবেলড ডিএনএ যা হাইব্রিডাইজেশন দ্রবণে পরিপূরক বেসের মধ্যে জোড় সৃষ্টির মাধ্যমে নমুনা ডিএনএ শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট : পরিচিত ডিএনএ-এর সাথে অজ্ঞাত ডিএনএ-এর banding প্যাটার্ন বা ফ্রাগমেন্টের তুলনা করার পদ্ধতি।

ডিএনএ সিকোসেন্সিং : একটি DNA অণুর মধ্যে বেসের বিন্যাস শনাক্তকরণের পদ্ধতি।

থেরাপিউটিক্স : রোগের চিকিৎসা করা ন্যানোপ্রযুক্তি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে অণু ও পরমাণু পর্যায়ে বস্তু, যন্ত্র এবং পদ্ধতি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন হল ন্যানোপ্রযুক্তি।

পরিবেশ : মানুষ এবং চারপাশের জীবজ ও অজীব বস্তু এবং অন্যান্য উৎপাদক যেমন, তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা।

পেস্ট : ক্ষতিকর জীব/কীটপতঙ্গ যা কৃষি ফসল আক্রামণ করে অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করে।
প্যাথোজেন : রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু।

ফার্মাকোজেনোমিক্স : ফার্মাকোলজিক্যাল এজেন্টের মাধ্যমে জিনগত পর্যবেক্ষণ ।

বায়োইনফরমেটিক্স : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট শাখা যা ব্যবহারের মাধ্যমে জীব ও মলিকুলার জীববিদ্যার তথ্য বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং উন্নয়নের সাথে জড়িত।

বায়োএথিক্স : এথিক্সের একটি শাখা, জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক দর্শনের উপর। জীবপ্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় করে।

বায়োটেকনোলজি : কোন জীবকোষ, অণুজীব বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণি বা অণুজীব) উদ্ভাবন বা উক্ত জীব হতে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করার প্রযুক্তি।

বায়োসার্ভিলেন্স : পরিবেশের উপর জীবপ্রযুক্তি উন্নয়নের যে কোন ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব সনাক্তকরণের জন্য তদারকী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বায়োসেন্সর : এনজাইম, ডিএনএ প্রোব, অণুজীব ইত্যাদি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পদার্থ সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহৃত যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

ভাজক কোষ : ভাজক কলায় অবস্থিত বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন কোষ।

ভ্যাকসিন : দুর্বল অথবা মৃত ভাইরাস অথবা অন্য কোনো রোগ সংক্রামক জীবাণু যা একটি সংবেদনশীল পোষক শরীরে অনুপ্রবেশ করে একই ধরনের রোগজীবাণু বা কর্তৃক উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি : দাতা স্ত্রী প্রাণি থেকে ভ্রূণ সংগ্রহ করে গ্রহীতা স্ত্রী প্রাণির দেহে স্থানান্তর করার পদ্ধতি।

মাইক্রোলোপাগেশন : পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরির জন্য বৃহৎ পরিসরে কোষ বা কলার প্রোপাগেশন।

মাইক্রোস্যাটেলাইট : ক্রোমোজমের খুব ছোট অংশ যা বাকি ক্রোমোজোম থেকে দ্বিতীয় সংকোচন দ্বারা বিভক্ত করা হয়।

মার্কার : একটি অ্যালিল (জিন-এর এক বা একাধিক পরিবর্তিত রূপ) যা ক্রসের মাধ্যমে জেনেটিক। পরিবর্তন চিহ্নিত করে।

মেধাসম্পদ : কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা এবং জাত রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। '
মেধাসম্পদ অধিকার : মেধাসম্পদ ও রেগুলেশন কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারসমূহ।

রিকম্বিট্যান্ট ডিএনএ (rDNA) : একটি উঘঅ অণু যাতে একটি বহিরাগত ডিএনএ সংযোজিত হয়েছে।

রিকম্বিট্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি : যে প্রযুক্তি দ্বারা কোন জীবের জীনগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়।

রূপান্তর : এক জীব থেকে আরেক জীবে ডিএনএ সংযোজন, আত্তীকরণ এবং বহিঃপ্রকাশ। স্যাটেলাইট (Satellite)

ডিএনএ : Eukaryotic ডিএনএ যা centrifugation-এর পর সেলুলার ডিএনএ-এর তুলনায় ভিন্ন ঘনত্বের ব্যান্ড তৈরি করে।

হাইব্রিড : জেনেটিক্যালি পৃথক উদ্ভিদ বা প্রাণির সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রজন্ম।

শব্দ সংক্ষেপ

DNA	:	Deoxyribonucleic Acid (ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড)
GM	:	Genetically Modified (পরিবর্তিত জিন)।
ICT	:	Information & Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) ।
IPR	:	Intellectual Property Right (মেধাসম্পদ অধিকার)
TV	:	Information Technology (তথ্য-প্রযুক্তি) ।
LMO	:	Living Modified Organism (জীবিত সংশোধিত জীব) ।

MDG : Millennium Development Goal (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য)

MOST : Ministry of Science & Technology (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)

NGO : Non Government Organization (বেসরকারি সংস্থা)

NIB : National Institute of Biotechnology (জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান)

R&D : Research and Development (গবেষণা ও উন্নয়ন)

RAPD : Random Amplification of Polymorphic DNA (বহুরূপী ডিএনএর)

RFLP : Restriction Fragment Length Polymorphism (কর্তিত খণ্ডের দৈর্ঘ্যের বহুরূপতা)

SNP : Single Nucleotide Polymorphism (একক নিক্লিওটাইডের বহুরূপতা)।

UN : United Nations (জাতিসংঘ)

UNCED : United Nations Conference on Enviroment and Development (জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন)।

WEHAB : Water, Energy, Health, Agriculture and Biotechnology (পানি, শক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং জীবপ্রযুক্তি)

WSSD : World Summit on Sustainable Development (বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন)

মো. আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। veb site: www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১, কর্মপরিকল্পনা

সোমবার, ১৫ অক্টোবর, ২০১২

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সোমবার, ১৫ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০১ আশ্বিন, ১৪২২/১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ অক্টোবর, ২০১২/২৩ আশ্বিন, ১৪১৯

নং ৩৯.০১০.০২৪.১১.০০.০০৮.২০১০-৪৩৭-"জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ এর কর্মপরিকল্পনা" জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ এর কর্মপরিকল্পনা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে গেজেটে প্রকাশ করা হল :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১
কর্মপরিকল্পনা

১. ভূমিকা—

বিগত ১৯৮৬ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণীত হয়। ইতোমধ্যে দেশে এবং বিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নয়ন ও বিস্তার হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও অগ্রগতি সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে উন্নত বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি -১৯৮৬ এর হালনাগাদের প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয় এবং বিগত ৪ জুলাই ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত। নীতির ৫.২.২ উপানুচ্ছেদে বলা আছে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক ও একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সে মোতাবেক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের কমিটির ২০তম সভায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ এর আলোকে একটি সমান। কর্মপরিকল্পনা (Action plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (Action plan) কমিটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং খসড়া কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, দেশের বরেণ্য কয়েকজন অধ্যাপক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয় । কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়।

২. কাঠামো ও অনুসৃত রীতি—

১৫টি উদ্দেশ্য ১১ টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ২৪৬ টি করণীয় বিষয় এই কর্মপরিকল্পনায় ক্রম। বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। নীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। করণীয় বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করার জন্য নিম্নরূপ মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে:

১। স্বল্প মেয়াদি (১৮ মাস বা কম),

২। মধ্য মেয়াদি (৫ বছর বা কম) এবং

৩। দীর্ঘ মেয়াদি (১০ বছর বা কম)।

৩.১ উদ্দেশ্যসমূহ—

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (NSTP) এর নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যেসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে :

(ক) টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিতে জনগণের খাদ্য, পুষ্টি, পরিবেশ, পানি, স্বাস্থ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপ-খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

(খ) অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপ-খাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

(গ) একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে এবং অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সম্মিলিত ও সমন্বিত তৎপরতা গ্রহণ করা।

(ঘ) দেশের সকল আনুষঙ্গিক খাত/উপ-খাতের নীতিমালার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিদ্যাচর্চায় অবদান রাখা।

(চ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্য হইতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা ও তাঁহাদের স্বীকৃতি প্রদান করা।

(ছ) জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রধান উপাদানে পরিণত করা।

(জ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ দক্ষতা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কাঠামোতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা পুনর্ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঝ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা এবং তাদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(ঞ) সকল শিক্ষা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন ও কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা, যাতে প্রকৃত সৃজনশীল কাজের পরিবেশ তৈরি হয়।

(ট) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বন্যা, অনাবৃষ্টি, সাইক্লোন, ভূমি ক্ষয়, সমুদ্রে পানি উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান এবং এই সকল দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য গবেষণা ও তাহার প্রয়োগকে উৎসাহিত করা।

(ঠ) অর্থনীতি ও সমাজের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা করে গবেষণা ও উ দ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

(ড) সকল ধরনের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক সুবিধ প্রদানের লক্ষ্যে মেধা স্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (IPR) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

(ঢ) অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সমন্বিত করা, এবং রাষ্ট্র-শাসনে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট করা, যাতে সরকারের নীতি নির্ধারণে সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে।

(ণ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অবশ্য পালনীয় করে আইন অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধানের আকারে যথোপযুক্ত পলিসি সংক্রান্ত বিধান (Polic regulation)/ নীতি নিমিত্তক (Policy Instruments) প্রণয়ন করা।

৩.২ উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করতে হবে—

কৌশলগত বিষয়-১ : জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসম্পৃক্ততা সৃজন (করণীয় বিষয় ১-২৪ = ২৪টি)।

কৌশলগত বিষয়-২ : প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন সুবিধা ও সমন্বয় সাধন (করণীয় বিষয় ২৫-৬৩ = ৩৯টি)।

কৌশলগত বিষয়-৩ : গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development) (করণীয় বিষয় ৬৪ - ১০৩ = ৪০টি)।

কৌশলগত বিষয়-৪ : লক্ষ্য-ভিত্তিক গবেষণার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি (করণীয় বিষয়। ১০৪-১২০= ১৭টি)।

কৌশলগত বিষয়-৫ : বিজ্ঞান শিক্ষা (করণীয় বিষয় ১২১-১৪৬ = ২৬টি)।

কৌশলগত বিষয়-৬ : তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গণমাধ্যমে প্রচার (করণীয় বিষয় ১৪৭-১৭০=২৪টি)।

কৌশলগত বিষয়-৭ : দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিদেশি প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য জাতীয় সামর্থ্য/সক্ষমতা বৃদ্ধি (করণীয় বিষয় ১৭১-১৮৬=১৬টি)।

কৌশলগত বিষয়-৮ : মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (করণীয় বিষয় ১৮৭-১৯৫ = ৯টি)।

কৌশলগত বিষয়-৯ : গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল গঠন ও বিনিয়োগকরণ (করণীয় বিষয় ১৯৬-২১৪ = ১৯টি)।

কৌশলগত বিষয়-১০ : আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা (করণীয় বিষয় ২১৫-২২৬ = ১২টি)।

কৌশলগত বিষয়-১১ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা (করণীয় বিষয় ২২৭-২৪৬ = ২০টি)।

৩.৩ কর্ম-পরিকল্পনা ও অর্থায়ন—

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত বিষয়গুলিই কর্মপরিকল্পনাগুলোকে চালিত করবে। মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনাগুলিকে কৌশলগত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। সব উদ্দেশ্য ও সারণীর করণীয় বিষয়সমূহের ক্রমিক ধারাবাহিকভাবে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি করণীয় বিষয়ের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বাস্তবায়নকাল দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্রুত

পরিবর্তনশীল এমন একটি খাত যেখানে আগামী ২ (দুই) বছরেই কি পরিবর্তন হতে পারে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। স্বল্প মেয়াদি করণীয় বিষয়গুলিকে বর্তমান সময়ের চাহিদা হিসেবে নিরূপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি করণীয় বিষয়গুলি বাস্তবতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অন্তত দুই বছর পর নুতন করে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। করণীয় বিষয়গুলি বাস্তবায়নের নিমিত্তে জাতীয় বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিয়মিত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, দফতর ও সংস্থাসমূহকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উনয়নের নিমিত্তে তহবিল যোগানের জন্য বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনায় অনুদানের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সকল খাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রয়োগের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এই নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান করণীয় ক্ষেত্রগুলি কর্মকৌশলের আওতায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
কৌশলগত বিষয়-১ : জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি ও জনসম্পৃক্ততা সৃজন (উদ্দেশ্য-গ, ঙ, চ, ঢ পূরণকল্পে)						
১	প্রতিবছর ১০ নভেম্বর ইউনেস্কো। ঘোষিত শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ।	MoST	√			চলমান
২	জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন করা।	MoST, MoE MoPME MoPA জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ৫০ ভাগ এবং উপজেলা ৩০ ভাগ	জেলা ১০০ ভাগ এবং উপজেলা ৬০ ভাগ		
৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা।	MoST, MoPA MoFL, MoPME, MoHFW, MoA, MoEF MoFA, MoICT, MoE MoInd	√			চলমান বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৪	বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা শহরে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা।	MoST, MoPA বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জাতীয় বিভাগীয়	জেলা পর্যায়ে	উপজেলা পর্যায়ে	
৫	বিজ্ঞানের নব উদ্ভাবনের বিষয়ে পত্র পত্রিকায়/ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoI	√			চলমান
৬	রেডিও, টিভি ও অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে নিয়মিত বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	MoST, MoI	√			চলমান
৭	প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও বিনামূল্যে শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoI MoE, MoPME	√			চলমান
৮	দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক সূত্র ব্যবহারের উপর বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ অনুষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ করা।	MoST, MoI	√			চলমান
৯	পরিবেশ সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ অনুষ্ঠান প্রচার ও প্রকাশ করা	MoST, MoI MoEF	√			চলমান
১০	উপানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।	MoST, NGO MoE, MoPME		√		চলমান

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১১	বিজ্ঞান বই পাঠের ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার প্রকাশ, প্রচারণা ও নানারূপ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	MoST, MoE, MoPME,	√	√	√	বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে
১২	বছরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বই ও পত্রিকা নির্বাচন করা।	MoST, MoI, MoCA,	√	√	√	
১৩	কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সেমিনার ওয়ার্কশপ শিক্ষাসফর/বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়োজন, উদ্বুদ্ধকরণ ও সমন্বয়করণ।	MoST, MoCAT, MoE MoFA,	√	√	√	বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে
১৪	বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে স্কুল/কলেজসহ অন্যান্য বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান বিষয়ক একাডেমি ও সংগঠনকে নিবন্ধনভুক্ত, পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।	MoST, MoPA জেলা পরিষদ জেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ MoSW	জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ৫০ ভাগ এবং উপজেলা ৩০ ভাগ	জেলা ১০০ ভাগ এবং উপজেলা ৬০ ভাগ	১০০ ভাগ উপজেলা	চলমান
১৫	প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	MoST, MoI, MoPA MoICT জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	√	√		চলমান
১৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্ম ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা।	MoST	√			বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৭	ভ্রাম্যমাণ মিউজু বাসের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী এবং আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	MoST	√			চলমান
১৮	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বিজ্ঞানভিত্তিক গ্যালারির সংখ্যা ও প্রদর্শনী বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।	MoST	√			চলমান
১৯	দেশীয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।	MoST, MoPA MoPME, MoHPW, MoFL, MoA, MoE, MoEFf, MoICT, MoInd	√	√	√	
২০	জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অনুপ্রাণিত করা।	MoST		√	√	
২১	জাতীয় পদক প্রদানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম একজনকে নির্বাচিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।	MoST MoCA	√	√	√	
২২	মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রসারের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পোস্টার প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।	MoST		√		বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে
২৩	পথচারী বিজ্ঞানী Barefoot Scientist গণসহ জাতীয় পর্যায়ে বাৎসরিক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সম্মেলনের আয়োজন।	MoST		√		বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২৪	শিক্ষার্থী ও যুবসমাজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উৎসাহ দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বক্তৃতার আয়োজন করা।	MoST, MoI, MoE, MoICT, MoPME	√	√	√	চলমান
কৌশলগত বিষয়-২ : প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন সুবিধা ও সমন্বয় সাধন (উদ্দেশ্য-ক পূরণকল্পে)						
২৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বর্তমান অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoA MoE, MoICT, MoEF, MoFL	√	√	√	
২৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবিত পণ্য উৎপাদন, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা।	MoST, MoInd, MoC	√	√	√	
২৭	সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (ST&I) উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা।	MoST, MoInd, MoE	√	√	√	
২৮	টেকনোলজি পার্ক/ইনোভেশন পার্ক সায়েন্স সিটি স্থাপন।	MoST, MoInd, MoICT		√	√	
২৯	বিভাগীয় পর্যায়ে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।	MoST	√	√		
৩০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ও ভৌত অবকাঠামো হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন নির্মাণ করা।	MoST	√	√		
৩১	গণমাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoICT MoI	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৩২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্য ও সেবার মান নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoInd	√	√		
৩৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি উৎপাদন ব্যবস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাদারি সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√		
৩৪	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে কাজ করা ও যাবতীয় কাজের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা।	MoST, MoC, MoInd, MoICT, MoEF MoE, MoA, FD, MoHFW MoFA	√			
৩৫	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে দেশের বিজ্ঞান-প্রকৌশল প্রযুক্তি সংক্রান্ত সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় পরিষদ (NCST) গঠন ও পুনঃগঠন করা।	MoST	√			
৩৬	এনসিএসটির নির্বাহী কমিটি ইসি এনসিএসটি (ECNCST) গঠন ও পুনঃগঠন করা।	MoST	√			
৩৭	এনসিএসটি (NCST) সেল গঠন করা।	MoST	√			
৩৮	জেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি গঠন।	MoST	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৩৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি অধিদপ্তর সৃষ্টি এবং জেলা ও উপজেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা।	MoST, MoInd	√	√	√	
৪০	প্রকৌশল/প্রযুক্তি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা।	MoST, MoInd		√		
৪১	বিদ্যমান প্রকৌশল/প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণার সমন্বয় ও উন্নয়ন করা।	MoST, MoE MoInd MoHFW MoA	√	√		
৪২	গবেষণার অবকাঠামো তৈরির প্রথম ধাপে সুদক্ষ প্রযুক্তিবিদদের সহকারে একটি দল গঠন করা।	MoST	√			
৪৩	বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ, অভিযোজন ও আত্তীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করা।	MoST, MoEF MoFA, MoInd	√	√	√	
৪৪	প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন সুবিধা গ্রহণ করা।	MoST, MoEWoE MoInd		√		
৪৫	নভোথিয়েটারের প্রদর্শনী ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।	MoST	√			
৪৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoICT, MoA MoFL	√	√		চলমান
৪৭	প্রত্যেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্র কর্তৃক স্ব স্ব গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√			চলমান

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৪৮	প্রত্যেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রের গ্রন্থাগার কর্তৃক নিজ নিজ বিশেষায়িত ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণা ফলাফল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা সংরক্ষণ ও দলিলীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√	√	√	
৪৯	প্রত্যেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্র কর্তৃক নিজ নিজ বিশেষায়িত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√			চলমান
৫০	গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ পরীক্ষাগার সুবিধা সৃষ্টি করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√	√		
৫১	বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA,	√	√		
৫২	সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষাগার সুবিধাদি যৌথভাবে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√			চলমান
৫৩	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য-ভিত্তি জোরদার করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√			চলমান

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৫৪	উৎকর্ষ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে Centre of Excellence প্রতিষ্ঠা করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT	√	√	√	
৫৫	পারমাণবিক চিকিৎসা গবেষণায় উৎসাহ প্রদানকল্পে একটি জাতীয় পারমাণবিক চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।	MoST, MoHFW	√	√		
৫৬	গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অধিকতর ফল পাওয়ার লক্ষ্যে সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণাগারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।	MoST, MoPEM, R(PD)		√		চলমান
৫৭	বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যান্সডকের শাখা অফিস স্থাপন এবং দেশের এবং বিদেশের ভার্চুয়াল লাইব্রেরীর সাথে সহযোগিতা ও রিসোর্স শেয়ারিং বাস্তবায়ন করা।	MoST, MoFA MoCA	√			চলমান
৫৮	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইনস্টিটিউটে কেন্দ্রে স্বস্ব গবেষণার বিষয় দলিলীকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√	√		
৫৯	অধিকতর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।	MoST	√	√		
৬০	বৈজ্ঞানিক সূত্র ও এর বাস্তব প্রয়োগ, তত্ত্ব লব্ধ উদ্ভাবন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রক্রিয়া কৌশলের মডেল প্রচারের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের শক্তিশালীকরণ।	MoST	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৬১	ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা শক্তিশালীকরণ এবং একটি জাতীয় ন্যানোপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	MoST	√	√	√	
৬২	সমুদ্র গবেষণা উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।	MoST, MoD, AFD	√	√	√	
৬৩	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহ শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoFL, MoEF	√	√	√	
কৌশলগত বিষয়-৩ : গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development) উদ্দেশ্য-ঘ, জ, ঞ, ট, ঝ পূরণকল্পে)						
৬৪	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, NGO	√	√	√	
৬৫	দেশীয় প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিতকরণ।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
৬৬	গবেষণার বিশেষায়িত ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণাগার নির্মাণ ও শক্তিশালীকরণ। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি-ন্যানোপ্রযুক্তি, জীবতথ্য প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, ও দূর অনুধাবন, মাইক্রোইলেকট্রনিক্স ও অপ্টোইলেকট্রনিক্স, বস্তুবিজ্ঞান গবেষণা, প্লাজমা ফিজিক্স, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলা সংক্রান্ত গবেষণা, জীবপ্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশল, রেডিয়েশন প্রসেসিং টেকনোলজি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিজ্ঞান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা।	MoST, MoInd, MoEF, MoHFW	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৬৭	গবেষণা-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিসমূহ পর্যালোচনা ও যুগোপযোগীকরণ; স্থানীয় ও আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, হস্তান্তর, অভিযোজন, উন্নয়ন, বিস্তার ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণা এবং ফলিত ও মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণা করা।	MoST, MoInd	√	√	√	
৬৮	বহুবিধ খাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমন্বিত (বহু-প্রাতিষ্ঠানিক ও বহুবিষয়ভিত্তিক) জাতীয় গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
৬৯	গবেষণা কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণা সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন রিসার্চ কাউন্সিল) উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoInd, MoA	√	√		
৭০	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) পেশায় মহিলাদের প্রণোদনা (Incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	MoST, MoWCA, MoICT	√	√	√	
৭১	প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সুবিধা সৃষ্টি করা।	MoST, MoSW, MoEF MoICT	√	√	√	
৭২	বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সামর্থ্য জোরদার করার লক্ষ্যে গবষেণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√	√	
৭৩	দূর-অনুধাবন (Remote Sensing) প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা করা।	MoST, MoD, MoDM, MoWR, MoEF	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৭৪	মহাকাশ ও উর্ধ্বাকাশ ও উচ্চস্তরের বায়ুমন্ডল নিয়ে গবেষণা করা।	MoST, MoD, MoE, MoICT	√	√		
৭৫	নূতন নূতন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর করণ।	MoST, MoC, MoInd, MoICT	√	√	√	
৭৬	প্রকৌশল বিজ্ঞান গবেষণায় প্রধান প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।	MoST, MoEF, MoInd MoE MoA, MoICT	√	√	√	
৭৭	অভ্যন্তরীণ গবেষণা উন্নয়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি শিল্প খাতে সক্ষমতা নির্ণয়।	MoST, MoInd, MoICT	√	√		
৭৮	জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও জাতীয় মানমন্দির স্থাপন করা।	MoST	√	√		
৭৯	প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক গবেষণা করা।	MoST, MoD	√			
৮০	বস্তুবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে গবেষনা করা ও গবেষণাগার স্থাপন করা এবং এ সংক্রান্ত শিল্প-কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা।	MoST, MoInd, MoEF, MoICT	√	√	√	
৮১	জাতীয় সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদি, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবহারে প্রয়োজনীয় গবেষণা করা।	MoST, MoInd, MoEF	√	√	√	
৮২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে গবেষণা করা এবং গবেষণায় উৎসাহিত করা।	MoST, MoEF MoInd, MoE, MoA, MoICT	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৮৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও আগাম সংকেত প্রদানের কার্যকর প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	MoST, MoInd, MoEF, MoICT	√	√	√	
৮৪	সাইক্লোন ও উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	MoST, MoDM, MoD, MoWR	√	√	√	
৮৫	জাতীয় ভূমিক্ষয়রোধ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং নদীশাসন বিষয়ক গবেষণা শক্তিশালীকরণ।	MoST, MoL, MoEF, MoWR	√	√	√	
৮৬	জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনার ক্ষেত্রে খরা পূর্বাভাস পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।	MoST, MoDM, MoD, MoWR, MoEF	√	√	√	
৮৭	পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং জলাশয় ও পানি সম্পদ দূষণমুক্ত রাখতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক গবেষণা করা।	MoST, MoWR, MoEF	√	√	√	
৮৮	হাওর এলাকার ফসলের ক্ষতি প্রতিরোধে Flush Flood পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	MoST, MoDM, MoD, MoWR, MoEF	√	√		
৮৯	উপকূলীয় এলাকায় পানির সীমা বৃদ্ধির পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নয়ন করা।	MoST, MoDM, MoD, MoWR, MoEF	√	√		
৯০	স্থানীয় পর্যায়ে গ্লোবাল এবং আঞ্চলিক জলবায়ুর পরিবর্তন মডেল প্রবর্তন করা।	MoST, MoEF, MoWR	√	√		
৯১	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থানীয় প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা এবং উপযুক্ত বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচনের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা।	MoST, MoEF, MoWR	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
৯২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Harvesting) এর প্রযুক্তি উন্নয়ন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
৯৩	সারফেস ওয়াটার (Surface Water) ও ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	MoST, MoLGR, DC, MoWR	√	√	√	
৯৪	ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা ও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় দেশীয় সরঞ্জাম উদ্ভাবন করা।	MoST, MoHA, MoDM	√	√	√	
৯৫	পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তির (সৌর, জল, টাইডাল, বায়ু, বায়োগ্যাস প্রভৃতি) গবেষণা জোরদার করা এবং শিল্প ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।	MoST, MoInd, MoEF	√	√	√	
৯৬	সরকারি পর্যায়ে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির বিভিন্ন খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্র ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√	√	
৯৭	গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√	√	
৯৮	জিন প্রকৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত জাত/প্রযুক্তি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।	MoST, MoA MoE, MoHFW, MoInd, MoEF, MoFL	√	√	√	
৯৯	রেডিয়েশন/ ভার্নালাইজেশন/ ফটোপরি ওডিজম প্রসেসিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য (যথাঃ স্বাস্থ্য সেবায়, কৃষি ক্ষেত্রে, শিল্পে এবং পরিবেশ উন্নয়নে) তৈরি ও জনপ্রিয়করণ।	MoST, MoA MoE, MoHFW, MoInd, MoEF, MoFL	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১০০	প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কর্মসূচিতে এক বা একাধিক জাতীয় সমস্যার উপর পরিচালিত মৌলিক ও ফলিত গবেষণার যুতসই সংমিশ্রণ ঘঠানো।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√			
১০১	গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পণ্য/সেবা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফল/পণ্য/সেবা উৎপাদনের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা করণের লক্ষ্যে উৎপাদন/আউটপুট ইউনিট গঠন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
১০২	ন্যানো প্রযুক্তি নিয়ে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহে গবেষণা সুবিধা ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।	MoST, MoE, MoInd,	√	√	√	
১০৩	বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√			
কৌশলগত বিষয়-৪ : লক্ষ্যভিত্তিক গবেষণার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি (উদ্দেশ্য-খ, গ, ঞ, ঝ পূরণকল্পে)।						
১০৪	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ।	MoST, MoInd, MoE	√	√	√	
১০৫	গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জনশক্তির উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	MoST, MoE	√	√	√	
১০৬	মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নবর্ণিত বিশেষায়িত বিষয়গুলি	MoST, MoE, MoInd, MoHFW	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
	স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে। অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে (পাবলিক ও প্রাইভেট) উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা। ক্ষেত্রগুলো হলো- পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ এবং এ্যাক্রেডিটেশন, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি,বায়োমেডিসিন/ বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল ফিজিক্স, ন্যানো টেকনোলজি, মেরিন সায়েন্স ও সমুদ্রবিষয়ক বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, মেকাট্রনিক্স, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং/ এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রোববাটিক/ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তি, পরিবেশ বিজ্ঞান/ ইকোসিস্টেম। এনালিস্ট, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, স্পেস সায়েন্স/ অ্যাস্ট্রেনমি, বিকল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টাউন প্লানিং নগর উন্নয়ন, মনোসামাজিক, শক্তি উৎপাদন ও তার ব্যবহার, আইটি, সমুদ্রসম্পদ এবং সমুদ্রপ্রযুক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান।					
১০৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা গবেষণার সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।	MoST, MoWCA	√	√		
১০৮	গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানায় কর্মরত বিজ্ঞানী-গবেষক-বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoInd, MoC	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১০৯	বিজ্ঞানীদের আর্থিক সুবিধা/ভাতা বৃদ্ধিসহ গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
১১০	গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজের স্বাধীনতা প্রদানসহ স্বায়ত্তশাসন দেয়া।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√	√		
১১১	গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা।	MoST, MoInd, MoC	√	√		
১১২	দেশীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি বিদগণকে আজীবন জাতীয় বিজ্ঞানী/ ইমেরিটাস বিজ্ঞানী/ সুপার নিউমারারি বিজ্ঞানী অনারারি বিজ্ঞানী'র পদ প্রদান করে উপযুক্ত পারিশ্রমিকসহ কোন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
১১৩	বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণাগার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক গবেষক এবং গবেষণা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রিধারীর চাকুরী নিশ্চিত করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√		
১১৪	বিজ্ঞানের, গণিতের ও বিশেষায়িত শিক্ষকদের জন্য আকর্ষণীয়/ উৎসাহব্যঞ্জক বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা।	MoST, MoE	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১১৫	আধুনিক ধারায় শিক্ষা দেবার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।	MoST, MoE, MoPME	√	√		
১১৬	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠানে নেটওয়ার্ক করাসহ আইসিটি (ICT) অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT	√	√		
১১৭	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা।	MoST, MoInd, MoE	√	√		
১১৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞান পেশাজীবী নিয়োগ করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
১১৯	প্রত্যেক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ ও বাজার গবেষণা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদানের প্রবিধান রাখা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
১২০	প্রতিবছর প্রত্যেক গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী/ বিজ্ঞানের শিক্ষক নির্বাচন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√	√	
কৌশলগত বিষয়-৫ : বিজ্ঞান শিক্ষা (উদ্দেশ্য-ঙ পূরণকল্পে)।						
১২১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষা ভিত্তিক শ্রেণি পাঠের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoE	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১২২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রীধারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া।	MoST, MoPME	√	√	√	
১২৩	প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ২জন করে বিজ্ঞান এবং গণিত বিষয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	MoST, MoE	√	√		
১২৪	প্রাথমিক পর্যায় হতে বিজ্ঞান এবং গণিত শিক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা।	MoST, MoE, MoPME	√	√		
১২৫	দুই তিনবছর অন্তর অন্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক পাঠ্যসূচি উন্নততর করা।	MoST, MoE, MoPME, MoHFW	√	√		
১২৬	প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বই, জার্নাল ও সাহিত্য পুস্তক সমৃদ্ধ নিজস্ব গ্রন্থাগার/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা।	MoST, MoE, MoPME, MoHFW	√	√		
১২৭	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে বিজ্ঞান ও গণিতের স্নাতকদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।	MoST, MoE	√	√		
১২৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনলাইন প্রক্রিয়া উৎসাহিত করা।	MoST, MoE	√	√		
১২৯	মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান/গণিত বিষয়ের পাঠ্যক্রম সহজতর, আকর্ষণীয় ও বাস্তবধর্মী করা।	MoST, MoE	√	√		
১৩০	প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গবেষণাগারে কমপক্ষে একজন করে গবেষণাগার সহকারী নিয়োগ দেয়া ও উৎসাহব্যঞ্জক বেতন-ভাতা দেয়া।	MoST, MoE	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৩১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান/গণিত বিষয়ে কর্মরত শিক্ষকের উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রদান করা।	MoST, MoE	√	√		
১৩২	মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক এবং কারিগরি শাখায় অধ্যয়নরত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় হ্রাস করা।	MoST, MoE	√	√		
১৩৩	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও গণিতের বিষয়ের পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় ছবিসহ যুগোপযোগী করা ও পাঠ্যবইকে যথাসম্ভব ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক করা।	MoST, MoE, MoPME	√	√		
১৩৪	মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য বইয়ে সাম্প্রতিক কালের পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাপ্তিবিজ্ঞানীদের জীবনী সংক্রান্ত লেখা রাখা।	MoST, MoE	√	√		
১৩৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি যথা : কম্পিউটার স্যাটেলাইট। মোবাইল পারমাণবিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা/ ন্যানো প্রযুক্তি/মহাকাশ বিজ্ঞান/ জীবপ্রযুক্তি পরিবেশ বিজ্ঞান/ পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ এবং এ্যাক্রেডিটেশন ইত্যাদি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√		
১৩৬	স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক পাঠ সমৃদ্ধ উপকরণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিকারক (Reagents), আসবাব সমৃদ্ধ গবেষণাগার তৈরি করা।	MoST, MoE	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৩৭	মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোর উন্নয়ন সাধন করা।	MoST, MoE, MoPME	√	√		
১৩৮	বিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়ক উপকরণের ব্যবহার বাড়ানো।	MoE, MoPME	√	√		
১৩৯	মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করে আধুনিক করা, যেমন: নতুন বই লেখা, নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করা।	MoST, MoE	√	√		
১৪০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।	MoST, MoE	√	√		
১৪১	জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতক কোর্স পরিচালনা ও স্নাতকোত্তর গবেষণার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।	MoST, MoE, MoHFW	√	√		
১৪২	দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি/ ফেলোশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	MoST, MoE, MoHFW	√	√		
১৪৩	বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক মান সম্পন্ন বিজ্ঞানী সৃষ্টি করা।	MoST, MoE	√	√		
১৪৪	সকল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্র/ ছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	MoST, MoE	√	√		
১৪৫	দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের চাহিদা নিরূপণপূর্বক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করা।	MoST, MoE, MoHFW	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৪৬	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (IPR) এবং WTO সম্পর্কিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√		
কৌশলগত বিষয়-৬ : তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গণমাধ্যমে প্রচার (উদ্দেশ্য-জ, ঞ, ঠ পূরণকল্পে)						
১৪৭	বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ও গণমাধ্যম সৃষ্টি করা।	MoST, MoI	√	√	√	চলমান
১৪৮	দেশের সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।	MoST, MoI	√			চলমান
১৪৯	দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের চাহিদা/সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।	MoST, MoI	√			চলমান
১৫০	বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে BANSDOC-কে শক্তিশালীকরণ।	MoST	√	√	√	
১৫১	মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের প্রদর্শনী সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	MoST, MoI	√			চলমান
১৫২	মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রসারের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পোস্টার প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoI	√			বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৫৩	বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য। BANSDOC-এর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।	MoST	√	√		
১৫৪	জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।	MoST, MoE, MoFA	√	√	√	
১৫৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে খাত-ভিত্তিক নীতিমালা, নীতি-নিমিত্তক, প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন সুবিধা, গবেষণা সুবিধা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনশক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।	MoST	√			চলমান
১৫৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচারের জন্য ব্যান্সডককে দায়িত্ব প্রদান করা।	MoST	√			চলমান
১৫৭	বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ ও প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্র এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে BANSDOC-এর সংযোগ স্থাপন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
১৫৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সংগৃহীত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		চলমান

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৫৯	নিয়মিত হালনাগাদ করার বিধানসহ গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠান ও পেশাদারদের ডেটাবেইজ (database) প্রণয়ন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√			চলমান
১৬০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন/ সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে সর্বশেষ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।	MoST, MoFA	√			চলমান
১৬১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoI	√			চলমান
১৬২	বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফল গণমাধ্যমে প্রকাশ করা।	MoST, MoI	√			চলমান
১৬৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে গণমাধ্যম যেমন-রেডিও এবং টেলিভিশন ব্যবহার করা।	MoST, MoI, MoE	√			চলমান
১৬৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবছর কমপক্ষে একটি সাময়িকী প্রকাশ করা।	MoST, MoInd MoI	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।
১৬৫	ওয়েবসাইট, মোবাইল ভিত্তিক, কমিউনিটি রেডিও ও বিভিন্ন সফটওয়ার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সেবা প্রদান করা।	MoST, MoICT	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৬৬	ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক চলচ্চিত্র/শিশুতোষ ছায়াছবি/কার্টুন ইত্যাদি সম্প্রচার বাধ্যতামূলক করা।	MoST, MoICT	√			চলমান
১৬৭	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য-ভিত্তি জোরদারকরণ।	MoST, MoICT, MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√	√	√	
১৬৮	কোন বিশেষ এলাকায় বিকাশমান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুফল সৃষ্টিকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা, সচেতনতা ও তাৎপর্যমূলক অনুষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoI	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।
১৬৯	প্রযুক্তি হস্তান্তরের তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ, কম্পিউটার ব্যবহার এবং সফটওয়ার প্যাকেজ তৈরি করা এবং মাননিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT	√	√	√	
১৭০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ।	MoST	√			চলমান
কৌশলগত বিষয়-৭ : দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিদেশি প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য জাতীয় সামর্থ্য/সক্ষমতা বৃদ্ধি (উদ্দেশ্য-ক, ছ পূরণকল্পে)						
১৭১	দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়নের নিমিত্তে দেশীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) এর সাথে জড়িত জনশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৭২	দেশে বিশেষায়িত শিল্পের প্রবর্তন এবং প্রণোদনা প্রদান করা যেমন: মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স, চিপ-শিল্প, আইটি শিল্প (ল্যাপটপ, ফাইবার অপটিক নির্মাণ), স্যাটেলাইটের যন্ত্রাংশ নির্মাণ, সামরিক যন্ত্রাংশ, Effluent Treatment Plant (ETP), Solar Panel, নবায়নযোগ্য জ্বালানি তৈরিসহ কৃষি ক্ষেত্রের আধুনিকায়ন করা এবং সরকারি উদ্যোগে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মডেল কারখানা স্থাপন করা।	MoST, MoInd, MoD, AFD, MoICT, MoA		√	√	
১৭৩	অষ্টম শ্রেণি থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা।	MoST, MoE	√	√		
১৭৪	প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং উপযুক্ত আইন ও নীতি নির্ধারণ করা।	MoST, MoE, FD, MoC	√	√		
১৭৫	গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাণিজ্যিকীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিসহ সকল আর্থিক খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।	MoST, MoInd, MoC, MoE, FD	√	√		
১৭৬	স্থানীয় গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি/পদ্ধতি নিজ শিল্প-কারখানায় ব্যবহারকরণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।	MoST, MoInd	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৭৭	আমদানিকৃত প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা হ্রাস করে দেশীয় উদ্ভাবিত সামগ্রী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ।	MoST, MoInd, MoE, MoC	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।
১৭৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত পাইলটপ্ল্যান্ট ও ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন এবং স্থাপনকৃত সেন্টারসমূহের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ করা।	MoST, MoInd, FD	√	√		
১৭৯	NCST-এর থিংকট্যাঙ্ক হিসেবে জাতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর কেন্দ্র NCTDT (National Centre for Technology Development and Transfer) স্থাপন করা।	MoST		√	√	
১৮০	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এবং NCTBT এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।	MoST, MoInd		√	√	
১৮১	দেশীয় যে সকল প্রযুক্তির রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা রয়েছে সে সমস্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা।	MoST, MoInd, MoC, FD	√	√		
১৮২	দেশীয়/নিজস্ব প্রযুক্তি/শিল্প উদ্ভাবনে Indigenous expertise-এর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।	MoST, MoInd	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৮৩	শিল্প ও গবেষণাগারগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পারস্পরিক জ্ঞান হস্তান্তরের মাধ্যমে নতুন নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলা।	MoST, MoInd	√	√	√	
১৮৪	স্থানীয়/নিজস্ব সম্পদ ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে শিল্প প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করা যেমন : চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভেষজ লতাপাতা ব্যবহারের মাধ্যমে হারবাল চিকিৎসা ইত্যাদি।	MoST, MoEF MoInd, MoE, MoA, MoHFW	√	√		
১৮৫	দেশীয় প্রযুক্তি ও আমদানীকৃত প্রযুক্তির সর্বোত্তম মিশ্রণের মাধ্যমে সংকটপূর্ণ এলাকায় ঘাতোপযোগিতা (Vulnerability) হ্রাসকরণ।	MoST, MoInd, MoDM	√	√		
১৮৬	আমদানিকৃত প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা। নিশ্চিতকরণ।	MoST, MoInd	√	√	√	
কৌশলগত বিষয়-৮ :মেধা স্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (উদ্দেশ্য-ড পূরণকল্পে)।						
১৮৭	দেশের কৌলি সম্পদ (Genetic Resources) পাচার রোধকল্পে আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoA	√	√	√	
১৮৮	মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ বিষয়ে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ নীতিনির্ধারকদের নিয়ে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/ সভা অনুষ্ঠান। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে প্যাটেন্টকরণের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে উৎসাহিত করা।	MoST, MoInd, MoEF, MoE, MoA, MoHFW	√			বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
১৮৯	Departmant of Patent Design & Trade Marks (DPDT)-এর জনবলসহ আরএ্যান্ডডি কাজের সাথে যুক্ত সরকারি সংস্থার বিজ্ঞানীগণকে দেশে ও বিদেশে মেধাস্বত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	MoST, MoInd, MoEF, MoE, MoA, MoHFW	√			চলমান।
১৯০	DPDT-এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।	MoST, MoInd, MoEF, MoE, MoA, MoHFW	√			চলমান।
১৯১	বাংলাদেশের গুল ও ঐতিহ্যবাহী ভেষজ উদ্ভিদসহ জীব-বৈচিত্র্যের জরিপ, পাচার রোধকরণ ও দলিলীকরণ করা।	MoST, MoA, MoInd, MoEF, MoHFW	√			চলমান।
১৯২	ভেষজ উদ্ভিদসহ জীব-বৈচিত্র্যের বিভিন্ন প্রজাতির মৌলিকত্ব নির্ণয়পূর্বক মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা।	MoST, MoA, MoInd, MoEF,	√			চলমান।
১৯৩	ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠীজ্ঞান, পণ্য ও প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিত করা	MoST, MoInd, MoCA	√			চলমান।
১৯৪	ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠীজ্ঞান, পণ্য ও প্রক্রিয়াসমূহের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা।	MoST, MoInd, MoCA	√			চলমান।
১৯৫	জিওগ্রাফিক্যালি ইন্ডিকেটর প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও কার্যকর করা।	MoInd, MoST, MoCA, MoC, MoLJPA	√			চলমান।

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
কৌশলগত বিষয় ৯ : গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল গঠন ও বিনিয়োগকরণ (উদ্দেশ্য-ক, গ, ড পূরণকল্পে)						
১৯৬	জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনের প্রয়োগ ও গবেষণার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থ, উদ্যোগ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।	MoST, FD	√	√		
১৯৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের নিমিত্তে তহবিল যোগানের জন্য বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনায় অনুদানের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা।	MoST, FD	√	√	√	
১৯৮	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য ব্যয় প্রস্তাব আহ্বান করা।	MoST, MoInd, MoEF, MoE, MoA, MoHFW	√	√		
১৯৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রকল্প ছকে প্রস্তাব অনুমোদন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।	MoST, MoP (PD) MoEF, MoInd, MoE, MoA,	√			
২০০	সরকারি ও বেসরকারি (PPP) অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য অব্যাহত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	MoST, FD	√	√		
২০১	সার্কসহ অন্যান্য আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক এজেন্সি/সংস্থা এবং জাতিসংঘে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।	MoST, ERD, MoFA	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২০২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প/গবেষণায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট গঠন করা। ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা এবং ট্রাস্টের তহবিল ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ করা।	MoST, FD	√	√		
২০৩	বাজেট বরাদ্দসহ বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, কনফারেন্স এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লিংকেজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।	MoST, MoC, MoInd, MoICT, MoEF, MoE, MoA, FD, MoFA	√			
২০৪	সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশগ্রহণে গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√		
২০৫	নতুন উদ্ভাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পণ্যের মেলা, প্রদর্শনী, সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং আর্থিক সহযোগিতা আহ্বান করা।	MoST, MoC, MoInd, MoE, MoHFW, MoA	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।
২০৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাত্র/ গ্র্যাজুয়েটদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দেশি/বিদেশি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রদানের নিমিত্তে তাদের জনবলের অন্তত ৫ শতাংশ ইন্টার্নশিপের জন্য উন্মুক্ত করণ।	MoST, MoE, MoICT, MoC, MoPTC, MoInd, MoHFW	√			
২০৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে দেশের চাহিদা মাফিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।	MoST, MoE, MoInd	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২০৮	প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তায় টেকনোলজি ট্রান্সফার কার্যক্রম গ্রহণ করা।	MoST, MoEWOE, MoFA	√	√		
২০৯	সরকারি অনুদানের মাধ্যমে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা।	MoST, MoE, MoInd	√			
২১০	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।	MoST, MoE, MoInd, MoICT		√	√	
২১১	উচ্চ শিক্ষা, গবেষণায় ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় উৎসের প্রতি জোর দেওয়া।	MoST, MoE, MoInd	√	√		
২১২	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)-এর ফলাফল ব্যবহার করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার জন্য প্রত্যেক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA MoICT	√	√		
২১৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল গঠনের মাধ্যমে আধুনিক গবেষণার জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।	MoST, MoFD	√	√		
২১৪	গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) এর ন্যূনপক্ষে দুই শতাংশ পরিভাজন মাত্রা স্থাপন করা এবং পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা।	MoST, MoFD	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
কৌশলগত বিষয় : ১০ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা (উদ্দেশ্য-ছ পূরণকল্পে)						
২১৫	SAARC, D-8 এবং এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (RCA), এশীয় পারমাণবিক সহযোগিতা ফোরাম (FNCA), কমনওয়েলথ বিজ্ঞান কাউন্সিল (CSC), Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Asia and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Islamic Foundation for Science, Technology and Development (IFSTAD), COMSTECH, COMSATS, UN Centre for Science and Technology for Development (UNCSTD) 47° IAEA, FAO, UNICEF, WHO সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সহযোগিতার ভিত্তিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিক গবেষণার সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।	MoST, ERD, MoFA, FD, MoE	√	√		
২১৬	বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের সাথে বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ছাত্র বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।	MoST, MoE, MoFA	√	√	√	

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২১৭	বিদেশে কর্মরত প্রথিতযশা অনাবাসী বাংলাদেশি শিক্ষক, গবেষক ও প্রযুক্তিবিদগণকে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সম্মানী দিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	MoST, MoE, MoFA	√	√	√	
২১৮	নির্দিষ্ট টার্ম/ সেমিস্টারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশেষায়িত বিষয়ের উপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানোর জন্য দেশি-বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো এবং দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো।	MoST, MoE, MoFA	√	√		
২১৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা উৎপাদনখাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য দূতাবাস এবং দাতা সংস্থা সমূহের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিদেশিদের নিকট কূটনৈতিক প্রচারণা চালানো।	MoST, MoE, MoFA	√	√		
২২০	SAARC, BIMSTEC, D-8 এবং এরকম আন্তর্জাতিক/ আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।	MoST, MoE, MoInd, MoHFW, MoFA, MoC, MoICT, FD, MoPTC	√	√		
২২১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন বিকাশের জন্য/ উৎপাদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপন করা।	MoST, MoE, MoInd, MoHFW, MoPTC	√	√		
২২২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে দ্বিপাক্ষিক বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলি চিহ্নিতকরণ এবং কার্যকরকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	MoST, MoHFW, MoFA, ERD	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২২৩	আঞ্চলিক দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভিন্ন জাতীয়/আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।	MoST, MoFA, ERD, MoE	√			
২২৪	আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মেলা ও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা বিক্রয় ও বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা।	MoST, MoE, MoInd, MoCAT, MoICT	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।
২২৫	আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোম্পানিদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	MoST, MoE, MoInd, MoCAT, MoICT, MoFA	√	√		
২২৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন যোগদানের ব্যবস্থা করা।	MoST, ERD, MoICT, MoFA	√			চলমান। বছরে অন্তত একটি আয়োজন করা যেতে পারে।
কৌশলগত বিষয় ১১ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা (উদ্দেশ্য-ণ পূরণকল্পে)						
২২৭	একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক বর্তমান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা।	MoST	√	√		
২২৮	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রয়োগ করার জন্য আইনি ভিত্তি তৈরি করা।	MoST	√			

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২২৯	নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT		√	√	
২৩০	বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধার উপর গুরুত্বারোপ করে উপযুক্ত চাকুরীবিধি প্রণয়ন করা।	MoST, MoEF, MoE, MoA, MoPA	√	√		চলমান।
২৩১	বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাধর্মী। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বিনিময়, সংযোগ এবং বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদান উৎসাহিত করা।	MoST, MoEF, MoE, MoA	√			
২৩২	বিশেষ বিবেচনার ভিত্তিতে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণকে দেশের ভিতরে ও বাইরে পারস্পরিক বিনিময় ও অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টির নীতিমালা করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA		√		
২৩৩	পরবর্তী ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে পণ্য উৎপাদন ও সেবার মান বৃদ্ধিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পর্যায়ক্রমে প্রতিফলন ঘটানো।	MoST, MoInd			√	
২৩৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√			চলমান।
২৩৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজের সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ও পণ্য/ সেবা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT		√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২৩৬	জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে বিশেষ মনোযোগর দাবি রাখে এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
২৩৭	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT		√	√	
২৩৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি প্রণয়ন, কর্মকৌশল, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সুবিধা প্রদান (Incentive) ইত্যাদি বিষয়সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA, MoICT		√	√	
২৩৯	NCST-এর নির্দেশনা মোতাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা দুই বছর অন্তর অন্তর হালনাগাদকরণ।	MoST		√		
২৪০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে খাত ও উপখাত ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√		
২৪১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা।	MoST জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	√	√		
২৪২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপর থেকে কর মওকুফ করা ।	MoST, FD, MoC, IRD	√	√		

ক্র. নং	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মন্তব্য
২৪৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহজতর উপায়ে বন্দর থেকে ছাড়ানোর জন্য আইন/ বিধি প্রণয়ন করা।	MoST, FD, MoC, MoS, IRD	√	√	√	
২৪৪	বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও প্রযুক্তিবিদদের দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	MoST, MoEWOE, MoFA, MoE	√	√		
২৪৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	MoST, MoE, MoEWOE	√	√		
২৪৬	প্রত্যেক একক গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা।	MoST, MoEF, MoInd, MoE, MoA	√	√	√	

শব্দ সংক্ষেপ

MoST	= Ministry of Science and Technology
MoI	= Ministry of Information
MoE	= Ministry of Education
MoInd	= Ministry of Industry
NGO	= Non Government Organization
MOPME	= Ministry of Primary and mass Education
MOCA	= Ministry of Cultural Affairs
MOCAT	= Ministry of Civil Aviation & Tourism
CD	= Cabinet Division
MOICT	= Ministry of Information and Communication Technology
MoC	= Ministry of Commerce
MOPA	= Ministry of Public Administration
MoEWOE	= Ministry of Expatriate Welfare & Overseas Employment

MoEF	= Ministry of Environment and Forest
MoA	= Ministry of Agriculture
MoHFW	= Ministry of Health & family Welfare
MoFA	= Ministry of Foreign Affairs
MoWCA	= Ministry of Women & Children Affairs
MoSW	= Ministry of Social Welfare
MoD	= Ministry of Defense
MoDM	= Ministry of Disaster Management
MoWR	= Ministry of Water Resources
AFD	= Armed Forces Division
MoF	= Ministry of Finance
FD	= Finance Division
MOFL	= Ministry of Fisheries & livestocks
MOLJPA	= Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
MoP	= Ministry of Planning
PD	= Planning Division / Power Division
MOPEMR	= Ministry of Power, Energy & Mineral Resources
PMO	= Prime Minister's office
ERD	= Economic Relations Division
MoS	= Ministry of Shipping
IRD	= Internal Relations Division
MOPTC	= Ministry of Postal & Telecommunication
MOLGRDC	= Ministry of Local Government and Rural Development & Cooperative
MOHA	= Ministry of Home Affairs

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সালমা মমতাজ
সচিব

মো. আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১

১. **ভূমিকা/উপক্রমণিকা**

১.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংঘটিত হইয়াছে এবং এই সকল উন্নয়ন পৃথিবীর অবয়বকে আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে এবং যাতায়াত ও যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও লেখাপড়া, কৃষি ও শিল্প, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থা (ecosystem) ইত্যাদির উপর ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছে। প্রকৃতঅর্থে এই সকল উন্নয়ন আনিয়াছে নতুন বৈশ্বিক শৃঙ্খলা। যে সকল দেশ এই সকল উদ্ভাবনকে ব্যবহার করিয়া তাহাদের সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে তাহারা তাহাদের অবস্থান উন্নয়নশীল দেশ হইতে উন্নত দেশে উন্নীত করিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ এশীয় বাঘ (Asian Tiger) হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে।

১.২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেবল জীবন-যাপন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয় নাই, বর্তমানে উহা পরিবর্তনের নিমিত্তক হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা যাহাতে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারি সেইজন্য সরকার রাজনীতিবিদ ও আইনপ্রণেতাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটাইয়া মানুষের জীবন-যাপন ও পরিবেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন করিবে। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি আমলা, প্রশাসক, অর্থ-ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, যোগাযোগ-মাধ্যমের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তৃণমূল পর্যায়ের জনগণসহ জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের (Sectors) সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকার প্রশংসাই করিবে না, উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাহাদের স্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে।

১.৩ বর্তমানে সাধারণভাবে এই উপলব্ধি ঘটিয়াছে যে, একটি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি তাহার জনগণের দক্ষতার মধ্যেই নিহিত, যাহা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন ও বৃদ্ধি করা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান প্রয়োগের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

১.৪ পরিবর্তনের নিমিত্তক হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পদে মূল্য সংযোজন, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশ দূষণ হ্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ও লাঘব, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিয়া জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্ত ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

১.৫ মানব-সম্পদ, প্রতিষ্ঠান ও ভৌত সুবিধা ও অবকাঠামো এবং অর্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উন্নয়নের বিষয়কে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। এইভাবে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium

Development Goals)-এর আলোকে পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য যে সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করে সেই সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ছত্রের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পণ্যসামগ্রী ও প্রক্রিয়াসমূহের সহিত মূল্য-সংযোজন সকল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে হইবে, যাহা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ইহা দেশের প্রথাগত প্রাণধারনোপযোগী অর্থনীতিকে বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করিবে।

২. পটভূমি

২.১ বাংলাদেশ তাহার জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে সমগ্র দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। এই সকল লক্ষ্য অর্জন ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশকেও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করিতে হইবে। পরিবর্তনের কার্যকর নিমিত্তক হিসাবে কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করিয়াই বাংলাদেশের জনগণের সুখী ও আনন্দময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে।

২.২ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন একটি বিশাল ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি। দুর্বল ভিত্তি ও ভালো অবকাঠামোর অভাবে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক ক্ষেত্রে আমরা গবেষণাকর্ম পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সকল ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার অগ্রগতিও তেমন সন্তোষজনক নহে। অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ জনবলের স্বল্পতা, অপ্রতুল গবেষণা-সুবিধা ও উপযুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচি, বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানবিষয়ক অপ্রচলিত পাঠ্যসূচি, বিদেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা, মেধা-পাচার ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির বিদেশ-গমন এবং জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতার অভাব এই সকল কারণ আমাদের পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়াছে।

২.৩ সহায়-সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশ এখন স্বীকার করে যে, জনগণের মৌলিক চাহিদাপূরণ, জীবন-যাত্রার যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা-সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান সমস্যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না। সুতরাং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-কৌশলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়টি সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা আবশ্যক।

২.৪ এই উদ্দেশ্যে টেকসই উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির (NSTP) প্রয়োজন রহিয়াছে। অর্থনৈতিক সকল খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ইনপুট (Inputs)-এর প্রয়োজন এবং এই বিষয়টির উপর জোর দিতে

হইবে। তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক খাত অনুসারে উন্নয়নের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হইল: খাত ও উপখাত মোতাবেক নীতিমালা, নীতি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, অবকাঠামো, উৎপাদন সুবিধা, গবেষণা সুবিধা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জনশক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। ধারণা করা হয় যে, খাতভিত্তিক নীতিমালা সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ (অবকাঠামো, উৎপাদন ও গবেষণা সুবিধা) সংহত করিবার জন্য খাতের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে। অন্যদিকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তঃখাত ও সামগ্রিক খাত-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সমন্বিত করিবে।

২.৫ ১৯৮৬ সালে প্রণীত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে (NSTP) বর্ণিত মূলতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হইবে। এই নীতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক দক্ষতা ও শিল্প নীতির সঙ্গে এই নীতির কার্যকর সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। বর্তমানে আমরা যখন নূতন শতকের দ্বিতীয় দশকে পদার্পণ করিয়াছি তখন নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, যাহা রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া সমাজ ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। বর্তমান বিশ্বায়ন ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি অধিকতর উচ্চারিত হইতেছে। এই কারণে সরকারের জন্য পূর্বে গৃহীত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি পুনর্মূল্যায়ন, পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অবস্থার আলোকে ইহাকে যুগোপযোগীকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যাহা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবর্তনের নিমিত্তক হিসাবে কাজ করিবে।

২.৬ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সর্বশ্রেণীর জনগণকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে তাহাদের নিকট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বার্তা পৌঁছিয়া দেওয়া অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে জাতীয় আইসিটি পলিসি (ICT Policy)-র বিধান এবং ঐ বিশেষ খাতের সুবিধাসমূহ দক্ষতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

২.৭ দারিদ্র্য-হ্রাসে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে জীব-প্রযুক্তি, ন্যানো-প্রযুক্তি, বস্তু বিজ্ঞান ইত্যাদির সহিত সম্পর্কিত প্রযুক্তিসহ নব ও সদ্য উদ্ভাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রয়োগ জরুরি।

২.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

২.৯ উপযুক্ত পটভূমির আলোকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ১৯৮৬ ও খসড়া জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০০৬ পর্যালোচনা করিয়া বর্তমান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ প্রণীত হইয়াছে।

৩. **রূপকল্প (Vision)**

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ও উদ্ভাবনশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রসার ও উহার প্রয়োগকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সুখী, সুন্দর ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়িতে টেকসই জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ও সেবাসহ অর্থনীতির সকল খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৪. **লক্ষ্য (Mission)**

দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে নিশ্চিত করাই এই নূতন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির মূল লক্ষ্য। এতদুদ্দেশ্যে এই নীতির লক্ষ্য নিম্নরূপ:

৪.১ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

৪.২ টেকসই অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রসার ও প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি মজবুত ভিত্তি প্রস্তুত করা।

৪.৩ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জ্ঞানভিত্তিক সমাজে একটি শক্তিশালী সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও প্রতিযোগী জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য উন্নত মানসম্পদ, অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

৪.৪ মৌলিক বিজ্ঞান ও উহার উদ্ভাবনশীল ব্যবহারের প্রসার সাধন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪.৫ মৌলিক, ফলিত ও উন্নয়ন গবেষণার উপযোগী প্রযুক্তি সৃষ্টি, অভিযোজন, তার ও আত্তীকরণে উৎসাহিত করা।

৪.৬ প্রচলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সকল খাতে উন্নত পণ্য ও সেবা প্রদানে দেশীয় বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানের উন্নয়ন সাধন করা।

৪.৭ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা পরিচালিত করিতে উৎসাহিত করা:

- প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সবুজ প্রযুক্তি
- ইকো-ব্যবস্থা যাহা জলবায়ু পরিবর্তনে প্রতিবন্ধক বা ঢাল (a carbon sink and a buffer) হিসাবে কাজ করে
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি, ন্যানো-প্রযুক্তি ইত্যাদি
- মৌলিক বিজ্ঞান

৪.৮ জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি এবং উন্নত পণ্যের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কেন্দ্র স্থাপন করিতে বেসরকারি খাতসমূহকে উৎসাহিত করা।

৪.৯ সমাজকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান করিয়া বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

৪.১০ দেশে উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (IPR) শক্তিশালী ও উহা সংরক্ষণ করা।

৪.১১ কৃষি, কৃষিশিল্প, ঔষধ-শিল্প, ঔষধি ও সুগন্ধি বৃক্ষ, পাট, চামড়া, বস্ত্র, তৈরি-পোশাক, হস্তশিল্প ইত্যাদি রফতানিযোগ্য শিল্পে বিশেষ প্রযুক্তি সহায়তা ও সেবা প্রদান করা।

৪.১২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের টেকসই উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-উপযোগী প্রযুক্তি গড়িয়া তোলা।

৫. উদ্দেশ্য ও নীতির কার্যক্রম

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ও সমন্বিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (NSTP) প্রণয়ন করা প্রয়োজন, এই বিষয়টির স্বীকৃতি প্রদান করিয়া সরকার একটি সংশোধিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের যথার্থতা বিবেচনা করে।

হালনাগাদকৃত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির (NSTP) মুখ্য উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদানসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (ST&I) প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে এই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (NSTP) প্রণয়ন করা হয় ?

(ক) টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিতে জনগণের খাদ্য, পুষ্টি, পরিবেশ, পানি, স্বাস্থ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপ-খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

(খ) অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপ-খাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

(গ) একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে এবং অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সম্মিলিত ও সমন্বিত তৎপরতা গ্রহণ করা।

(ঘ) দেশের সকল আনুষঙ্গিক খাত/উপ-খাতের নীতিমালার সহিত সমন্বয় সাধন করা।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিদ্যাচর্চায় অবদান রাখা।

(চ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া তরুণ প্রজন্মের মধ্য হইতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করা ও তাহাদের স্বীকৃতি প্রদান করা।

(ছ) জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রধান উপাদানে পরিণত করা।

(জ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ দক্ষতা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কাঠামোতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা পুনর্ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঝ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(ঞ) সকল শিক্ষা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন ও কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা, যাহাতে প্রকৃত সৃজনশীল কাজের পরিবেশ তৈরি হয়।

(ট) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বন্যা, অনাবৃষ্টি, সাইক্লোন, ভূমি ক্ষয়, সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান এবং এই সকল দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য গবেষণা ও তাহার প্রয়োগকে উৎসাহিত করা।

(ঠ) অর্থনীতি ও সমাজের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

(ড) সকল ধরনের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (IPR) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

(ঢ) অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সমন্বিত করা, এবং রানে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট করা, যাহাতে সরকারের নীতি নির্ধারণে সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে।

(ণ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি কার্যকর করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে অবশ্য পালনীয় করিয়া আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধানের আকারে যথোপযুক্ত পলিসি সংক্রান্ত বিধান (Policy regulation)/ নীতি নিমিত্তক (Policy Instruments) প্রণয়ন করা।

৫.২ নীতির কার্যক্রম

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সকল খাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রয়োগের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এই নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান ক্ষেত্রগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল:

৫.২.১ নীতি প্রণয়ন

- উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করিবার লক্ষ্যে খাত ও উপ-খাত-ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।

- খাত ও উপ-খাতভিত্তিক নীতিমালার উদ্দেশ্য হইবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা।
- খাত ও উপ-খাতভিত্তিক নীতিমালায় প্রযুক্তির প্রধান দিকগুলির (যেমন: ঐতিহ্যগত, প্রচলিত, আধুনিক ও সদ্য-উদ্ভাবিত প্রযুক্তি) গুরুত্ব, বিশ্বায়ন ও পরিবেশের বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

৫.২.২ **নীতির নিমিত্তক**

- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (ST&I) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ আইনগত ও নীতির নিমিত্তক প্রণয়ন।
- দেশের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার ব্যবস্থা (যেমন: আইন-প্রণয়ন ও বলবৎকরণ, প্রশাসনিক ও আইন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ) শক্তিশালীকরণ।
- রাজনীতিবিদ, আমলা, গবেষক, ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, জনসাধারণ ও অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (ST&I) গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (ST&I)-এর উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকার, জনগণ, ব্যক্তিগত ও বাহিরের উৎস হইতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ, উদ্যোগ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক ও সময়াবদ্ধ একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

৫.২.৩ **অবকাঠামো ও উৎপাদন সুবিধা**

- উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।
- উৎপাদন সুবিধার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।

৫.২.৪ **গবেষণা সুবিধা**

- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে গবেষণা সুবিধার উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা।
- গবেষণা-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও উন্নয়ন; যাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে নীতি-সংক্রান্ত গবেষণা; স্থানীয় ও আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, হস্তান্তর, অভিযোজন, উন্নয়ন, বিস্তার ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণা; এবং ফলিত ও মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণা।
- বহুবিধ খাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিচালিত সমন্বিত (বহু-প্রাতিষ্ঠানিক ও বহু বিষয়-ভিত্তিক) জাতীয় গবেষণা কর্মসূচির উন্নয়ন।
- গবেষণা কর্মসূচি পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণা সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন রিসার্চ কাউন্সিল) উন্নয়ন সাধন ও শক্তিশালীকরণ।

- গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) পেশা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ সুবিধা (Incentive) প্রদানের লক্ষ্যে তহবিল সৃষ্টি।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সুবিধা সৃষ্টি।

৫.২.৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত জনশক্তি

- বিভিন্ন খাতে গবেষণা ও উৎপাদন ব্যবস্থার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরি স্কুল (আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক), প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, আনুষ্ঠানিক স্নাতকোত্তর ও অনানুষ্ঠানিক স্নাতকোত্তর (প্রচলিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত দক্ষতাসম্পন্ন। জনশক্তির উন্নয়ন ও জোরদার করা।

৫.২.৬ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, পণ্য, প্রক্রিয়া, সেবা ও প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে উদ্ভাবনী উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির উন্নয়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (ST&I) উন্নয়নে নিয়মিতকরণ ব্যবস্থা (যেমন নিয়মিত ও বলবৎকারী কর্তৃপক্ষ) প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্য ও সেবার মান নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সুনামি, সমুদ্রে পানির উচ্চতা (SLR) ও ভূমিধস) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন।
- টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিবার জন্য সরকারি সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি উৎপাদন ব্যবস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাদারী সংগঠন ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উন্নয়ন।
- জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে কাজ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে খাত-ভিত্তিক নীতিমালা, নীতি-নিমিত্তক, প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন সুবিধা, গবেষণা সুবিধা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট জনশক্তির উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।

- নীতি প্রণয়ন, কর্মকৌশল, পদ্ধতি, কমিটি, সচিবালয়, অর্থ-বিধি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সুবিধা প্রদান (Refreshing) ইত্যাদি বিষয়সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন।
- নিয়মিত হালনাগাদ করিবার বিধানসহ গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদারদের ডেটাবেইজ (database) প্রণয়ন।

৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ক জাতীয় কমিটি (NCST) এবং এনসিএসটি-র কার্যনির্বাহী কমিটি (ECNCST)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন খাতে সমন্বিত উপায়ে তাহার চর্চা ও প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ১৬ই মে তারিখে গঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ক জাতীয় কমিটি যাহা পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় পরিষদ (NCST) নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পরিষদের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি (ECNCST) রহিয়াছে।

এনসিএসটি (NCST)

(ক) সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কর্মকৌশল তৈরি করিবে।

(খ) বিশেষ গবেষণা কর্মসূচির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এনসিএসটি-র কার্যনির্বাহী কমিটি (ECNCST)-র সুপারিশ বিবেচনা করিবে এবং বিভিন্ন সংস্থার গৃহীত গবেষণা-কর্মসূচির মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং উহার ফল বাস্তবে কতটা কাজে আসিবে তাহা নির্ধারণ করিবে।

(গ) বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (S&T) প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য ইসিএনসিএসটি (ECNCST)-র প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বিবেচনা করিবে।

(ঘ) লক্ষ্য-কেন্দ্রিক গবেষণা পরিকল্পনা ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে ইসিএনসিএসটি (ECNCST)-র সুপারিশ বিবেচনা করিবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কাজের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করিবে।

(চ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

৬.১ এনসিএসটি (NCST)-র প্রধান হইবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী সহ-সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ, সংশ্লিষ্ট সচিববৃন্দ ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী/প্রযুক্তিবিদ/শিক্ষাবিদ ইহার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। এনসিএসটি (NCST)-র গঠনের বিষয়টি সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করিবে।

৬.২ সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে ইসিএনসিএসটি (ECNCST), ও বিভিন্ন উপ-কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, উপদেষ্টা প্যানেল, বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও কনসালট্যান্ট, যেমন প্রয়োজন গঠন করিতে পারিবে।

৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির প্রধান প্রধান উপাদান

জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে সফলভাবে প্রয়োগ করিবার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রয়োজন, যে সকল খাতের নীতিমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে সেই খাতগুলির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়গুলি নির্ধারণ করা। পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল উন্নয়ন খাতে অনুমোদিত নীতি নাই সেই সকল খাতে খাত-ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করা যাইতে পারে।

খাত-ভিত্তিক নীতিমালা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত উপাদানগুলি হইল কার্য-সম্পাদনকারী মন্ত্রণালয়, সম্প্রসারিত সংস্থাসমূহ, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, মান পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গবেষণা পরিষদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, তৃণমূল পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট জনশক্তি, স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, অন্যান্য নীতিমালার সহিত সম্পর্ক, জাতীয় অগ্রাধিকার বিষয়ের সহিত সঙ্গতি এবং নীতি বাস্তবায়নের কাজ পরিমাপের পদ্ধতি।

জাতীয় অর্থনীতির সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বহু-বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য এবং উক্ত নীতি প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কাজ করিবে :

৭.১ দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা :

বর্তমানে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং গবেষণা পরিষদ, উন্নয়ন সংস্থা, সরকারি অধিদপ্তর, এনজিও ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। তবে এইগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রায়ই ইহাদের কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় না, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের তেমন কোনো ব্যবস্থা নাই এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে উদ্ভাবিত বাজারজাতকরণযোগ্য পণ্যের উন্নয়নে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। ফলে গবেষণা কার্যক্রম খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে কম সুফল আসে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে এনসিএসটি (NCST)-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এনসিএসটি (NCST) অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করণ এবং সক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা সমূহকে গবেষণা উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের নির্বাচিত ক্ষেত্রসমূহে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে। এনসিএসটি (NCST) নিজেদের মধ্যে অনুভূমিকভাবে এবং পণ্য উৎপাদনকারী/শিল্প খাত ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজের সহিত সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের সহিত গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি কর্ম-কৌশলও প্রবর্তন করিবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে ইহাই যথাযথ বিবেচিত হয় যে, ইসিএনসিএসটি (ECNCST) নিম্নোক্ত কার্যক্রমও সম্পন্ন করিবে :

(ক) দেশে প্রযুক্তি নির্ধারণ, উন্নয়ন, অভিযোজন, গ্রহণ ও বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

(খ) পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তুতকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পরিকল্পনা সমন্বিত করিবার লক্ষ্যে ব্যবস্থাগ্রহণের প্রস্তাব করা।

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

(ঘ) তহবিল সংগ্রহ করা এবং জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের আলোকে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে এইসকল অর্থ বরাদ্দ দেওয়া।

(ঙ) সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর-আরোপ, আমদানি, রফতানি ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রসমূহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা।

(চ) টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার জন্য পরিবেশ দূষণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করিতে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা।

(ছ) জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(জ) জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়ন এবং ইহাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল উপাদানে পরিণত করা।

৭.২ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল

গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি অর্জন, গ্রহণ ও অভিযোজন করিবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে :

(ক) প্রকৌশল বিজ্ঞান গবেষণায় প্রধান প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

(খ) অভ্যন্তরীণ গবেষণা উন্নয়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি শিল্প খাতে সক্ষমতা নির্ণয় করা।

(গ) বিদ্যমান প্রকৌশল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণার সমন্বয় ও উন্নয়ন করা।

(ঘ) বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ, অভিযোজন ও আত্তীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃসংস্থা পরামর্শকরণের সুবিধা প্রদান করা।

(ঙ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করা।

৭.৩ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ :

জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য হইতে খাত-ভিত্তিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া, প্রতিটি খাতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রয়োজনীয় সম্পদ ভালোভাবে মূল্যায়ন করিয়া এবং প্রতিটি খাতের সম্পাদিত কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিবীক্ষণ করিয়া ইহা অর্জিত হইবে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে সাধারণভাবে জাতীয় উন্নয়ন এবং বিশেষ করিয়া দারিদ্র্যহ্রাসে তাহাদের অধিকতর গুরুত্ব অনুসারে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে:

(ক) পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করিয়া বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, সুনামি, সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ/লাঘব।

২. পরিবেশ।

৩. আবহাওয়া বিজ্ঞান

৪. মহাশূন্য গবেষণা ও দূর-পর্যবেক্ষণ, জিআইএস (GIS)

৫. ভূমি-বিজ্ঞান

৬. নৌ-বিজ্ঞান

৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি :

১. কৃষি, ভূমি, গবাদি-পশু, হাঁস-মুরগি, বনায়ন ও মৎস্যচাষ

২. পানিসম্পদ, ভূমি-পুনরুদ্ধার ও ব-দ্বীপসংক্রান্ত গবেষণা

৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৪. ইলেক্ট্রনিক্স

৫. খনি-খনন

(গ) স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :

১. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ

২. জীব-প্রযুক্তি ও জি-প্রকৌশল।

৩. ঔষধ প্রস্তুতসংক্রান্ত বিষয় ও ভেষজ ঔষধ

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি :

১. আইসিটি (ICT)

২. যোগাযোগ

৩. বিজ্ঞান-নগর

(ঙ) অন্যান্য :

১. প্রকৌশল ও ধাতবশিল্প/শিল্পবিজ্ঞান, ন্যানো-প্রযুক্তি ও বস্তুবিজ্ঞান, পলিমার বিজ্ঞানসহ বৃহৎ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান

২. ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প

৩. পরিবহন ব্যবস্থা

৪. আবাসন ও গণপূর্ত ইত্যাদি

৫. ইকো-পর্যটন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

এনসিএসটি (NCST), ইসিএনসিএসটি (ECNCST)-এর সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করিবে, যাহা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করিতে হইবে।

৭.৩.১ প্রত্যেক একক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কর্মকৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা :

(ক) প্রত্যেক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করিবে।

(খ) প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কর্মসূচিতে এক বা একাধিক জাতীয় সমস্যার উপর পরিচালিত মৌলিক ও ফলিত গবেষণার যুতসই মিশ্রণ থাকিবে।

(গ) সরকারি তহবিলের উপর নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমাইয়া আনিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদানের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)-এর ফলাফল ব্যবহার করিতে প্রত্যেক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্পদের প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠান বর্তমান জনশক্তির কর্মদক্ষতা ও সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করিবে। কর্মকৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্টভাবে তাহার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণ করিতে হইবে।

৭.৩.২ গবেষণার উন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সামর্থ্য জোরদার করা।

কর্ম-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধার যথেষ্ট উনয়ন সাধন করিয়া জাতীয় মেধা প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৭.৩.৩ সামর্থ্য বৃদ্ধি :

(ক) গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি/পরীক্ষাগার সুবিধা সৃষ্টি।

(খ) বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য ও

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যাহাদের পর্যাপ্ত সুবিধা-সামর্থ্য নাই তাহাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য করিতে হইবে; সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষাগার সুবিধা ভাগাভাগি করিয়া ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(গ) সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য-ভিত্তি জোরদার করা।

(ঘ) নেটওয়ার্ক করাসহ আইসিটি (ICT) গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে।

৭.৩.৪ লক্ষ্য-ভিত্তিক গবেষণার জন্য বহু-বিষয়ের জনশক্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ :

(ক) লক্ষ্য-ভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞান বিষয়ের পেশাজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ জনশক্তির ভিত্তি তৈরি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) নকশা ও প্রকৌশল সেবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক রাসায়নিক, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ, পানিসম্পদ ও কৃষিবিষয়ক প্রকৌশলী নিয়োগের ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা পর্যবেক্ষণ, মূল প্লান্ট সম্প্রসারণ-বিষয়ক পর্যবেক্ষণ, নকশা উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য অন্যান্য সুবিধা প্রদানের প্রবিধান প্রণয়ন করিতে হইবে।

(গ) প্রত্যেক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ ও বাজার-গবেষণা বিশেষজ্ঞ প্রদানের প্রবিধান।

৭.৩.৫ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার জন্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা :

লক্ষ্য-ভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী, কর্মী-দল ও টিম, কার্যসম্পাদনকারী ইউনিট ও প্রতিষ্ঠান এককভাবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাহাদের মোট কাজের (Output) জন্য দায়ী থাকিবেন। জবাবদিহিতার বিষয়টি গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) কর্মব্যবস্থার মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে থাকিবে। একদল বিশেষজ্ঞ ইহার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করিবেন।

৭.৪ নতুন প্রতিষ্ঠান ও উৎকর্ষের ভিত্তিতে শীর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা :

বর্তমানে বিরাজমান যে সকল গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার প্রমাণ রহিয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে স্ব-স্ব অবকাঠামো শক্তিশালী করিবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎকর্ষের ভিত্তিতে শীর্ষ কেন্দ্রে পরিণত করা যাইতে পারে। যেখানে প্রয়োজন সেইখানে নতুন ক্ষেত্র ও নব উদ্ভাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন আইসিটি (ICT), জীব-প্রযুক্তি ও জিন্-প্রকৌশল, বস্তু বিজ্ঞান, ন্যানো-প্রযুক্তি ইত্যাদির উপর কাজ করিবার জন্য নূতন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই সকল শীর্ষ কেন্দ্র উন্নত মানের জনশক্তি প্রাপ্তির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৭.৫ বিজ্ঞান-শিক্ষা :

যে কোনো দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক তৈরিই এই বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাথমিক কাজ। তাই উত্তম বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতিদান একটি দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সংক্ষেপে বলিতে হয়, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান তথা অপরিহার্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবই উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত :

(ক) মানসম্মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান,

(খ) নূতন নূতন প্রযুক্তির উদ্ভাবন,

(গ) স্থানীয় পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অন্যত্র উদ্ভাবিত প্রযুক্তি গ্রহণ করা

(ঘ) প্রযুক্তি মূলত অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থানান্তর ও পরিস্থাপন করা,

(ঙ) দেশের জন্য উপযোগী এমন বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

৭.৫.১ বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার বর্তমান মান :

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার মান প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান-শিক্ষা খুবই সেকেলে। আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের অপর্যাপ্ততা লক্ষণীয়। আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিজ্ঞান পাঠ্যসূচি, বিজ্ঞান-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞান-শিক্ষার পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান পাঠদানের প্রয়োজনীয়তার সহিত যথাযথভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নহে। বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, প্রত্যয়নকরণ এবং চাকরি প্রদান সম্পর্কিত যথাযথ বা উপযুক্ত পদ্ধতি আমাদের দেশে নাই। প্রধানত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিগত চার দশকে প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় বিজ্ঞান পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার ও ব্যবহারিক সুবিধার মাত্রা এবং উপকরণের পরিমাণ আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলশ্রুতিতে কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে স্কুলে প্রচলিত বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসৃত হইয়া থাকে তাহা বিজ্ঞান পাঠদানের উদ্দেশ্যের সহিত যথাযথভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নহে। প্রয়োজনীয় পাঠসংক্রান্ত জিনিসপত্র সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আনুষঙ্গিক উপকরণ ও বিকারক (reagents) সমৃদ্ধ গবেষণাগারের ব্যবস্থা নাই। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে সম্পদের সীমিত সরবরাহ এবং ইহার বণ্টন-বিষয়ক সিদ্ধান্ত পাইবার অসুবিধা। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান এইরূপ দুরবস্থার ফলে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ে অনাগ্রহী হইয়া পড়িতেছে এবং উচ্চতর তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়কে বাছিয়া লইতেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হইতে তিন বৎসর অন্তর অন্তর বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যসূচি উন্নততর করা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার মান আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাত্ত্বিক পাঠসূচি শেষ করেন। অবশ্য শিক্ষার্থীরা এইক্ষেত্রে শুধুমাত্র কতিপয় নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর পাঠের উপর নির্ভরশীল হয় এবং ইহাতে তাহাদের জ্ঞানের পরিধিও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। পরীক্ষায় হয়তো তাহারা অনেক বেশি নম্বর পাইয়া যায়, কিন্তু ইহাতে তাহাদের জ্ঞানের গভীরতার প্রতিফলন হয় না। বিষয় ভালোভাবে না বুঝিয়াই বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাস করিতে চাহে।

৭.৫.২ **বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য চাকুরীর সুযোগ :**

যে কোনো দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো গবেষণাগারে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে অথবা কোনো উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত কর্মকর্তা হিসাবে একজন বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীর চাকুরী পাওয়া উচিত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন বিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতককে এমন কাজ করিতে দেখা যায় যাহা তাহার বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পর্কহীন। এইসব কারণেই বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনীহা দেখা যায়।

৭.৫.৩ **পিএইচডি. কর্মসূচি :**

উন্নত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটের পিএইচডি. কর্মসূচির সাফল্যের কারণেই সেই দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে বড় রকমের সাফল্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত পিএইচডি. কর্মসূচি গ্রহণ আশাপ্রদ নয়। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইহার অবদান আরোও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭.৫.৪ ***কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির ক্ষেত্র :***

আমাদের দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই বিশেষ বিষয়ে যেমন : বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানোটেকনোলজি, শক্তি উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার এবং আইটি (IT) বিষয়ে পড়ানো হয়। এই সকল বিষয় আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখিতে সক্ষম বিধায় জ্ঞানের এই সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য অবকাঠামোর আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ায় সরকারি বা বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমুদ্রসম্পদ ও সমুদ্রপ্রযুক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান পাঠের জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭.৬ **স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মান উন্নয়ন :**

এই প্রচেষ্টার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রণিধানযোগ্য:

(ক) প্রাথমিক পর্যায় হইতেই বিজ্ঞান এবং অংকের সাধারণ ধারণার উপর যথেষ্ট জোর প্রদান করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান করিতে পারে এমন স্কুল-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আন্তঃসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত হয়;

(খ) মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ICT অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং পাঠ্যসূচি নিয়মিতভাবে সময়োপযোগী করিতে হইবে;

(গ) শিক্ষাদান এবং প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান যেমন যোগ্য শিক্ষক, সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি, বই, জার্নাল, পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ সকলের জন্য মেধার ভিত্তিতে উন্মুক্ত থাকিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকার বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করিবে;

(চ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও বিজ্ঞান-শিক্ষাদান করিতে হইবে;

(ছ) বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ইহার আওতায় আনিবার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-গবেষণাগারের বিস্তার ঘটাইতে হইবে। ইহা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যত আইটিনির্ভর গ্রন্থাগার, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণাগার সম্প্রসারণের মাধ্যমেও হইতে পারে ।

৭.৭ **গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক স্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ জনবল এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা :**

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হইতেছে জনবলকে প্রশিক্ষণ দান। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নীতির, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, লক্ষ্য হইবেঃ

(ক) বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণার ক্ষমতা অব্যাহতভাবে উন্নত ও কর্মক্ষম রাখিবার নিমিত্ত প্রয়োজনমত সর্বস্তরে দেশে-বিদেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণদান এবং উচ্চতর শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টি সর্বদা নিশ্চিতকরণ।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা, যাহাতে তাহারা বিশেষভাবে দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়া, অর্থব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক আদর্শের সহিত নিজেদের যুক্ত করিয়া সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অধিকতর দায়িত্ব পালনে অনুকূল সাড়া প্রদান করিতে পারে।

(গ) পেশাগত ও প্রযুক্তিগত বিষয়কে হালনাগাদ করিবার লক্ষ্যে কৌশল উদ্ভাবন ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা, যাহাতে গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত উৎপন্ন দ্রব্য ও বিপণনের যোগসূত্র স্থাপনকারী কর্মধারার সংযোগসাধনকারী বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণদান করা যায়;

(ঘ) অব্যাহত প্রশিক্ষণ, কর্মশক্তির উন্নয়ন ও উন্নততরকরণ, প্রাসঙ্গিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিশেষত উৎপাদন ইউনিট কর্তৃক নিয়োগকৃত গবেষক ও প্রযুক্তিবিদদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(চ) দক্ষ জনশক্তির অন্যদেশে অভিবাসী হওয়াসহ মেধা-পাচার সমস্যার সম্পূর্ণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সমুচিত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনশক্তির বহির্গমনকে অন্তর্মুখী তথা বিপরীতমুখীকরণ;

(ছ) দেশের প্রয়োজন এবং অবকাঠামোগত ক্ষমতার সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে পিএইচডি-র জন্য উৎসাহ প্রদান করা এবং এই ধরনের গবেষণার সহিত জড়িত ছাত্র ও তত্ত্বাবধায়কদের যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

(জ) পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা এবং অধিবেশনে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(ঝ) নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সংক্ষিপ্ত, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি উচ্চতর শিক্ষা কর্মসূচির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৭.৮ **বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ :**

এই লক্ষ্য অর্জনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে-

(ক) প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণকে আকর্ষণীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিকল্পনা-প্রস্তাব প্রদান করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তরুণ মেধাবী বিজ্ঞানীদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) দেশে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণকে জাতীয় বেতন-স্কেলের সর্বোচ্চ গ্রেডে উপনীত হইবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। যদি স্থিরীকৃত কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ অবদানকে মূল্যায়নপূর্বক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তাহা হইলে তাহারা স্বীয় পদে অব্যাহতভাবে নিয়োজিত থাকিবে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী/গবেষকের জন্য পদ সৃষ্টি করিতে হইবে;

(গ) শুধুমাত্র চাকুরীর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতেই নয় বরং নির্দিষ্ট সময় অন্তর মেধাভিত্তিক অর্জন মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণকে পদোন্নতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। পদোন্নতির জন্য জ্যেষ্ঠতার সহিত মেধার উপর গুরুত্বারোপ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত চাকুরীবিধি প্রণয়ন করিতে হইবে।

(ঘ) গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ অবদান রাখিবার বিষয়ে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য গবেষণা ভাতা এবং পিএইচডি. ভাতা প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) বিবেচনার ভিত্তিতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদগণকে বাহির হইতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(চ) বিজ্ঞানীদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সহিত সংযোগ স্থাপনে প্রাধিকার ও অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(ছ) গবেষণার অবকাঠামো তৈরির প্রথম ধাপ হিসাবে সুদক্ষ প্রযুক্তিবিদদের লইয়া একটি দল/বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে;

(জ) বিজ্ঞানবিষয়ক একাডেমি, সংগঠন ও সমিতিকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে উহারা সমাজে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখিতে সক্ষম হয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারে;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, বিনিময় কার্যক্রম ও যথার্থ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের আদান-প্রদান সহজ করা যায়;

(ঞ) বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে, যাহা উহাদের গবেষণা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করিবে;

(ট) প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্জনের জন্য বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণকে পুরস্কার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করিতে হইবে; এবং

(ঠ) গবেষণা এবং উন্নয়ন কর্মসূচির সহিত যুক্ত বিজ্ঞানকর্মীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। যাহাদের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বা সৃষ্টিশীল কাজ দেশীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এইরূপ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণকে আজীবন 'জাতীয় বিজ্ঞানী/ইমেরিটাস বিজ্ঞানী/সুপার-নিউমেরারি বিজ্ঞানী/অনারারি বিজ্ঞানী'-র পদ প্রদান করা যাইতে পারে এবং তাঁহাদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকসহ সরকার কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব প্রদান করা বিবেচনা করিতে পারিবে।

৭.৯ **গণমাধ্যম এবং তথ্য :**

যে কোনো আত্মনির্ভর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে একটি শক্তিশালী তথ্য-ভিত্তি পূর্বশর্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং যুব সমাজকে নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রতি উৎসাহিত করিবার জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) এইরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সাধারণ জনগণ দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক সূত্র ব্যবহার করিতে পারে। ইহার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাবের মতো গণমাধ্যমকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করিতে হইবে। সাধারণ জনগণকে সহজ ভাষায় পরিবেশের অবক্ষয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করিবার জন্য বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করিতে হইবে;

(খ) বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ ও ইহাদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে জনসাধারণের বোধগম্যতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সৃজন-ক্ষমতা ও আগ্রহকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বলব্ধ উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়া ও কৌশলের মডেল প্রদর্শনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে শক্তিশালী ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর চালু করিতে হইবে।

(গ) শিক্ষার্থী এবং যুবসমাজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণের বক্তৃতার আয়োজন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষার্থী ও যুবসমাজকে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক সূত্র ব্যবহারে উৎসাহিত এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হইবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে;

(ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল/দিকসহ জীবনের উপর প্রত্যক্ষ অভিঘাত সৃষ্টি করে এইরূপ এলাকাসমূহে বিকাশমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহী হইবার তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করিতে হইবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার, জনপ্রিয়করণ ও অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তাদানের জন্য প্রতিটি গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা সেল/ডিভিশন গঠন করিতে পারে।

পারস্পরিক শক্তিবৃদ্ধি, গুরুত্ব ও প্রভাবকে সংঘটিতকরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, কলা এবং অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ মিথষ্ক্রিয়া সহজতর করিতে হইবে। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আইসিটির সুযোগ-সুবিধা শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

৮. **দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য জাতীয় সামর্থ্য/সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য জাতীয় ক্ষমতা/ধীশক্তি অর্জন :**

দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তির দক্ষতাপূর্ণ আত্তীকরণের লক্ষ্য নিম্নরূপ হইবে : অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহার লক্ষ্য হইবে :

(ক) জাতীয় পরিকল্পনার সহিত যুক্ত হইবে এইরূপ একটি প্রযুক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা

(খ) প্রযুক্তিগত যোগ্যতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় ক্ষমতা/সামর্থ্য অর্জন করা;

(গ) গবেষণালব্ধ ফলাফল উৎপাদন খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় অর্থব্যবস্থায় উক্ত ফলাফলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) প্রকৌশল নকশা, প্রোটোটাইপ তথা মূল নমুনার উন্নয়ন ও পরীক্ষামূলক প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং পরিণামে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার শিল্পোদ্যোগের সংশ্লিষ্ট সেক্টর করপোরেশন ও স্বতন্ত্র ইউনিটে উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফল স্থানান্তর ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) দেশীয় ও আমদানিকৃত প্রযুক্তিগত সম্পদের সর্বোত্তম মিশ্রণের মাধ্যমে, বিশেষ করিয়া, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটপূর্ণ এলাকায় ঘাতোপযোগিতা (Vulnerability) হ্রাসকরণ;

(চ) বিদেশি প্রযুক্তি নির্বাচন, আমদানিকরণ, আত্তীকরণ ও অভিযোজনের জন্য উপযুক্ত আইনগত, নৈতিক, রাজস্ব সংক্রান্ত ক্রিয়া পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;

(ছ) আমদানিকৃত প্রযুক্তি আত্তীকরণ পদ্ধতি, শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এতদ্‌সম্পর্কিত জ্ঞান আত্তীকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(জ) দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া, যে সমস্ত প্রযুক্তির রপ্তানি সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা রহিয়াছে সেই সমস্ত প্রযুক্তি উৎপাদন করা। ইহার জন্য প্রয়োজন দূরদর্শিতা যাহা কেবল প্রযুক্তি সম্পর্কে পূর্বাভাসদান ও উহা নিরূপণ করিবার সহিত সম্পর্কিত নহে বরং উহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত গুরুত্বের সহিতও সম্পর্কিত;

(ঝ) তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ, কম্পিউটারের ব্যবহার ও সফটওয়্যার প্যাকেজ, মান নির্দিষ্টকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সহায়তাদানকারী সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) নির্দিষ্ট প্রযুক্তি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিবেশবিদ্যা (Ecology), পরিবেশ, শক্তি সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ন্যায়নীতি প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করিবার কাজ নিশ্চিতকরণ;

(ট) বিশেষ করিয়া ভূতল ও ভূপৃষ্ঠের পানি সম্পদ এবং ভূমি সম্পদকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(ঠ) ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রো-ইলেক্ট্রনিক্স, নূতন ও নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি বিকাশমান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।

উপরে বর্ণিত প্রযুক্তি নীতিমালার ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করিতে হইবে এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি-এর মতো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করিতে হইবে এবং প্রযুক্তি নিরূপণ, পূর্বাভাস প্রদান, মূল্যায়ন প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত বিষয়ের নীতিমালা বিষয়ক গবেষণার দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রদান করিয়া কাজ করিবে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, NCST-এর জন্য 'থিংক ট্যাঙ্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিতব্য জাতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর কেন্দ্র-এর নিকট হইতে গবেষণা কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার সত্যিকার সম্ভাবনা অপেক্ষা নিম্নে রহিয়াছে এবং এই অর্থব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত অবদান অপর্যাপ্ত। রপ্তানির ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নহে বরং শ্রমিকের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করিতেছে। উচ্চ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জাতীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য নূতন চিন্তা ধারার আদান-প্রদান ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেই কেবল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলে চলিবে না, অন্যান্য অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও বাজার-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, যাহা উৎপাদনখাতে উদ্ভাবনসমূহ গ্রহণ, ব্যাপন ও স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজন।

প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত আইনি, রাজস্ব ও আর্থিক দলিল প্রবর্তনের জন্য নীতি ব্যবস্থা আরও উন্নয়নের পাশাপাশি যথাসময়ে একটি জাতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর কেন্দ্র (National Centre for Technology Development and Transfer) স্থাপন করা যাইতে পারে, যাহা প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তথ্য, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করিবে। প্রস্তাবিত জাতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর কেন্দ্রটি (NCTDT) প্রযুক্তি উন্নয়ন, অভিযোজন, অধিগ্রহণ এবং স্থানান্তরের বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে, যাহা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME)-র জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। NCST কর্তৃক গঠিত প্রযুক্তি স্থানান্তর বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শক কমিটি এই ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে।

৯. **মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (Intellectual Property Right) :**

বাংলাদেশ WTO-এর একটি সহযোগী দেশ এবং ইহার বিধানসমূহ পালন বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক এবং বিশেষ করিয়া মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। তাই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি অনুরূপ অধিকার সংরক্ষণ এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা পালনের প্রয়োজনীয়তার উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে জোরালো সুপারিশ করা হইল :

(ক) যে কোনো বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করিবার সময় মেধাস্বত্বসংরক্ষণ অধিকার প্রযোজ্য এমন সব বিষয় যেমন-বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব অধিকার, পেটেন্ট/কপিরাইট ইত্যাদি যথাযথভাবে বিবেচনায় আনিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা গড়িয়া তুলিতে হইবে;

(খ) বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণকে বাণিজ্যিক উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় পণ্য, প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণালব্ধ ফলাফল অবশ্যই পেটেন্ট করাইয়া লইতে হইবে;

(গ) সরকার জৈববস্তু পাচার (bio-piracy) রোধকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং জাতীয় জীব-বৈচিত্র্য (bio-diversity) সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ পেটেন্ট করাইয়া লইবে;

(ঘ) ঐতিহ্যগত জ্ঞানের প্রকাশের যাবতীয় ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহারকে উৎসাহিত করিবার পাশাপাশি আমাদের জীব-বৈচিত্র্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে;

(ঙ) দেশীয় সম্পদ, ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠীজ্ঞান, পণ্য ও প্রক্রিয়াসমূহ এবং এইরূপ অন্যান্য বস্তুর মেধাস্বত্ব অধিকার রক্ষার আইনানুগ বিধানসমূহ হালনাগাদ ও কার্যকর করিতে হইবে;

(চ) ঐতিহ্যবাহী ভেষজ উদ্ভিদ, গুল্ম ইত্যাদি জৈববস্তু যথোপযুক্ত দলিলীকরণের মাধ্যমে পাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার (IPR) চালু করিতে হইবে।

১০. বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ :

দেশীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্য এবং বাহিরের উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ত্বরিৎ দলিলীকরণ ও প্রচার সহজতর করিবার জন্য একটি সুসংগঠিত ও প্রতিষ্ঠানভুক্ত করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাহা আন্তর্জাতিক মানের অনুরূপ হইবে এবং দেশের সম্পদ সীমাবদ্ধতার মধ্যে লভ্য হইবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সংস্থা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য লইয়া কাজ করিতেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমস্ত তথ্য সংতুলন, তালিকাভুক্ত ও সংরক্ষণ করিতেছে।

ফলপ্রসূ কার্যপরিচালনার জন্য একটি তিন স্তরবিশিষ্ট জাতীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে, যাহা নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে কর্ম-পরিকল্পনা করিবে :

১০.১ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (BANSDOC) :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (BANSDOC) আইন অনুযায়ী এই কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে একজন মহাপরিচালক থাকিবেন। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত সুবিধা থাকিবে :-

(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও তালিকাভুক্তি;

(খ) উপাত্ত লাইন সংযোগ ও দলিলীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় বাস্তব সুবিধা;

(গ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলীকরণ এজেন্সির সহিত যোগাযোগ রক্ষা;

(ঘ) জাতীয় দলিলীকরণ সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সার্বিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দলিলীকরণ Gorany (Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre BANSDOC)-কে কেন্দ্রীয় দলিলীকরণ কেন্দ্র এবং জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তোলা হইবে। BANSDOC-এর জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইবে।

১০.২ নিম্নলিখিত বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র লইয়া সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানসমূহে চারটি উপ-বিভাগ থাকিবে :

(ক) ভৌতবিজ্ঞান-যাবতীয় ভৌত, রাসায়নিক, গাণিতিক, পারিসাংখ্যিক ও পারমাণবিক বিজ্ঞান (Nuclear Science) বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের জন্য দলিলীকরণ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(খ) কৃষিবিজ্ঞান, শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ- কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, পল্লী উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীব এবং জনস্বাস্থ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) প্রকৌশল ও প্রযুক্তি প্রকৌশল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, স্থাপত্য, নগর/পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা, নৌ স্থাপত্য ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান, শিল্প প্রকৌশল, শক্তি, প্রযুক্তি, পরিবেশ, গৃহসংস্থান, যোগাযোগ, পরিবহন, পানি সম্পদ ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

উক্ত চারটি উপ-বিভাগের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, দলিলীকরণ, অনুলিপিকরণ, মাইক্রোফিল্ম/মাইক্রোফিস ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ-সুবিধা থাকিতে হইবে। এই চারটি উপ-বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এক স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক ও কার্যকর ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্ত থাকিবে।

১০.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা :

সকল বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান (গবেষণা ও শিক্ষা) তাহাদের গ্রন্থাগার সুযোগ-সুবিধা দান ও বিষয়বস্তুর বিশেষজ্ঞতা লাভের বিষয় অব্যাহত রাখিবে। এই সকল গ্রন্থাগার উহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে মূল স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ ও দলিলীকরণের কাজ সম্পাদন করিবে ও স্ব স্ব উপবিভাগকে তাহা সরবরাহ করিবে এবং পরিশেষে স্থায়ী দলিলীকরণ ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য সরবরাহ করিবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)-এর সাধারণ তত্ত্বাবধানে উক্ত তিন স্তরবিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে।

১১. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা (STR) খাতে পর্যাপ্ত তহবিল গঠন :

যেহেতু একটি জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অতীব জরুরি উপাদান বলিয়া স্বীকৃত, সেইহেতু শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে। বস্তুত এই সকল দেশ গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাহাদের মোট পণ্য ও সেবা অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)-এর দুই হইতে তিন শতাংশ ব্যয় করিয়া থাকে। গবেষণা ও উন্নয়নের ফলাফলকে সামাজিকভাবে মূল্যায়িত বস্তুতে রূপান্তরিত করিবার জন্য এই পরিমাণকে বেশ কয়েকবার অতিরিক্তভাবে ব্যয় করা হয়, যাহা পরে সম্ভাব্য ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের নিকট সহজলভ্য করা হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নিশ্চিতকরণার্থে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)-এর ন্যূনপক্ষে ২ শতাংশ পরিভাজন মাত্রা স্থির করিতে হইবে এবং এই খাতে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব উক্ত লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হইতে হইবে। এই জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক কৌশল নিরূপণ করিতে হইবে এবং উহার কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন;

(খ) সরকার এবং সরকারি ও বেসরকারি (PPP) অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য অব্যাহত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) দেশীয় সরকারি ও বেসরকারি উৎস, আন্তর্জাতিক এজেন্সি/সংস্থা এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থা হইতে তহবিল সংগ্রহ ও উহার ব্যবহারকরণ, যাহা সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনুরূপ হইবে।

এতদ্ব্যতীত উপানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির জনসাধারণের বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রসার ঘটানো, জাতীয় পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় পর্যন্ত নিয়মিত বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্‌যাপন, বিজ্ঞানসেবী সংস্থাসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, বিজ্ঞান মেলা, কর্মশালা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্মশালা, কংগ্রেস প্রভৃতিতে যোগদানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান- এর লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট গঠন করিতে হইবে। ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে এবং ট্রাস্টের তহবিল হইতে উল্লিখিত বিষয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

১২. দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা :

সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য যথাশীঘ্র সম্ভব পূরণের জন্য বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের জন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের সহিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা রক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাইতে হবে। এইক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC), এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (RCA), এশীয় পারমাণবিক সহযোগিতা ফোরাম (FNCA), কমনওয়েলথ বিজ্ঞান কাউন্সিল (CSC), Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asia and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Islamic Foundation for Science, Technology and Development (IFSTAD), COMSTECH, COMSATS, UN Centre for Science and Technology for Development (UNCSTD) Ges IAEA, FAO, UNICEF, WHO ইত্যাদির ন্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

বস্তুগত ও মেধাভিত্তিক সম্পদ সকলের ব্যবহারের জন্য একত্র করিয়া বিশেষ করিয়া যে সকল দেশের সহিত অভিন্ন সমস্যা রহিয়াছে সেই সকল দেশের সহিত অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা কার্যকররূপে অর্জন করা যাইতে পারে। বৈদেশিক নীতি উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে জাতীয়স্বার্থের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অধিকতর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক) পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে হইবে।

১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা :

এনসিএসটি (NCST)-র উপযুক্ত বিবেচনায় দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিষয়ক অগ্রাধিকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা (STAP) প্রণয়নের মাধ্যমেই চিহ্নিত হইবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময় এনসিএসটি (NCST) দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অপেক্ষাকৃত

কম, মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদি চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া খাত ভিত্তিক উদ্যোগকে সমন্বিত করিতে চেষ্টা করিবে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হইতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য দীর্ঘ মেয়াদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহার মাধ্যমে দেশের দৈশ্বিক বা স্থানীয় সম্পদ, সম্ভাব্য আমদানিকৃত সম্পদ ও মানবসম্পদ বিবেচনা করিয়া পরবর্তী ২০-২৫ বৎসরের জন্য পণ্য উৎপাদন ও সেবার বিধান সম্পর্কিত অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হইবে।

কেবল গবেষণাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নন, নকশা, প্রকৌশল ও পণ্য-উৎপাদন ইউনিট, প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ এজেন্সিসমূহ এবং সম্প্রসারিত সংস্থাসমূহের সহিতও সংশ্লিষ্ট এমন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের প্যানেল মূল পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করিবেন। এই কর্মটি অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সম্পাদন করিতে হইবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রকল্পসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ উন্নয়ন কার্যক্রম হইতে গৃহীত কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সংক্ষেপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পরিকল্পনা প্রণীত হইবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

১৩.১ এনসিএসটি (NCST) পরিবীক্ষণ সেল :

এনসিএসটি (NCST)-র কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও যথাযথ দলিলীকরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একটি পরিবীক্ষণ সেল গঠন করিতে হইবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতির সাফল্য এবং যে গতিতে নীতিটির বিভিন্ন দিক বাস্তবায়িত হয় তাহা এনসিএসটি (NCST)-র সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ, পুনরীক্ষণ ও নির্দেশনার উপর নির্ভর করে। এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনসিএসটি (NCST) মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা ও যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-উদ্যোক্তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লইয়া কাজ করে তাহাদেরকে বিস্তারিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১৪. অগ্রযাত্রা :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি সূত্রবদ্ধকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যাপ্ত অর্থ-সংস্থানের বিধান এবং পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জাতীয় লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয় শর্তের নিরাপত্তা প্রদান করিতে পারে। তবে ইহাদের মধ্যে কেবল এইগুলিই যথেষ্ট নহে। কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানেই নহে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও অতিপ্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক সংস্কার সাধন করিতে হইলে সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির কার্যকারিতা রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক/প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি দেশের সমস্ত মানুষকে অবশ্যই জাতীয় শক্তি ও কর্ম-সামর্থ্যে আত্মবিশ্বাস ও গৌরবের সহিত অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করিবার লক্ষ্যে জনগণের সৃজন-ক্ষমতার বিকাশ সাধনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যথার্থভাবে আত্মস্থ করিতে হইবে।

শব্দ সংক্ষেপ

BANSDOC	:	Bangladesh National Science and Technical Documentation Centre (বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দলিলীকরণ কেন্দ্র)
BUET	:	Bangladesh University of Engineering and Technology (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।
CU	:	Chittagong University (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
DU	:	Dhaka University (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ECNCST	:	Executive Committee of National Council on Science and Technology (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক জাতীয় পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি)
ICT	:	Information & Communication Technology (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি)
IPR	:	Intellectual Property Rights (মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার)
JU	:	Jahangirnagar University (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
MOSICT	:	Ministry of Science and Information & Communication Technology (বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)
NCST	:	National Council on Science and Technolog (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক জাতীয় পরিষদ) :
NSTP	:	National Science and Technology Policy (জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি)।
NSTF	:	National Science and Technology Foundation (জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা)
R&D	:	Rcscarch and Development (গবেষণা ও উন্নয়ন)
RU	:	Rajshahi University (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
S&T	:	Science and Technology (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)
SAARC	:	South Asian Association for Regional Co-operation (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা)
STAP	:	Science and Technology Action Plan (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কার্য পরিকল্পনা)
ST&I	:	Science, Technology and Innovation (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি উদ্ভাবন)
STR	:	Science and Technology Research (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা)
SUST	:	Shahjalal University of Science and Technology (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

বাঃসঃমুঃ-২০১১-১২-২৮২৩ কম(বি)-৪০০ বই, ২০১১।